CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-98 ■ 11 January, 2025 ■ আগরতলা ১৩ জানুয়ারি, ২০২৫ ইং ■ ২৮ পৌষ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

স্বামীজির জন্মবার্ষিকীতে বিকশিত ভারত ইয়াং লিডার্স ডায়ালগ ২০২৫'এ অংশগ্রহণ

সম্মিলিত যুব শক্তির প্রচেষ্টায় দেশ তার লক্ষ্যে পৌঁছাবে ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারী।। আজ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মবার্ষিকীতে জাতীয় যুব দিবস উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী নতুন দিল্লির ভারত মণ্ডপমে "বিকশিত ভারত ইয়ং লিডার্স ডায়ালগ ২০২৫ "-এ অংশগ্রহণ করেন। সারা ভারত থেকে আগত ৩০০০ সক্রিয় তরুণ নেতাদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী এক মঞ্চে সামিল হন। এই উপলক্ষে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি ভারতের যুবসমাজের প্রাণবন্ত শক্তির কথা তুলে ধরেন, তিনি বলেন, যুবাদের এই উপস্থিতি ভারত মণ্ডপমে অনন্য প্রাণ ও শক্তি নিয়ে এসেছে। দেশের যুবসমাজের প্রতি স্বামীজীর অগাধ বিশ্বাস ছিল, একথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, সমগ্র দেশ আজ স্বামী বিবেকানন্দকে স্মরণ করছে এবং শ্রদ্ধা জানাচ্ছে। তিনি বলেন, স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন যে তাঁর শিষ্যরা তরুণ প্রজন্ম থেকে আসবেন, যাঁরা সিংহের মতো শক্তিতে ভরপুর হয়ে প্রতিটি সমস্যার সমাধান করবেন। তিনি আরও বলেন, স্বামীজি ও তাঁর বিশ্বাসের প্রতি তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে, যেমন স্বামীজির ছিল তরুণ সমাজের উপর আস্থা।

প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন যে, স্বামী বিবেকানন্দ যদি আজ আমাদের মধ্যে থাকতেন, তা হলে একবিংশ শতাব্দীর ভারতের যুবসমাজের জাগ্রত শক্তি ও সক্রিয় প্রচেষ্টার সাক্ষী হয়ে তিনি নতুন আত্মবিশ্বাসে পূর্ণ হতেন। ভারত মণ্ডপমে আয়োজিত জি-২০ অনুষ্ঠানের কথা স্মরণ করে শ্রী মোদী বলেন, বিশ্বনেতারা একই স্থানে বিশ্বের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করতে এসেছিলেন, যেখানে আজ ভারতের যুবসমাজ ভারতের পরবর্তী ২৫ বছরের জন্য রোডম্যাপ তৈরি করছে।

কয়েক মাস আগে তাঁর বাসভবনে তরুণ ক্রীড়াবিদদের সঙ্গে সাক্ষাতকরে একটি অংশ উল্লেখ করে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন একজন ক্রীড়াবিদ মন্তব্য করেছিলেন, 'বিশ্বের কাছে আপনি প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন, কিন্তু আমাদের কাছে আপনি পরম মিত্র।' প্রধানমন্ত্রী ভারতের যুবসমাজের সঙ্গে তাঁর মিত্রতার বন্ধনের ওপর জোর দিয়ে বলেন, বন্ধুত্বের সবচেয়ে শক্তিশালী যোগসূত্র হল আস্থা। তিনি যুব সমাজের প্রতি তাঁর অগাধ আস্থা ব্যক্ত করেন, যা ভারত 'গঠন এবং" বিকশিত ভারত ইয়ং লিডার ডায়ালগ'-এর ভিত্তিকে অনুপ্রাণিত করেছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতের যুবসমাজের সম্ভাবনা শীঘ্রই ভারতকে একটি উন্নত দেশে পরিণত করবে। তিনি স্বীকার করেন যে লক্ষ্যটি তাৎপর্যপূর্ণ তো বটেই, লক্ষ্য পূরণ করাটাও অসম্ভব নয় , যা অবশেষে নৈরাশ্যবাদীদের ভুল প্রমাণিত করবে। তিনি বলেন, লক্ষ লক্ষ যুবক-যুবতীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দেশ নিঃসন্দেহে তার লক্ষ্যে পৌঁছাবে।

শ্রী মোদী বলেন, 'ইতিহাস আমাদের শিক্ষা দেয় এবং অনুপ্রাণিত করে', এবং অসংখ্য বৈশ্বিক উদাহরণ তুলে ধরে যেখানে বড় স্বপ্ন ও সংকল্প নিয়ে দেশ ও গোষ্ঠী তাদের লক্ষ্য অর্জন করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১৯৩০-এর দশকের অর্থনৈতিক সঙ্কটের উদাহরণ তুলে ধরে তিনি বলেন, আমেরিকানরা নতুন চুক্তি গ্রহণ করেছিল এবং কেবল সংকট কাটিয়ে ওঠাই নয়, তাদের উন্নয়নকেও ত্বরান্বিত করতে সমর্থ হয়েছিল। তিনি সিঙ্গাপুরের কথাও উল্লেখ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পাচারকার্য রুখে দিল মহিলা বিএসএফ জওয়ানরা

আটক তিন বাংলাদেশী, শূণ্যে ২ রাউন্ড গুলি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারী।। সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর (বিএসএফ) সতর্ক মহিলা প্রহরীরা আজ সিপাহিজলা জেলার আশাবাড়ি সীমান্ত ফাঁড়ি এলাকায় একটি বড় ধরনের পাচারের চেষ্টা সফলভাবে ব্যর্থ করে এবং বিপুল পরিমাণে চিনি ও অন্যান্য পাচার পণ্য উদ্ধার করে।

বিএসএফ এক প্রেস বিবৃতিতে জানিয়েছে, আজ ভোরে সংঘটিত এই পাচারের চেষ্টা বানচাল করতে, ধারালো অস্ত্র নিয়ে সজ্জিত এক বিশাল চোরাচালানকারীরা জোরপূর্বক পাচারের চেষ্টা করলে বিএসএফ মহিলা প্রহরীরা প্রাণঘাতী অস্ত্র থেকে আত্মরক্ষার্থে দুই রাউন্ড গুলি চালাতে বাধ্য হয়। এবং এর মাধ্যমে তারা এই পাচারকার্য রুখতে সমর্থ হয়।

অন্য একটি অভিযানে, গতকাল বিকেল ৪টা ৫০ মিনিটে খোয়াই জেলার অন্তর্গত গৌরনগরের বিওপির বিএসএফ জওয়ানরা বাংলাদেশে প্রবেশের চেষ্টা করার সময় ৩ জন বাংলাদেশী নাগরিককে আটক করে। আটক বাংলাদেশী নাগরিকরা বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাসিন্দা। বিএসএফের জিজ্ঞাসাবাদে আটক বাংলাদেশী নাগরিকরা ভারতীয় টাউটারের পরিচয় এবং সীমান্ত অতিক্রমে সহায়তাকারী বাংলাদেশী টাউটারের পরিচয় প্রকাশ করেছে।

এছাড়াও, অ-প্রাণঘাতী কৌশল গ্রহণ করে বিএসএফ সৈন্যরা অনুপ্রবেশ ও চোরাচালানের বেশ কয়েকটি প্রচেষ্টা সফলভাবে ব্যর্থ করেছে। ১০টি গবাদি পশু, ১০০০ কেজি চিনি, ১৬ কেজি গাঁজা, বিপুল পরিমাণ পোশাক, ওষুধ এবং ৫০ লক্ষ টাকারও বেশি মূল্যের অন্যান্য পাচার সামগ্রী জব্দ করেছে।

শাসকদল ও শ্রমিক সংগঠনের মধ্যে মারপিট, যান চলাচল ব্যাহত, দুর্ভোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১২ জানুয়ারি।। বিএমএস এবং বিজেপি কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের জেরে রবিবার সকাল থেকে দুর্ভোগে পারেন সাধারণ যাত্রীরা। বিএমএস এর কর্মবিরতিতে যানবাহন চলাচল বন্ধ ছিল বলে সমস্যায় পড়েন তারা। প্রশাসনের প্রচেষ্টায় বিকেলের মধ্যে সমস্যার সমাধান হয়েছে।

বিএমএস এবং বিজেপি কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের জেরে ধর্মনগরে উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। শনিবার দুপুরে ধর্মনগর মোটর স্ট্যান্ড এলাকার বিএমএস উত্তর জেলা কার্যালয়ের সামনে এই সংঘর্ষ বাধে। সংঘর্ষের একপর্যায়ে উভয় দলের মধ্যে হাতাহাতি হয়। এই ঘটনায় বিএমএস-এর এক কর্মীর হাত ভেঙে যায় এবং এক বিজেপি কর্মীর মাথা ফেটে যায়। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে উত্তর জেলা বিএমএস কর্মীরা সুষ্ঠ তদন্ত এবং দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতির ডাক দেয়। শনিবার রাতে উভয় দলই পরস্পরের বিরুদ্ধে ধর্মনগর থানায় অভিযোগ দায়ের করে।

এদিকে, রবিবার সকাল থেকে শহরে বিএমএস কর্মীরা মাইকিং শুরু করে, যেখানে বিদ্বেষমূলক বক্তব্য দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে। এদিকে, রবিবার সকাল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মকর সংক্রান্তি

চিরাচরিত বুড়ির ঘর তৈরির প্রস্তুতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারি।। আমরা যতই আধুনিক হই না কেন চিরাচরিত সংস্কৃতিকে নানান কায়দায় বহন করে চলেছি। এটা বাস্তব এই সময়ের মধ্যে আধুনিকতার ছাপ আমাদের সমাজের সব দিকেই রয়েছে কিন্তু তারপরেও চিরাচরিতভাবে ঐতিহ্যকে আমরা সম্মান করি এবং অবশ্যই গুরুত্বসহকারে এগিয়ে নিয়ে চলি।

রবিবার পৌষ সংক্রান্তি বা মকর সংক্রান্তির প্রাক্কালে তেলিয়ামুড়া মহকুমার কৃষ্ণপুর আমতলী এলাকায় গিয়ে প্রত্যক্ষ করা গেল দুই যুবক মিলে বুড়ি ঘর তৈরিতে ব্যস্ত ছিল। যুগ যুগ ধরে মকর সংক্রান্তির আবহে বুড়িঘর তৈরি করে বনভোজন করা সহ নানাভাবে আনন্দ করার রেওয়াজ রয়েছে। অস্বীকার করার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিষপানে যুবকের আত্মহত্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১২ জানুয়ারি।। বিষপান করে আত্মহত্যা করল এক যুবক। ঘটনাটি ঘটে কৈলাসহর পুরপরিষদের অধীনে কালিপুর বাধেরপার ১৩নং ওয়ার্ড এলাকায়। সুহীদ দেবনাথ(১৮) নামে যুবক কৈলাসহরের বেসরকারি বিদ্যুৎ সংস্থা সাই কম্পিউটার লিমিটেডের অফিসে নিরাপত্তার কর্মী হিসাবে কাজ করত। কালীপুর বাধেরপাড় এলাকার বাড়িতে ওরা কেউই থাকত না, শহরের কোন এক জায়গায় ওরা ভাড়া বাড়ীতে বসবাস করত। গতকাল সন্ধ্যাবেলা সুহীদ দেবনাথের মার সাথে সুহীদের কোন এক বিষয় নিয়ে বাকবিতন্ডা হয়। এরপর সুহীদ দেবনাথ কালিপুর বাঁধেরপাড় এলাকায় তার নিজ বাড়িতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

যুবমোর্চা আয়োজিত যুব দিবসে

কমিউনিস্ট থাকলে যুবসমাজ পঙ্গু করে রাখবে ঃ বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারি।। কমিউনিস্টদের মধ্যে যুবদের কোন স্থান নেই। কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টির মধ্যে যুব বয়সেও মুখ্যমন্ত্রী হওয়া যায়। আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে কমিউনিস্টদের কটাক্ষ করে এই কথা বলেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

প্রসঙ্গত, আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে যুব মোর্চার আয়োজিত যুব দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি স্বামীজির জীবনাদর্শ নিয়ে আলোচনা করেন।

সাংসদ বিপ্লব যুব দিবস প্রসঙ্গে স্বামীজির যুব সমাজের প্রতি অনুপ্রেরণা প্রদানের বিষয়ে কথা বলেন। পাশাপাশি কমিউনিস্টদের কটাক্ষ করে বলেন, কমিউনিস্টদের মধ্যে যুবদের কোন স্থান নেই। যতক্ষণ না পর্যন্ত তাদের মধ্যে চুল পাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন বড় ব্যক্তিত্ব হওয়া যায় না। কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টির মধ্যে চুল না পাকলেও মুখ্যমন্ত্রী হওয়া যায়।

তিনি আরো বলেন, কমিউনিস্টরা থাকলে যুব সমাজকে পঙ্গু করে রাখবে, তাদের উন্নয়ন হতে দেবেনা। তাই যে কয়টা কমিউনিস্ট নেতা বাইরে আছে তাদের ভেতরে ঢুকিয়ে দেওয়ার কথা বলেন তিনি।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ৫০ ফুট খাদে পড়ল লরি, আহত ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, আমবাসা,১২ জানুয়ারি।। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ৫০ ফুট গভীর খাদে পড়ে গেল লরি। ঘটনায় লরির ভেতরের থাকা দুজনেই আহত হয়েছেন। তার মধ্যে একজনের আঘাত গুরুতর।

ঘটনার বিবরনে জানা গেছে, মুঙ্গিয়াকামি থানাধীন আঠারোমুড়া পাহাড়ের ৪৭মাইল এলাকায় একটি লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ৫০ ফুট গভীর খাদে পড়ে যায়। এতে গাড়িতে থাকা চালক এবং একজন মহিলা গুরুতর আহত হন। দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে আহতদের মুঙ্গিয়াকামী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যায়। ঘটনাগ্রস্থ লরিটির নাম্বার টিআর০১-এএফ-১৮৬৭। গাড়ি চালক রতন দেবনাথ এবং অপর মহিলার নাম রম্পা দেবনাথ বলে জানিয়েছেন অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা। মূলত পাহাড়ি রাস্তায় বাক নিতে গিয়ে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।

লরি থেকে কোটি টাকার ইয়াবা উদ্ধার, আটক ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারি।। সাত সকালে সোনামুড়া নিয়ে যাওয়ার প্রাক্কালে ইয়াবা ট্যাবলেট বোঝাইকৃত এক লরি আটক করতে সক্ষম হয়েছে পূর্ব ও পশ্চিম থানার পুলিশ।

রবিবার সকালে গোপন খবরের ভিত্তিতে বহিঃরাজ্যের একটি লরি আটক করে আনুমানিক ১ কোটি টাকার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। রাজধানীর প্রতাপগড় এলাকায় ওই লরি আটক করা হয়েছিল বলে জানায় পুলিশ।

পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার কিরন কুমার জানিয়েছেন, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে আজ এই অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। প্রতাপগড় ঝুলন্ত ব্রিজ এলাকায় সন্দেহভাজন ওই লরি আটক করে প্রচুর পরিমাণে ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করতে সক্ষম হয় পুলিশ।

তিনি আরো বলেন, গাড়িটি মেঘালয় থেকে আসছিল এবং তাতে সিমেন্ট বোঝাই করা ছিল। গাড়িটি সোনামুরার দিকে যাচ্ছিল। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK CMYK

জাগরণ আগরতলা, ১২ জানুয়ারি, ২০২৫ ইং
২৮ পৌষ সোমবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

সংঘাতের পরিবেশ গড়ছে ঢাকা

বাংলাদেশে মহঃ ইউনুসের নেতৃত্বে তদারকি সরকার ক্ষমতায় আসিবার পর নয়াদিল্লি-ঢাকা স্নায়ুযুদ্ধ ক্রমেই তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। এই পরিস্থিতিতে ভারত- বাংলাদেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক জল, স্থল সীমান্তে সংঘাতে পরিবেশ তৈরি হইতেছে।পশ্চিমবঙ্গে রহিয়াছে মোট ২২০০ কিলো মিটার বাংলাদেশ সীমান্ত। তাহার প্রায় ১৩০০ কিলোমিটার অরক্ষিত। সেখানে কাঁটাতারের বেড়া নাই।ফলে বি এস এফের পক্ষে বাংলাদেশ থকে সীমান্ত পার অনুপ্রবেশ ঠেকানো ক্রমেই কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। শুধু পশ্চিমবঙ্গই নয়, ত্রিপুরা, অসম, মেঘালয় ও মিজোরামে রহিয়াছে অনেকটাই অরক্ষিত সীমান্ত। তাই অসম, ত্রিপুরা, মেঘালয়-এর ভারত-বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমান্ত দিয়াও অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটিয়াছে। দিল্লি পুলিশের অভিযানে ত্রিপুরা, অসম সীমান্ত পেরিয়ে অনুপ্রবেশকারিদের কয়েকজন গ্রেপ্তারও হইয়াছে।পশ্চিমবঙ্গের মালদহ, মুর্শিদাবাদ, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, নদীয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণার প্রায় ২২০০ কিলোমিটার ভারত- বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক স্থল ও জল সীমান্ত রহিয়াছে। বি এস এফ মালদহের বৈষ্ণবনগর, কালিয়াচকে অরক্ষিত সীমান্তে কাটাতারের বেড়া দিতে গেলে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ও সীমান্তের বাংলাদেশি নাগরিকরা তাহাতে বাধা দিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের একাধিক বাংলাদেশ সীমান্তে বিজিবি ও সীমান্ত চোরাচালানকারীদের বাধা দান,সংঘাতে যাওয়ায় বি এস এফও ঠান্ডা মাথায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা শুরু করিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তে সংঘাতময় পরিস্থিতি তৈরি করিতে চাইছে ঢাকার তদারকি সরকার ও তাহাদের সমর্থন সেনা, পুলিশ, বিজিবি ও

মৌলবাদী শক্তিগুলি। ফলে পশ্চিমবঙ্গের বাংলাদেশ সীমান্তে সংঘাতের পরিস্থিতি তৈরি হইতে চলিয়াছে বলিয়াই মনে করিতেছেন রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলের বড় অংশ। ঢাকা ইচ্ছাকৃতভাবে সীমান্তে প্ররোচনাও সাম্প্রদায়িক তাস খেলিতে চাইছে।তাই অতি সতর্ক নয়াদিল্লি। সীমান্তে সংঘাত এড়াইতে দিল্লি বি এস এফকে পরামর্শ দিয়াছে।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতার ঘিরে বিতর্কের মাঝেই রবিবার ভারতীয় হাই কমিশনার প্রণয় বর্মাকে তলব করিল বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার। প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা ধরিয়া সে দেশের পররাষ্ট্রসচিব মুহাম্মদ জসীমউদ্দিনের সঙ্গে বৈঠক হয় তাঁহার।

কাঁটাতারের বিষয়ে দু'দেশের মধ্যে বোঝাপড়া রহিয়াছে। সীমান্তে অপরাধদমনের ক্ষেত্রেও সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) এবং বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে কাজ করিবে বলিয়াও জানান তিনি। প্রণয় বলেন, "নিরাপত্তার জন্য সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার ব্যাপারে আমাদের মধ্যে বোঝাপড়া রহিয়াছে। এ ব্যাপারে দুই দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ ও বিজিবির মধ্যে যোগাযোগ রহিয়াছে। সীমান্তে অপরাধ দমনের বিষয়ে সহযোগিতার মাধ্যমে সেই বোঝাপড়ার বাস্তবায়ন হইবে।ভারত এবং বাংলাদেশের সীমান্তে একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চল কাঁটাতার বিহীন রহিয়া গিয়াছে এখনও। সীমান্তরক্ষী বাহিনী উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের অধীনে বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকা ২ হাজার ২১৭ কিলোমিটার দীর্ঘ। এর মধ্যে দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের অধীনে স্থল সীমান্ত রহিয়াছে ৯১৩.৩২৪ কিলোমিটার এবং জলসীমান্ত আছে ৩৬৩.৯৩০ কিলোমিটার। তাহার মধ্যে ৫৩৮ কিলোমিটার এলাকায় কোনও কাঁটাতার নাই। অন্য দিকে, উত্তরবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের অধীনে স্থলসীমান্ত রহিয়াছে ৯৩৬.৭০৩ কিলোমিটার। এর মধ্যে ৩৭৫ কিলোমিটার অংশই কাঁটাতারহীন। গুয়াহাটি ফ্রন্টিয়ার অধীনে থাকা কোচবিহারে ১৭৭ কিমি সীমান্ত রহিয়াযছে। এর মধ্যে প্রায় ১১০ কিলোমিটার স্থল সীমান্ত এবং প্রায় ৬৭ কিলোমিটার জল সীমান্ত। কোচবিহারে প্রায় ৫০ কিলোমিটার সীমান্ত কাঁটাতারহীন জায়গা। অর্থাৎ, প্রায় ৯৬৩ কিলোমিটার অংশই কাঁটাতার বিহীন অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে।সম্প্রতি ভারত এবং বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী কিছু অঞ্চলে বিএসএফ কাঁটাতার বসানোর কাজ শুরু করে। তাহাতে বিজিবির তরফে আপত্তি জানানো হয়। মালদহের কালিয়াচকে এবং তার পরে দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাটে কাঁটাতার বসানোর সময় বিজিবির বাধা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। এই আবহে রবিবার বাংলাদেশের পররাষ্ট্রসচিবের সঙ্গে আলোচনা সারলেন ভারতীয় হাই কমিশনার। জসীমউদ্দিনের সঙ্গে আলোচনার পর প্রণয় জানান, অপরাধমুক্ত সীমান্ত নিশ্চিত করিবার বিষয়ে ভারতের লক্ষ্যের বিষয়ে আলোচনা হইয়াছে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রসচিবের সঙ্গে। পাশাপাশি, চোরাচালান, অপরাধীদের আসা-যাওয়া এবং পাচারের চেষ্টা রোখার বিষয়েও আলোচনা হইয়ছে তাঁহাদের।

প্রয়াগরাজে ওয়াটার অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা শুরু, ভক্তদের নিরাপত্তায় জোর

প্রয়াগরাজ, ১২ জানুয়ারি (হি.স.): উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভ ২০২৫-এর সময় ভক্তদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে এনডিআরএফ-এর উদ্যোগে ওয়াটার অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা শুরু করা হয়েছে। মহাকুম্ভ মেলা শুরু হওয়ার একদিন আগেই, রবিবার থেকে এই ওয়াটার অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা শুরু করা হয়েছে।মহাকুম্ভ ২০২৫-এর প্রস্তুতি সম্পর্কে এনডিআরএফ-এর ডিআইজি এম কে শর্মা বলেছেন, 'আমরা আমাদের সমস্ত দল ঘাটে মোতায়েন করব।এই ওয়াটার অ্যাম্বুলেন্সটি সঙ্গম এলাকায় থাকবে এবং এতে সমস্ত আধুনিক সরঞ্জাম রয়েছে। যদি স্নানের সময় বা ঘাটে কোনও ব্যক্তি যে কোনও জরুরি অবস্থার মুখোমুখি হন, এই ওয়াটার অ্যাম্বুলেন্সটি সেখানে যেতে সক্ষম হবে।

ছত্তিশগড়ের বিজাপুরে এনকাউন্টারে ৩ নকশাল নিকেশ, আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার

রায়পুর, ১২ জানুয়ারি (হি.স.): ছত্তিশগড়ে মাওবাদীদের বিরুদ্ধে অভিযানে ফের সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনী। রবিবার ছত্তিশগড়ের বিজাপুর জেলায় এনকাউন্টারে নিকেশ হয়েছে ৩ নকশাল। এনকাউন্টারস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র, বিস্ফোরক এবং অন্যান্য স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র। বিজাপুর পুলিশ জানিয়েছে, রবিবার সকালে বিজাপুর জেলার জাতীয় উদ্যান এলাকার অন্তর্গত জঙ্গলে নিরাপত্তা বাহিনী ও নকশালদের মধ্যে গুলি বিনিময় শুরু হয়। সেই গুলির লড়াইয়ে পরাস্ত হয়েছে নকশালরা। এনকাউন্টারে ৩ মাওবাদীর মৃত্যু হয়েছে এবং আগ্নেয়াস্ত্র, বিস্ফোরক এবং অন্যান্য স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। নিহত নকশালদের চিহ্নিত করা হয়েছে। তল্লাশি অভিযান এখনও জারি রয়েছে।

স্প্যানিশ সুপার কাপ ফাইনাল : রবিবার বার্সেলোনার মুখোমুখি রিয়াল মাদ্রিদ

জেদ্দা, ১২ জানুয়ারি (হি.স.) : সৌদি আরবের জেদ্দায় রবিবার বার্সেলোনার মুখোমুখি হবে রিয়াল মাদ্রিদ। কিং আবদুল্লাহ স্পোর্টস সিটিতে ম্যাচটি শুরু হবে ভারতীয় সময় রাত ১২:৩০ মিনিটে। গত অক্টোবরে ঘরের মাঠে লা লিগার ম্যাচে বার্সেলোনার বিপক্ষে ৪-০ গোলে বিধ্বস্ত হয়েছিল রিয়াল। গত ক্লাসিকোয় হারের বদলা রবিবার সুপার কাপের ফাইনালে নিতে মুখিয়ে আছে রিয়াল মাদ্রিদ। এবার পরিস্থিতি বদলে গেছে। মরসুমে দারুণ শুরুর পর ছন্দ হারানো বার্সেলোনা সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে তাদের সবশেষ ১১ ম্যাচের ৪টিতে হেরেছে, ড্র করেছে দুটি। রিয়াল তাদের শেষ ৫ ম্যাচের সবগুলোই জিতেছে।এই সাফল্যে তারা লা লিগার টেবিলেও উঠে গেছে শীর্ষে।

ঘটনা-অঘটন ঘটেছে বারবার সেই আগস্টেই

শান্তনু রায়

পড়শি বাংলাদেশে সম্প্রতি এক ধুয়ো তোলা হচ্ছে সেদেশ নাকি নতুন করে স্বাধীনতা পেয়েছে ৫ই আগস্টে গণঅভ্যুত্থান বা "বিপ্লব" এর মাধ্যমে যদিও প্রকৃতপক্ষে এক চরম প্রতিক্রিয়াশীল জঙ্গী ইসলামী মৌলবাদী শক্তি সেদেশে ক্ষমতাদখল করেছে ষড়যন্ত্র ও দীর্ঘ পরিকল্পনায় হাসিনা বিদায়ের মাধ্যমে ভারতবিদ্বেষকে মূলধন করে নিজেদের অপকর্ম থেকে নজর ঘোরাতে সেই অপশক্তি "আগস্ট বিপ্লব" বলে (অপ) প্রচার করতে চাইলেও আগস্ট মাসটা বোধহয় বাংলাদেশের পক্ষে শুভ তো নয়ই বরং যথেষ্ট শোকের হয়তো আওয়ামী লে লীগের পক্ষেও তো বটেই। কারণ দল এবং দলীয় সরকারের পক্ষে অনেক গর বিয়োগান্তক ঘটনা ঘটেছে এই আগস্ট মাসেই একবার নয় এপর্যন্ত তিন তিনবার।

সত্য এ যে বিরাশি বছর আগে আগস্টেরই ৯ তারিখে বিয়াল্লিশের আন্দোলন হিসেবেও পরিচিত "ভারত ছাড়ো" আন্দোলন শুরু হয়েছিল ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যে ভূখণ্ডে তার অংশ ছিল এই আজকের বাংলাদেশ। আবার সাতচল্লিশের ১৪ই আগস্ট ব্রিটিশের অধীনতা থেকে মুক্তি মিলেছিল ধর্মের ভিত্তিতে ভারত ভাগ কর গঠিত ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র পাকিস্তানের পূর্ব অংশ হিসেবে পূর্বপাকিস্তান হিসেবে পরিচিত অধুনা বাংলাদেশের। তবে মর্মান্তিক সত্য এও যে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি শেখ মুজিবর রহমান সপরিবারে নৃশংসভাবে খুন হন তাঁর নিজের দেশেরই সেনাবাহিনীর একাংশের দ্বারা উনপঞ্চাশ বছর আগের আগস্টের ১৫ তারিখের মধ্যরাতে সালটা ছিল ১৯৭৫ আবার সেদিন দেশের বাইরে বড় থাকায় রেহাই পাওয়া শেখ মুজিবের দুই কন্যার জেষ্ঠ্যা হাসিনা সে ঘটনার ২১বছর হল পর ১৯৯৬ এ বাংলাদেশের প্রথমবার প্রধানমন্ত্রী হলেও এই আগস্টে কুসি পান ছাড়তে বাধ্য হয়ে দেচ্ছাড়া-আবার ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয়ে।

এর আগে মুজিব হত্যার ২৯ বছর পর আগস্ট মাসটা আবার এক ভয়াবহ মাস হিসেবে উপস্থিত হলো আওয়ামী লীগ ও মুজিব-কন্যার পক্ষে। ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট ঢাকা শহরের প্রাণকেন্দ্র বঙ্গবন্ধু এভিন্যুতে দলের কেন্দ্রীয় অফিসের সামনে একই থেকে শুরু হওয়া পদযাত্রায় এক ভয়ানক গ্রেনেড আক্রমনে ২২ জন দলীয় সমর্থক ও নেতার প্রাণহানি ঘটায়। আহত হন ২০০ জন। আসলে ঢাকা শহরের প্রাণকেন্দ্র বঙ্গবন্ধু এভিন্যুতে দলের কেন্দ্রীয় অফিসের সামনে থেকে শুরু হওয়া পদযাত্রাই ছিল সেই গ্রেনেড হামলার লক্ষ্য। সেই পদযাত্রার উদ্দেশ্য ছিল- দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলে সিলেটে বোমা নিয়ে আক্রমন, ও গোপালগঞ্জে দলের ছাত্র সংগঠন বাংলা দেশ ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি সহ ও সারা দেশেই দলীয় কর্মী ও সমর্থকদের উপর নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা। সেদিন বিকেল থেকেই কালো পতাকা হাতে কর্মী ও সমর্থকরা মিছিল স্থলে আসতে আরম্ভ করে জমায়েতে। বিকেল পাঁচটা নাগাদ দলের সভাপতি ও সংসদে বিরোধী দলনেত্রী শেখ হাসিনা এলেন এবং একটি খোলা ট্রাকের উপর ভ্রাম্যমান মঞ্চে দাঁড়িয়ে উপস্থিত বিশাল জমায়েতকে ভাষন দিয়েছিলেন। রাস্তার উপর বসেছিলেন দলের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এবং কর্মীরা। শেখ হাসিনা ঐ সমাবেশে ভাষণে তীব্র আক্রমন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন কোয়ালিশন সরকারকে। ওই সরকারকে সন্ত্রাসবাদী এবং "বোমা নিক্ষেপক" সরকার আখ্যা দিয়ে হাসিনা দেশকে বাঁচাতে দেশবাসীকে সংঘবদ্ধ সংগ্রাম করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'এই সরকারের দিন শেষ'। কিন্তু কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই যে ভয়াবহ ঘটনা ঘটল বা ঘটানো হয়েছিল তাতে শেখ হাসিনারই জীবন শেষ হতে যাচ্ছিল। যখন হাসিনা ভাষণ শেষ করে চলে যেতে উদ্যত তখন প্রথম একটা গ্রেনেড উড়ে এসে পড়ল ঐ ট্রাকের ডায়াস থেকে দু'গজ দূরে। তারপর এক নাগাড়ে একটার পর একটা কমপক্ষে গোটা দশকে গ্রেনেড বিস্ফোরণ ঘটে। পরিণামে ঢাকার সেই রাস্তা রক্তে লাল নিহত ও আহতদের রক্তে। সেদেশের প্রথম সারির সংবাদপত্র প্রথম আলো লিখেছিল- আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সংসদে বিরোধী নেত্রীকে হত্যা করার জন্য যেভাবে গ্রেনেড আক্রমন করা হয়েছিল তা দেখে আমরা অত্যন্ত বিস্মিত বিভ্রান্ত এবং ভীত। অন্যদিকে ডেলী স্টার ২২ তারিখের সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখেছিল- যেভাবে ওই আক্রমন করা হয়েছিল যে তা থেকে পরিস্কার যে ওই আক্রমণ ছিল এক সুপরিকল্পিত সুসংহত প্রচেষ্টা। প্রথম দিকে ঐ হামলার তদন্ত ভিন্ন পথে চালিত করতে চেষতা করেছিল তৎকালীন খালেদা জিয়ার সরকার। পরে অবশ্য রাজনৈতিক পট বিভিন্নভাবে পরিবর্তন হলে এবং ২০০৯-এ আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় ফিরে এলে পুনরায় তদন্ত হয় এবং অতিরিক্ত চার্জশিট দাখিল করে পুলিশ তারেক রহমান সহ বিএনপি ও জামায়েতের প্রভাবশালী নেতা ও সাবেক মন্ত্রী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কয়েকজন কর্মকতার বিরুদ্ধে। ইতিমধ্যে তারেক চিকিৎসা করানোর কারণ দেখিয়ে বাংলাদেশ ত্যাগ করে লন্ডন উড়ে যান এবং পরে নিজের নিরাপত্তার কারণে সেখানে স্বেচ্ছা নির্বাসন গ্রহণ করে। পরবর্তীতে দুর্নীতি নিরোধক কমিশনও তারেক রহমান এবং তাঁর ব্যবসায়িক অংশীদার গিয়াসুদ্দিন আল মামুনের বিরুদ্ধে ১২ টি মামলা করে। ২০১৬-র জুলাইয়ে বাংলাদেশ হাইকোর্ট এক রায়ে তারেক রহমানের ৭ বছরের জেল ও ২০ কোটি টাকা জরিমানা আদেশ দেন। অন্যদিকে ২০০৪ এর গ্রেনেড আক্রমনের মামলায় ২০১৮ সালের ১০ই অক্টোবর ঢাকার দ্রুত বিচার ট্রাইবুন্যালের রায়ে হামলার ঘটনায় লুৎফুজ্জমান বাবর, আব্দুস সালাম পিন্টু সহ ১৯ জনের মৃত্যুদণ্ড হয়। খালেদাপুত্র তারেক রহমান সহ ১৯ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং আরও ১১ জনের বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড হয়। রায়দানকালে বিচারক তাঁর রায়ে ঐ গ্রেনেড হামলা 'একটি সুনিপুণ পরিকল্পনা, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে সম্পাদিত' বলে মন্তব্য করেন। সেই রায়ের প্রেক্ষিতে যথারীতি ডেথ রেফারেন্স ও আপীল মামলা আসে হাইকোর্টে। পরের বছর ১৭ আগস্ট বেলা ১১টা থেকে সাড়ে এগারোটার মধ্যে সারাদেশের ৬৩টি জেলার গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ও ঢাকার ৩৪টি সহ মোট সাড়ে চারশো স্থানে একযোগে সিরিজ বোমা বিস্ফোরণ ঘটায় নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন জামায়াতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ (জে এম বি)-বি)-ঘটনার পর পুলিশের পক্ষ থেকে দেড়শতাধিক মামলাও দায়ের করা হয়। এরপর অবশ্য পদ্মা-যমুনা দিয়ে বয়ে গেছে বহু জল। ২০০৯ এ ক্ষমতায় ফিরে টানা ১৫ বছর প্রধানমন্ত্রীর আসনে এবং গত জানুয়ারীতে আবার চতুর্থবারের জন্য প্রধানমন্ত্রী হওয়া শেখ হাসিনা এক দীর্ঘ পরিকল্পিত চক্রান্তের চূড়ান্ত পরিণতিতে এই আগস্টের পঞ্চম দিনে গদিচ্যুত-সেনাবাহিনীর সক্রিয়তায় প্রাণ রক্ষার্থে শেখ হাসিনার দেশত্যাগ করে আবার ভারতে-তাঁর রাজনৈতিক জীবনও অনিশ্চিত-দলের অস্তিত্বও সঙ্কটাপন্ন। অনেকেই লক্ষ্য করছেন, হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধী দলকে কোনঠাসা করে পনের বছর ধরে "স্বৈরাচার" চালানোর অভিযোগে সোচ্চার দলগুলির মদতে গড়া প্রতিহিংসা পরায়ন বর্তমান ইউনুস সরকারও চরম অসহিষ্ণুতা ও হিংস্রতায় আরও নির্মমভাবে পথের কাঁটা বিরোধী পরিসর ও প্রতিবাদী স্বরকে স্তব্ধ করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন নিজেদের অপকর্ম অপ্রতিহত কিন্তু গোপন রাখার অভিপ্রায়ে।

> হাসিনার দেশত্যাগের পরে আমূল বদলে যাওয়া বাংলাদেশে সকলের নজর ছিল সেই গ্রেনেড হামলার আপিল মামলা ও "ডেথ রেফারেন্স"এর রায় কি হয় সেদিকে। তবে আগস্টে নয়, আকস্মিক পরিবর্তিত দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির ডামাডোলের আবহে অনুমান ও আশঙ্কা সত্য করে গত ডিসেম্বরের ১ তারিখে আপিল আদালতের রায়ে দেশ থেকে পলাতক তারেক রহমান এবং লুৎফুজ্জমান বাবর সহ সকল আসামী খালাসপ্রাপ্ত হয়। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে একইভাবে গত ৫ ডিসেম্বরে এক রায়ে বাংলাদেশ উচ্চন্যায়ালয় তারেক রহমান ও তাঁর ব্যবসায়িক বন্ধু গিয়াসুদ্দিন আল মামুনকে দুর্নীতি নিরোধক আইনের মামলায়ও অভিযোগ থেকে নিষ্কৃতি দেয়।

শুধু আওয়ামী লীগের সদস্যরাই নন, বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি ও হাসিনা মন্ত্রীসভার প্রাক্তন মন্ত্রী রাশেদ খান মেননকে জামিন অযোগ্য ধারায় কেস দিয়ে গ্রেফতার করা হয়েছে। শুধু ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমন করে তাদের গৃহে অগ্নিসংযোগ ও দেবালয় বিনষ্ট করা হচ্ছে এমনটি নয় প্রগতিশীল মুক্তমনা মুসলমান বুদ্ধিজীবীরাও আজ নিগ্রহের শিকার। সাংবাদিকেরা এবং সংবাদ মাধ্যমও রেহাই পায়নি। দেশত্যাগে উদ্যত দৈনিক ভোরের কাগজের সম্পাদক ও জাতীয় প্রেস ক্লাবের প্রাক্তন সাধারন সম্পাদক শ্যামল দত্ত ও একাত্তর টিভির পরিচালক মোজাম্মেল বাবুকে সীমান্তের কাছে আটক করে গ্রেফতার করা হয়- গ্রেফতার করা হয়েছে লেখক সাংবাদিক তথ্যচিত্র নির্মাতা এবং ঘাতক নির্মূল কমিটির সভাপতি ৭৩ বছরের শাহরিয়ার কবীরকেও ইসলাম বিদ্বেষ ও খুনের অভিযোগে। তাঁকে শারীরিকভাবেও নিগ্রহ করা হয়। বছরের হাসিনার দেশত্যাগের পরে আমূল বদলে যাওয়া বাংলাদেশে সকলের নজর ছিল সেই গ্রেনেডহামলার আপিল মামলা ও "ডেথ রেফারেন্স"এর রায় কি হয় সেদিকে। তবে আগস্টে নয়, আকস্মিকপরিবর্তিত দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির ডামাডোলের আবহে অনুমান ও আশঙ্কা সত্য করে গত ডিসেম্বরের ১ তারিখে আপিল আদালতের রায়ে দেশ থেকে পলাতক তারেক রহমান এবং লুৎফুজ্জমান বাবর সহ সকল আসামী খালাসপ্রাপ্ত হয়। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে একইভাবে গত ৫ ডিসেম্বরে এক রায়ে বাংলাদেশ উচ্চন্যায়ালয় তারেক রহমান ও তাঁর ব্যবসায়িক বন্ধু গিয়াসুদ্দিন আল মামুনকে দুর্নীতি নিরোধক আইনের মামলায়ও অভিযোগ থেকে নিষ্কৃতি দেয়।

অন্যদিকে বিনাবিচারে আটক সন্ন্যাসী চিন্ময়স্বামীর ক্ষেত্রে বারবার লঙ্ঘিত হচ্ছে মানবাধিকার ও আইনের অধিকার-তাঁর হয়ে জামিনের আবেদন করতে যাওয়া আইনজীবীদের আদালত চত্বরেই এমন নির্মমভাবে মারা হয়েছে যে তাঁদের একজন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন হাসপাতালে। বিষয়টি সেদেশের বিশিষ্ট কবি ও দার্শনিক ফর হাদ মজহারও সম্প্রতি মহম্মদ ইউনূসকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। তবুও প্রথম দু'বার জামিনের আবেদন শুনানী করতেই দেওয়া হলো না বরং চিন্ময় স্বামীরপক্ষে নতুন করে জামিনের আবেদন করতে গিয়ে সুপ্রীম কোর্টের প্রবীন আইনজীবী রবীন্দ্র ঘোষ আদালত কক্ষের মধ্যেই গালিগালাজ ও নিগ্রহের সম্মুখীন হন। অবশেষে গত ২ জানুয়ারি জামিনের আবেদনের শুনানী হলেও আবেদন খারিজ করে দেন আদালত। বস্তুত সেদেশে আজ মানবাধিকার গণতান্ত্রিক অধিকার সবই চরমভাবে ধর্ষিত বিচারব্যবস্থাও যে বিধ্বস্ত এস্ত নিরপেক্ষতাহারা তারই লজ্জাজনক নজির একমাসেরও অধিককাল 'দেশদ্রোহিতা''র হাস্যকর অভিযোগে বিনাবিচারে আটক থাকা চিন্ময়স্বামীর জামিনের আবেদন খারিজ হওয়া।এরকম অনেক মর্মান্তিক ও লজ্জাজনক নজির আজ সেদেশে হামেশা তৈরি হচ্ছে যা শঙ্কিত করছে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন আবিশ্বকে।

(সৌজন্যে দৈ: স্টেটসম্যান)

জুলাই ঘোষণাপত্রে সংবিধান নিয়ে কী ভাবনা ?

আবুল কালাম আজাদ

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন এবং জাতীয় নাগরিক কমিটির উদ্যোগে ৩১শে ডিসেম্বর শহীদ মিনারে "জুলাই বিপ্লবের ঘোষণাপত্র" প্রকাশের মাধ্যমে "বাহাত্তরের মুজিববাদী সংবিধানের কবর রচনা হবে" এমন ঘোষণা দেয়া হয়েছিল। অন্তর্বর্তী সরকার জুলাই ঘোষণাপত্র প্রকাশের যে উদ্যোগ নিয়েছে সে প্রেক্ষিতেও ছাত্রদের দেয়া সাত দফা দাবির মধ্যে নতুন সংবিধানের অঙ্গীকার রাখার দাবি রয়েছে।

জুলাই ঘোষণাপত্রে সংবিধানের বিষয়টি কী হবে এবং আন্দোলনকারীরা কী চাইছে এটি নিয়ে নানা ধরনের আলোচনা হচ্ছে। প্রশ্ন হলো আন্দোলনকারী ছাত্র এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ঘোষণাপত্র প্রণয়নে কাজ করছে সেখানে সংবিধানের বিষয়টি নিয়ে কী ভাবনা রয়েছে?

ঘোষণাপত্র সংবিধানের বিষয়টি নিয়ে ভাবনা জানতে বিবিসি কথা বলেছে অন্তর্বর্তী সরকারে উপদেষ্টা মাহফুজ আলম, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক হাসনাত আবদুল্লাহ এবং জাতীয় নাগরিক কমিটির মুখ্য সংগঠক সারজিস আলমের সঙ্গে।

সংবিধান নিয়ে আন্দোলনকারীদের বক্তব্য বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন এবং জাতীয় নাগরিক কমিটি দেশব্যাপী ঘোষণাপত্র সপ্তাহ পালন করছে। বিভিন্ন জায়গায় জনসভা, গণসংযোগ এবং লিফলেট বিতরণ করা হচ্ছে। লিফলেটে সাত দফা দাবির উল্লেখ রয়েছে যেগুলো জুলাই ঘোষণাপত্রে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি করা হচ্ছে। ওই সাত দফার মধ্যে ৫ম দাবিটি সংবিধানকে ঘিরে। সেখানে বলা হয়েছে "ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থার মূল ভিত্তি সংবিধান বাতিল করে নির্বাচিত গণপরিষদ গঠনের মাধ্যমে সম্পূর্ণ নতুন গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রণয়নের অঙ্গীকার ব্যক্ত করতে হবে।" বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক হাসনাত আব্দুল্লাহ বিবিসি বাংলাকে বলেন, আমরা চাই প্রক্লেমেশনকে সংবিধানের সঙ্গে অ্যাকোমোডেট করা হবে এবং এই গণঅভ্যুত্থানের একটা স্বীকৃতি থাকবে। 'সংবিধানটাকে রহিত করা বিষয়টা এমন না। আমরা চাচ্ছি যে, যেই সংবিধানের দোহাই দিয়েই কিন্তু ফ্যাসিবাদ দীর্ঘদিন ধরে আমাদের শাসন করে গিয়েছে, আমরা চাই যে বিষয়গুলো আমাদের বাক স্বাধীনতা, ভোটাধিকারের ক্ষেত্রে বাধা অর্থাৎ যে বিষয়গুলো প্রাসঙ্গিক নয় সেগুলো থাকবে না,' বলছিলেন মি. আব্দুল্লাহ। 'আমরা ইনিশিয়াল একটি ড্রাফট করেছিলাম। অন্য কেউ যেহেতু উদ্যোগ নেয়নি সেজন্য আমাদের উদ্যোগটি নিতে হয়েছিল। মত পার্থক্যের যে জায়গাগুলো, আমরা মনে করি সেগুলো আলোচনার মধ্য দিয়ে সমাধান করা সম্ভব, আর যেখানে মতৈক্য রয়েছে সেগুলো হচ্ছে আমাদের শক্তিমত্তার জায়গা' যোগ করেন তিনি। জুলাই ঘোষণাপত্রের কর্মসূচি দেয়ার সময় জাতীয় নাগরিক কমিটির মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম বলেছিলেন ৩১ তারিখ ঘোষণাপত্রের প্রকাশের মধ্য দিয়ে তার ভাষায় "বাহাত্তরের মুজিববাদী সংবিধানের কবর রচনা হবে।" কিন্তু সেই ঘোষণাপত্র প্রকাশের সুযোগ তারা পাননি। এখন সরকার দায়িত্ব নিয়েছে। ঘোষণাপত্র এবং সংবিধান নিয়ে সারজিস আলম বলেন, 'এই যে প্রক্লেমেশনটি হবে এটি সংবিধানের নির্দিষ্ট একটি জায়গায় থাকবে। যেটি আসলে আমার একাত্তরের ইতিহাসকে সংবিধান ধারণ করে, এই চব্বিশের ইতিহাসকেও একটি অংশ ধারণ করবে। আমরা আমাদের জায়গা থেকে বলেছি, এই সংবিধান মুজিববাদী সংবিধান। এই সংবিধানের আমরা অনেক জায়গা থেকে, মাঠ পর্যায় থেকে শুনছি এটির পরিবর্তন প্রয়োজন, বড় একটি অংশের সংস্কার প্রয়োজন। আমরা আমাদের জায়গা থেকে মনে করি, আমরা মাঠ থেকে যে তথ্য পাবো সেটি রিপ্রেজেন্ট করবো।' বিরোধিতা আছে নানা পক্ষের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ঘোষণাপত্র নিয়ে বিএনপির মতো বড় রাজনৈতিক দলের আপত্তি তো ছিলই, পাশাপাশি তারুণ্য নির্ভর আরেকটি দল গণঅধিকার পরিষদও এ বিষয়ে আপত্তি তুলেছিল। সংগঠনটির সভাপতি নুরুল হক নুর বিবিসি বাংলাকে বলেন, ফ্যাসিবাদ বিরোধী সবার মতামতের ভিত্তিতে ঘোষণাপত্র আসলে স্বাগত জানাবেন তারা। 'খসড়ার কিছু বিষয়- যেমন নিউ রিপাবলিক, নিউ রিপাবলিক হলে তো বিদ্যমান সংবিধান, রাষ্ট্রকাঠামো কিছুই থাকে না। তখন তো দেশে একটা নৈরাজ্য তৈরি হবে। এই মুহূর্তে এটা আমরা কেউই চাই না,' বলছিলেন মি. নুর। সেখানে শুধুমাত্র আন্দোলন কেন্দ্রিকই কিছু কথা ছিল। রাষ্ট্র পুনর্গঠনে সংস্কার বিষয়ে খুব বেশি স্পষ্ট কিছু ছিল না। কিছু কথা যেগুলো মুক্তিযুদ্ধের সাথে সাংঘর্ষিক হয় সেগুলোর সাথেও আমরা একমত না,' যোগ করেন তিনি। সরকার কীভাবে ভাবছে অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা মাহফুজ আলম বিবিসিকে জানান, সবার মতামতের ভিত্তিতেই ঘোষণাপত্র তৈরি করা হবে। তবে এটি হবে একটি রাজনৈতিক ডকুমেন্ট। এই ঘোষণাপত্রের কোনও আইনি বাধ্যবাধকতা থাকবে না। 'ছাত্ররা এক ধরনের প্রস্তাবনা দিচ্ছে আর বিএনপি নেতৃবৃন্দ বা বিভিন্ন পক্ষ থেকে শুনতে পাচ্ছি সংবিধানের বিষয়ে। তবে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি এখানে হচ্ছে যে কনসাল্টেশনের ভিত্তিতে এটা গৃহীত হবে। এবং এটা মনে করি যে এটা ওয়াইডার কনসাল্টেশনের ভিত্তিতে গৃহীত হওয়া গুরুত্বপূর্ণ যেহেতু এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্য। স্থিতিশীলতারও প্রশ্ন।' মাহফুজ আলম বলছেন সরকার মনে করে ঘোষণাপত্রে সংবিধান ইস্যুটি সবার সম্মতির ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়। তবে ছাত্রদের দৃষ্টিভঙ্গিকে ফেলনা হিসেবেও দেখে না সরকার। 'পক্ষে বিপক্ষে আমরা শুনবো। শুনে যেখানটায় আমরা ঐকমত্য তৈরি করতে পারবো বলে মনে হবে সেটাই আমরা লিখবো।'

ঘোষণাপত্রে বাহাত্তরের সংবিধান স্থগিত করার কিছু থাকবে কি না এমন প্রশ্নে মাহফুজ আলম বলেন, সংবিধান বাতিলের প্রশ্ন এখানে আসতেছে না। 'সংবিধান স্থগিত হওয়ার যে প্রক্রিয়া সেটা হচ্ছে লিগ্যাল একটা ডকুমেন্ট। এটা হচ্ছে আমাদের যেটা বলা উচিৎ আমরা যেটা বলছি এটা একটা পলিটিক্যাল ডকুমেন্ট হবে। ইট উউল নট হ্যাভ অ্যানি লিগ্যাল ইমপ্যাক্ট ইন এনি পলিটিক্যাল অ্যান্ড লিগ্যাল ইন্সস্টিটিউশনন্স। এটা লিগ্যালি সরকারের কাছে বাউন্ড থাকবে না, কিন্তু সরকার মোর্যালি এন্ড এথিক্যালি বাউন্ড থাকবে। এবং যেটা আমাদের মধ্যে আলোচনা আছে যে সরকার এই ঘোষণাপত্রের সূত্র ধরে একটা লিগ্যাল ডকুমেন্ট রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রস্তুত করবে।'

উপদেষ্টা মাহফুজ আলম জানান, জুলাই ঘোষণাপত্র প্রকাশের জন্য অংশীজন এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক আলাপ আলোচনা শুরু করতে যাচ্ছে সরকার। আগামী ১৫ই জানুয়ারির মধ্যে ঘোষণাপত্র প্রকাশের দাবি রয়েছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও নাগরিক কমিটির। মাহফুজ আলম জানান আলাপ আলোচনার মাধ্যমে দ্রুততম সময়ে জুলাই ঘোষণাপত্র চূড়ান্ত করা হবে। তবে ১৫ই জানুয়ারির মধ্যে সেটি সম্ভব না হলেও খুব বেশি বিলম্ব হবে না। বর্তমান বাস্তবতায় সংবিধানের মতো মৌলিক বিষয়ে পরিবর্তনের বিষয়ে ঐকমত্য হওয়াটা কঠিন বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা। রাজনীতি বিশ্লেষক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রাশেদা রওনক খান বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন, সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল ৫ই অগাস্টের আগে। সংবিধান, নির্বাচন, সংস্কারের মতো মৌলিক বিষয়ে প্রত্যেক দলের ভিন্ন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও স্বার্থ রয়েছে। যে কারণে ঐকমত্যের ভিত্তিতে কোনো ধরনের বিপ্লবী ঘোষণাপত্র দেয়াটা এখন কঠিন।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

রবিবার আগরতলা কংগ্রেস সদর কার্যালয়ে স্বামী বিবেকানন্দের ১৬৩তম জন্মবার্ষিকী পালন করা হয়।

আকাশবাণী আগরতলা কেন্দ্রের উদ্যোগে আগামীকাল বর্তমান যুব প্রজন্ম বিষয়ক গুচ্ছ আলোচনা চক্রের সূচনা

আগরতলা, ১২ জানুয়ারি, ২০২৫: আকাশবাণী আগরতলা কেন্দ্র যুব প্রজন্ম এবং ছাত্রসমাজের বর্তমান সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ নিয়ে একাধিক গাছ আলোচনা চক্র আয়োজন করতে চলেছে। এই সেমিনার সিরিজটি আগরতলার বিভিন্ন কলেজে পর্যায়ক্রমে অনুষ্ঠিত হবে। সিরিজের প্রথম সেমিনারটি আগামীকাল, ১৩ জানুয়ারি, ২০২৫, দুপুর ১২টায়, আগরতলার মহারাজা বীর বিক্রম কলেজে অনুষ্ঠিত হবে। সেমিনারের বিষয় হলো 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও আজকের যুবসমাজ'।

এই সেমিনারে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত থাকবেন, স্বামী শুভকরানন্দ, অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন, বিবেকনগর এবং ড. সায়ক মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়।

সেমিনারের মূল উদ্দেশ্য হলো স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারার মাধ্যমে যুবসমাজের মধ্যে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করা।

আকাশবাণী আগরতলার এই উদ্যোগ যুবসমাজকে তাদের সমস্যাগুলো বুঝতে এবং সমাধানের উপায় খুঁজে পেতে সাহায্য করবে বলে আশা করা হচ্ছে। আকাশবাণী কেন্দ্রের তরফে এই সেমিনারে অংশগ্রহণ করতে সকল ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক এবং আগ্রহী নাগরিকদের আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

মঙ্গলবার মকর সংক্রান্তি, পুণ্যার্থীদের ভিড় বাড়ছে গঙ্গাসাগরে

গঙ্গাসাগর, ১২ জানুয়ারি (হি.স.): মকর সংক্রান্তির মাহেন্দ্রক্ষণের আগেই পুণ্যার্থীদের ভিড়ে জমজমাট পুণ্যতীর্থ গঙ্গাসাগর। ঠান্ডা রয়েছে, শীতে জবুথবু সাগরে আসা পুণ্যার্থী ও সাধু-সন্তরা। এবারের মেলায় বিদেশ থেকে প্রচুর ইসকন ভক্ত এসেছেন। গতকাল থেকে শুরু হয়ে গিয়েছে সাগর প্রবচন ও সাগর আরতি। ১৫ তারিখ পর্য্যন্ত এগুলি চলবে। এবারে প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভ থাকায় ভিন রাজ্যের বহু পুণ্যার্থী সাগর স্নান সেরে মহাকুম্ভে রওনা দিচ্ছেন।

মঙ্গলবার মকর সংক্রান্তি, মনস্কামনা পূরণে গঙ্গাসাগরে পুণার্থীদের ভিড় জমতে শুরু করেছে। সাগরে স্নানের পাশাপাশি, কপিল মুনির আশ্রমে পুজো দেবেন তাঁরা। গঙ্গাসাগর মেলা উপলক্ষ্যে নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে মেলা চত্বর ও আশপাশের এলাকা। একাধিক পুলিশ ক্যাম্প তৈরি করা হয়েছে। আকাশপথে ও জলপথে চালানো হচ্ছে নজরদারি। বিদেশি ভক্তদের হরিনাম সংকীর্তনে মেতে উঠেছে সাগরমেলা।

স্যালফোর্ডের জালে গুণে গুণে ৮ গোল ম্যানচেস্টার সিটি

ম্যানচেস্টার, ১২ জানুয়ারি (হি.স.) : শনিবার রাতে ইতিহাদে এফএ কাপের ম্যাচে স্যালফোর্ড সিটির বিরুদ্ধে মাঠে নেমেছিলেন সিটিজেনরা। ম্যানচেস্টার সিটির একাদশে কোচ পেপ গার্দিওলা সুযোগ করে দিয়ে ছিলেন কিছু নতুন মুখকে। হতাশ করেননি তাঁরা। ৮ টি গোল দিয়ে জয় তুলে নিয়েছে ম্যানচেস্টার সিটির নতুন মুখরা।

সিটির হয়ে হ্যাটট্রিক করেন জেমস ম্যাকঅ্যাটি। উচ্ছ্বসিত কোচ গার্দিওলা তাঁকে নিয়ে বলেন, ও খুবই প্রতিভাবান একজন ফুটবলার। অস্বীকার করা যাবে না। আগামী দিনে ও আরো ভালো খেলবে।

এছাড়া জোড়া গোল করেন জেরেমি ডোকু। আর মরসুমে প্রথম ম্যাচে সুযোগ পেয়ে গোল করেছেন জ্যাক গ্রিলিশ। এছাড়া সিটির হয়ে প্রথম গোল করেন ডিভিন মুবামা এবং নিকো ও'রেইলি।

পরীক্ষা ইস্যুতে ফের অশান্ত পাটনা, পাপ্পুর অনুগামীদের প্রতিবাদ-বিক্ষোভ

পাটনা, ১২ জানুয়ারি (হি.স.): পরীক্ষা ইস্যুতে ফের অশান্ত হয়ে উঠল পাটনা। বিহারের পূর্ণিয়ার নির্দল সাংসদ পাপ্পু যাদবের সমর্থকরা রবিবার সকালে পাটনায় বিপিএসসি পরীক্ষা বাতিল এবং পুনরায় পরীক্ষার দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। রাস্তায় আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। ফলে যানবাহন চলাচল স্তব্ধ হয়ে যায়।

পূর্ণিয়ার নির্দল সাংসদ পাপ্পু যাদব রবিবার বিহার বনধ-এর ডাক দিয়েছেন।

গ্রেটার নয়ডায় রাসায়নিক কারখানায় আগুন, হতাহতের খবর নেই

গ্রেটার নয়ডা, ১২ জানুয়ারি (হি.স.): উত্তর প্রদেশের গ্রেটার নয়ডায় ভয়াবহ আগুন লাগল একটি রাসায়নিক কারখানায়। রবিবার ভোররাতে বদলপুর থানা এলাকায় একটি রাসায়নিক কারখানায় আগুন লাগে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে পৌঁছয় দমকলের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিন। আগুন ভয়াবহ রূপ নেওয়ায় নেভাতে অনেকটাই সময় লেগে যায়। এই অগ্নিকাণ্ডে কেউ হতাহত হননি। আগুন লাগার পর কারখানার ভিতরে বেশ কয়েকবার বিকট শব্দ শোনা যায়। প্রাণ বাঁচাতে বাইরে বেরিয়ে আসেন কর্মীরা।

ডিসিপি সেন্ট্রাল নয়ডা শক্তি মোহন অবস্থি বলেছেন, রবিবার ভোররাত ৩.৩৫ মিনিট নাগাদ নয়ডা পুলিশ খবর পায়, বদলপুর থানা এলাকায় অবস্থিত শ্রী বাঁকে বিহারী এরোমেটিক্স নামক রাসায়নিক কারখানায় আগুন লেগেছে। তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ও দমকল। আগুন নিভিয়ে ফেলা হয়েছে। হতাহতের কোনও খবর নেই। পুলিশ জানিয়েছে, তারা একটি দেওয়াল ভেঙে কারখানার পাশের একটি শেডে রাখা প্রায় ২৫টি গরুও উদ্ধার করেছে।

উত্তর প্রদেশের বুলন্দশহরে এনকাউন্টার, পাকড়াও এক অপরাধী

বুলন্দশহর, ১২ জানুয়ারি (হি.স.): উত্তর প্রদেশের বুলন্দশহরের খালসা রোডে বুলন্দশহর পুলিশ এবং দুষ্কৃতীদের মধ্যে একটি এনকাউন্টার হয়েছে। এই এনকাউন্টারের পর এক অপরাধীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তবে, অপর এক দুষ্কৃতী পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। এসপি (শহর) শঙ্কর প্রসাদ বলেছেন, 'গোহত্যা সংক্রান্ত একটি মামলায় অপরাধীদের গ্রেফতারের জন্য কোতোয়ালি নগর এলাকার খালসা রোডে একটি তল্লাশি চলছিল। চেকিংয়ের সময় দু"জন ধানৌড়া ব্রিজের দিকে পালিয়ে যায়। তারা পুলিশের উপর গুলি চালায়। পুলিশ পাল্টা গুলি চালায়। একজন আহত হয়েছে, তাকে পাকড়াও করা হয়েছে এবং অন্য একজন পালিয়ে যায়। পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আমরা ধৃতের কাছ থেকে একটি পিস্তল, মোটরসাইকেল ও কার্তুজ উদ্ধার করেছি।'

এভারটন-এ আবারও ফিরতে ফেরে ভীষণ খুশি ময়েস

লন্ডন, ১২ জানুয়ারি (হি.স.) : দীর্ঘ ১১ বছর এভারটনের দায়িত্ব পালন করা স্কটিশ কোচ ডেভিড ময়েসকে আবারও কোচের দায়িত্ব দিল এভারটন। ইংলিশ ক্লাবটিতে আবার ফিরতে ফেরে ভীষণ খুশি ময়েস।

উল্লেখ্য, ২০০২ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্য্যন্ত এভারটনের কোচের দায়িত্বে ছিলেন ময়েস।

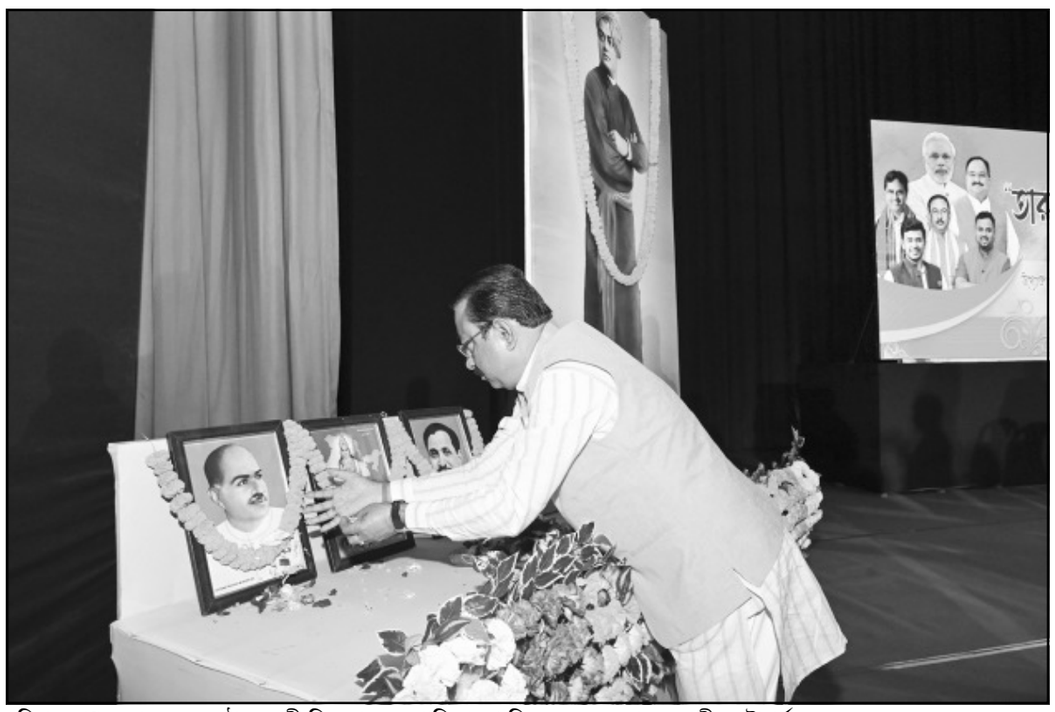

রবিবার আগরতলায় এক অনুষ্ঠানে স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য।

বনকার্পাস বা ইপিকাক আত্মনির্ভর ভারতের তন্তু

শ্রী গিরিরাজ সিংহ

প্রত্যেক তথাকথিত নতুন প্রযুক্তি, এক দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা, এবং উদ্ভাবন সৃজনের জন্য এক একত্রিত বলিষ্ঠ ধারণা —ডীন ক্যামেন

এই অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ উক্তিটি এক আবিষ্কারের সুবাসে আলোকপাত করছে,যেখানে নতুন সম্ভাবনায় সমস্যা কাটিয়ে ওঠা, এবং নতুন সমাধানের সেতু বন্ধ হিসেবে প্রযুক্তিকে কাজে লাগানোর বিষয় রয়েছে।বস্ত্র শিল্পের মতো উদ্যোগে, এই সমবেত সক্রিয়তা চিরাচরিত পদ্ধতি রূপান্তরণের পাশাপাশি সুস্থায়ীপনার পরিচালনা এবং নতুন সুযোগের দরজা খোলায় ভূমিকা নিচ্ছে। ক্রমবর্ধমান পরিবেশ সচেতনতা এবং সমর্থনমূলক সরকারী নীতিসমূহ ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সমবেত বা যৌগিক উপাদানে বুনন তন্তুর ব্যবহার ত্বরান্বিত করেছে। পচনশীলতা এবং প্রাচুর্য্যের জন্য স্বয়ংক্রিয় শিল্পোদ্যোগ, কাঠামোগত উপাদান, নিংড়ানো এবং বস্ত্র ক্ষেত্র, পরিবেশ বান্ধব উদ্ভাবন অভিমুখী ছাপ রাখার প্রশ্নে বুনন তন্তুর প্রয়োগ আদর্শ হয়ে উঠেছে।

বনকার্পাস বা ইপিকাক তন্তুর মত বিস্ময়কর প্রাকৃতিক উপাদান ভারতীয় বস্ত্রশিল্পচিত্রে বিপ্লব আনার মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদির আত্মনির্ভর ভারতের স্বপ্ন পূরণে তাৎপর্য্যপূর্ণ অবদান রাখতে চলেছে। এর প্রতিশ্রুতিময় গুণবত্ত্বা, সুস্থায়ী চাষাবাদ এবং কৃষকদের জীবিকার মানোন্নতির অপরিসীম সম্ভাবনায় ভর করে বনকার্পাস বা ইপিকাক ভারতের আর্থ-সামাজিক এবং পরিবেশগত লক্ষ্যমাত্রা পূরণের মত বিষয় সহ ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য বিকল্প তন্তু অন্বেষণের চাপ সামলানোর চাহিদার উপযোগী জবাব হয়ে উঠতে চলেছে।

বনকার্পাস বা ইপিকাক কোন সাধারণ তন্তু নয়। বীজের খোলসে আবদ্ধ রেশমি ফাঁপা দন্ড থেকে উদ্ভূত এই হালকা ওজনের অসাধারণ সম্পদের অধিকারী তন্তু সুস্থায়ী উপাদান যোগানের প্রশ্নেসামনের সারিতে আছে। এর ফাঁপা গঠন একে উচ্চ সংকোচনশীলতা এবং উচ্চতর তাপ নিরোধকতা প্রদান করে, যার তাপমান ১০০ অ-বোনা পলিয়েস্টার কাপড়ের প্রায় দ্বিগুণ।পলিয়েস্টার, উল, ভিসকোস বা তুলোর মতো অন্য তন্তুর সঙ্গে মিশ্রিত করলে, বনকার্পাস তন্তু কাপড়ের কোমলতা, বাতাস চলাচল ক্ষমতা এবং আরামপ্রদ অনুভূতির যোগান দিয়ে স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ,উচ্চ গুণমানসম্পন্ন পণ্যের নিশ্চয়তা তৈরি করে।

তন্তুর তুলনামূলক বাস্তবিক ব্যবহারে তাপমান, আর্দতার অবস্থান পুনরায় অর্জন এবং ঘনত্বের নিরিখে তুলো, পলিয়েস্টার, পশমের তুলনায় বনকার্পাস অনেকটাই এগিয়েউ এর প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্যের বাইরেও, বনকার্পাসের চাষ ভারতের কৃষক সম্প্রদায়ের জন্য একটি রূপান্তরমূলক সুযোগ এনে দিয়েছে। এই বহুবর্ষজীবী ফসলের জন্য ন্যূনতম বিনিয়োগের প্রয়োজন হয়, ভিন্ন ধর্মী মাটিতে বেড়ে ওঠে এবং পরিবর্তিত জলবায়ুর সঙ্গেও ভালোভাবে খাপ খেয়ে যেতে পারে।একবার রোপণ করলে দশ বছর পর্য্যন্ত ফলন দিতে থাকে এবং প্রতি বছর উৎপাদন বৃদ্ধি পেতে থাকে। কৃষকরা প্রতি একরে প্রায় ১.৫-২ লক্ষ টাকার শুদ্ধ লাভ আশা করতে পারেন, আয়ের ক্ষেত্রে তুলোর মতো ঐতিহ্যবাহী ফসলের তুলনায় যা অনেকটাই বেশি। এতে কেবল আর্থিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত হয় না, বরং নিবিড় শস্য সম্পদ নির্ভরতাও কমিয়ে দেয়, ফলে একে স্বাভাবিকভাবেই সুস্থায়ী এবং লাভজনক বাছাই করে তোলে।

৭কোটি ৪০ লক্ষেরও বেশি ভেড়ার সংখ্যার ভারতে বছরে ৩ কোটি ৬৯লক্ষ কিলোগ্রাম গালিচার উপযুক্ত মানের পশম তন্তু উৎপাদন করে, কিন্তু ২০২৩-২৪ অর্থবছরের হিসাব অনুযায়ী পোশাকে ব্যবহৃত মেরিনোর মতো সূক্ষ্ম মানের পশম আমদানির উপর ব্যাপকভাবে নির্ভরতা দেখা যায়। দেশীয়ভাবে উৎপাদিত পশম সাধারণত উন্নত মানের হয় না, যাতে প্রায়শই অস্বস্তি হয় এবং সেটা ত্বক-বান্ধব হয় না। ২০ মাইক্রনের নিচে মাইক্রন মান সহ পশমিনা উল ব্যতিক্রমী মানের হলেও, এর উৎপাদন সীমিত রয়ে গেছে। পশমিনা উল উন্নয়ন প্রকল্প এবং সমন্বিত উল উন্নয়ন কর্মসূচির মতো সরকারি উদ্যোগগুলি লাদাখ, জম্মু ও কাশ্মীর এবং রাজস্থানের মতো অঞ্চলে ভেড়া পালন, পশমিনা উৎপাদন এবং অবকাঠামোকে শক্তিশালী করেছে। এই ক্ষেত্র ৩৫ লক্ষ জীবিকা নিশ্চিত করে এবং বিশ্ব বাজারে ভারতের পশমী গালিচা, কাপড় এবং পোশাক রপ্তানিকে শক্তিশালী করে।

বনকার্পাস ও পশমের মিশেল তন্তুর গুণবত্ত্বা সম্প্রসারণের প্রশ্নে আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে এক সুস্থায়ী সমাধান হিসেবে সামনে আসছে। উত্তর ভারতীয় বস্ত্র গবেষণা সমিতি (এন আই টি আর এ)শিল্পোদ্যোগ ক্ষেত্রের স্বার্থ সংশ্লিষ্টদের সহযোগিতায় সাম্প্রতিক অগ্রগতির ধারায় উদ্ভাবনী ৮০:২০ পশম-বন কার্পাস মিশেলের শিল্প কার্যকারিতা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছে। এই মিশেল তাপ নিরোধক সক্ষমতা, হালকা ওজনের উপাদান এবং কোমলতার প্রশ্নে ১০০ শতাংশ পশমের উপাদানকে ছাপিয়ে গিয়ে উচ্চমানের এবং কার্যকরী বস্ত্র উৎপাদনের জন্য একে প্রাথমিক বাছাই হিসেবে জায়গা করে দিচ্ছে। বনকার্পাসের বহুমুখী ব্যবহার বিস্তৃত পরিসরে প্রযোজ্য হয়। পোশাক, গৃহস্থালীর বস্ত্র সামগ্রী এবং স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত পণ্য থেকে শুরু করে, বিভিন্ন পণ্যে প্রচলিত তন্তুর বিকল্প হয়ে ওঠার ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। আমার সাম্প্রতিক লাদাখ সফরে বনকার্পাস তন্তুর তৈরী অসাধারণ গুণমানের উৎপাদন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জনের সৌভাগ্য হয়েছিলো। আমি এই তন্তু দিয়ে তৈরি একটি লেপ পরীক্ষা করে দেখেছি এবং এটি অসাধারণভাবে উষ্ণ এবং আরামদায়ক মনে হয়েছেআমার কোনও গরম করার যন্ত্র ব্যবহার করারও প্রয়োজন হয়নি। আমি এন আই টি আর এ-র তৈরী করা একটা টুপি এবং জ্যাকেটও পরখ করে দেখেছিলাম দু'টোই গোটা সফরে আমাকে উষ্ণ এবং স্বচ্ছন্দ রেখেছিলো। এই শীতে আমি স্থায়িত্ব ও কার্যকারিতা পরখ করতে নিয়মিত বনকার্পাসের সামগ্রী ব্যবহার করছি। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে এটা নিশ্চিত যে, বনকার্পাসের সামগ্রী দেশের বিকাশ এবং কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে তাৎপর্য্যপূর্ণ অবদানের মাধ্যমে প্রতিশ্রুতিময় বিকল্প হয়ে উঠতে পারে।

এই উদ্যোগের কেন্দ্রবিন্দুতে আদি অকৃত্রিম সম্পদ এবং উদ্ভাবনী প্রযুক্তির মাধ্যমে একটি স্বনির্ভর ভারত গড়ে তোলার মাধ্যমে আত্মনির্ভর ভারতের প্রতিশ্রুতি পূরণের বিষয় রয়েছে। বস্ত্রশিল্পের মূল্য শৃঙ্খলে বনকার্পাসকে একাত্ম করার মাধ্যমে, ভারত আমদানি করা তন্তুর উপর নির্ভরতা কমানোর পাশাপাশি সুস্থায়ী বস্ত্র শিল্পোদ্যোগ ক্ষেত্রে বিশ্ব নেতা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিতও করতে পারে। আর সেটা এনবিএস (প্রকৃতি-ভিত্তিক সমাধান)কে বস্ত্রগত কারিগরি কৌশলের প্রোৎসাহন এবং সারিবদ্ধকরণ প্রসঙ্গে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে মানানসই। একইসঙ্গে তা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং সামাজিক ক্ষমতায়নের তরঙ্গায়িত প্রভাবও তৈরি করে।

বনকার্পাসের পরিবেশগত সুবিধার দিকও সমানভাবে আকর্ষণীয়। এর চাষে তুলোর তুলনায় কম জল, সার এবং কীটনাশক প্রয়োজন হয়, যা প্রচলিত কৃষিকাজ সম্পর্কিত পরিবেশের চাপ কমিয়ে দেয়। উপরন্তু, উদ্ভিদ-ভিত্তিক, জৈব-পচনশীলতার নিরিখে বনকার্পাস তন্তুগত সুস্থায়িত্ব এবং বৃত্তায়ন অভিমুখী বিশ্বব্যাপী প্রয়াসের সঙ্গে নির্দধায় সামঞ্জস্যপূর্ণ বলা চলে। বনকার্পাস কৃত্রিম তন্তুর একটি কার্যকর বিকল্প উপহার দেয়। জীবাশ্ম থেকে প্রাপ্ত উপকরণের উপর নির্ভরতা হ্রাস এবং বস্ত্র শিল্পে পরিবেশ বান্ধব চর্চা প্রোৎসাহনে ভারতকে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপে সাহায্য করতে পারে এই তন্তু।

এই ক্ষেত্রের অন্য প্রচেষ্টা হল পাট-বাঁশ, আনারসজাতীয় গাছ সিসল , শণ এবং তন্তুজাতীয় শক্ত লম্বা সবজি জাতীয় র‍্যামির মতো নতুন যুগের তন্তুর উপর আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করা, যা সুস্থায়ী এবং পরিবেশ-বান্ধব বিকল্প প্রদানের মাধ্যমে বস্ত্র ক্ষেত্রে শিল্পে বিপ্লব ঘটাচ্ছে। বিশাল জীববৈচিত্র্যের অধিকারী ভারত এই রূপান্তরে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য অনন্যভাবে অবস্থান করছে। সিসাল, তার জেরোফাইটিক স্থিতিস্থাপকতার কারণে, শুষ্ক পরিস্থিতিতেও বৃদ্ধি পায়, যা বস্ত্র , দড়ি এবং যৌগিকুপাদান তৈরির জন্য আদর্শ সুস্থায়ী তন্তু তৈরি করে। র‍্যামি উচ্চ-ফলনশীলতা এবং বহুমুখীতার জন্য পরিচিত, এর পরিবেশ-বান্ধব বৈশিষ্ট্য এবং উচ্চ স্থিতিস্থাপক শক্তির কারণে, পোশাকে ব্যবহৃত হয়। একইভাবে, দামাস্ক, লেইস এবং চাদরের মতো লিনেন কাপড়ের জন্য সেরা মানের শণ ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে, শন তন্তুর এবং ১০০ শতাংশ লিনেন কাপড়ের উপর বিশাল আমদানি নির্ভরতা রয়েছে, এই উদ্যোগটি বস্ত্র শিল্প ক্ষেত্রে সুযোগের একটি নতুন দ্বার উন্মোচন করবে। সুতো এবং দড়ি তৈরিতে মোটা মানের তন্তু ব্যবহার করা হয়।

তদুপরি, পাট-বাঁশের তন্তু একটি যুগান্তকারী উদ্ভাবন এবং বস্ত্র শিল্পের জন্য একটি আশাব্যঞ্জক সম্ভাবনার প্রতিনিধিস্থানীয় বিষয়, যেখানে কৃত্রিম তন্তুর একটি সুস্থায়ী বিকল্প এবং লিনেন কাপড়ের জন্য আরেকটি ব্যতিক্রমী বিকল্প প্রদান করে। বাঁশের মতো প্রাকৃতিক তন্তু, যা ১কোটি৩৯ লক্ষ হেক্টর জমি জুড়ে বিস্তৃত এবং বার্ষিক ১কোটি ৪ লক্ষ টন উৎপাদিত হয় , আর সেটাই সুস্থায়ী উৎপাদনে ভারতের সম্ভাবনার উদাহরণ।এই তন্তুগুলি বস্ত্র শিল্প ক্ষেত্র জুড়ে ব্যবহার করা হচ্ছে, পোশাক থেকে শুরু করে বস্ত্র শিল্পের কারিগরী দিক, দড়ি, বিমিশ্র বিষয় এবং গৃহসজ্জার সামগ্রী পর্য্যন্ত। এই তন্তুগুলির জন্য কেবল ন্যূনতম সম্পদের প্রয়োজন হয় না, ভিন্ন জলবায়ুর সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া হয় এবং কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করে গ্রামীণ জীবিকা নির্বাহে সহায়তাই করে না বরং স্থায়িত্ব এবং বৃত্তায়নও বৃদ্ধি করে।

একটি সাধারণ আগাছা থেকে জাতীয় তাৎপর্য্যপূর্ণ তন্তু হিসেবে পরিচিতি লাভের দিকে বনকার্পাসের যাত্রা ভারতের বুদ্ধিমত্ত্বা বা উদ্ভাবনী দক্ষতা এবং স্থিতিস্থাপকতার প্রমাণ। গবেষক, কৃষক এবং শিল্প অংশীদারদের সম্মিলিত প্রয়াসে এই তন্তু ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের আখ্যানকে পুনরায় সংজ্ঞায়িত করার সম্ভাবনা তৈরী করছে। ঐতিহ্য এবং উদ্ভাবনের মিলনের প্রতীক এই তন্তু সুস্থায়ী চর্চাকে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে মিলে এমন পণ্য তৈরি করে যা কেবল বিশ্বমানেরই নয় বরং ভারতের নীতিমালায় গভীরভাবে প্রোথিত।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে তাল মিলিয়ে, 'উদ্ভাবন সূচকে, আমরা ওপরে উঠছি।' আমাদের ভারতকে উদ্ভাবনের জন্য একটি আকর্ষণীয় গন্তব্য হিসেবে গড়ে তুলতে হবে,' ভারত উদ্ভাবনের জন্য একটি বিশ্বব্যাপী কেন্দ্র হয়ে উঠতে প্রস্তুত। বস্ত্র শিল্প যখন ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এবং পরিবর্তিত জলবায়ুর চ্যালেঞ্জের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিচ্ছে, তাতে বন কার্পাস তন্তু সুস্থায়িত্বের প্রতীক হিসেবে সামনে আসছে, যা অর্থনৈতিক সম্ভাবনার সঙ্গে পরিবেশগত দায়িত্বের সমন্বয় ঘটাচ্ছে। বন কার্পাসকে আপন করার মাধ্যমে, ভারত একটি সবুজ, আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক ভবিষ্যতের পথ প্রশস্ত করছে - যেখানে আত্মনির্ভর ভারতের আদর্শগুলি জাতির অগ্রগতির সাথে জটিলভাবে জড়িত। চাষাবাদ সম্প্রসারণ, প্রক্রিয়াকরণ বৃদ্ধি এবং গবেষণা ও উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার জন্য সমর্পিত প্রয়াসে ভারত এমন একটি বস্ত্র শিল্প বিপ্লবে নেতৃত্ব দিচ্ছে যা ঐতিহ্যকে উদ্ভাবনের সঙ্গে নির্দধায় মিলিয়ে দেয়, সাড়া দেয় বিশ্বব্যাপী পরিবেশগত চাহিদা এবং বাজারের চাহিদা উভয় ক্ষেত্রেই।

পরীক্ষার মূল্যমান	বনকার্পাস	তুলো	পলিয়েস্টার	পশম
তাপমান মূল্য (Clo)	৬.২৮	-	৩.৩৫	১.১৭
আর্দ্রতা পুনরায় অর্জন (%)	১১-১২	৬.২৮- ৭.৫	১.৪-১.৫	-
ঘনত্ব (g/cm³)	0.৮৯-0.৯০	0.৩-০.৪	১.২-১.৩	-

**লেখক কেন্দ্রীয় বস্ত্র শিল্পোদ্যোগ মন্ত্রী

হরেকরকম
হরেকরকম
হরেকরকম

ঘন ঘন চা চুমুক দিলে বিপদ হতে পারে

দিনের শুরুতে এক কাপ চায়ে চুমুক না দিলে চলে না। বন্ধুদের আড্ডায় কিংবা প্রিয়জনের সঙ্গে নিভৃতে গল্পগুজব চা না হলে ঠিক চলে না। তবে চা খাওয়ার কোনও মরসুম নেই। হাঁসফাঁস করা গরমেও সারা দিনে কয়েক কাপ চা খেয়ে নেন অনেকেই। চা খাওয়া খারাপ নয়, কিন্তু কিছু অভ্যাসে শরীর বিগড়ে যেতে পারে।

১) খালি পেটে চা খাওয়ার অভ্যাস ঘরে ঘরে। ঘুম থেকে উঠে চা-এ চুমুক দেন বেশির ভাগই। এতে ঘুম আর আলসেমি কাটলেও অম্বল হওয়ার ঝুঁকি থাকে। খালি পেটে গরম চা খাওয়া একেবারেই স্বাস্থ্যকর নয়। এর ফলে পেপটিক আলসার, গ্যাস-অম্বল হওয়ার আশঙ্কা থাকে। চিকিৎসকেরা জানাচ্ছেন, ঘুম থেকে উঠে প্রথমেই চায়ের কাপে চুমুক না দিয়ে বরং একটা বিস্কুট খেয়ে তার পর চা খাওয়া ভাল।

২) ভারী খাবারের সঙ্গে চা খেতে বারণ করছেন চিকিৎসকেরা। এতে প্রথমত হজমের একটা গোলমাল দেখা দেয়। তবে সবচেয়ে যে সমস্যাটি হয়, তা হল শরীরে আয়রনের পরিমাণ কমে যায়। ঝুঁকি বাড়ে অ্যানিমিয়ার। লিভারেরও নানা সমস্যা হতে পারে এর ফলে। তাই ভাত, রুটি, বিরিয়ানি এবং অন্য কোনও ভারী খাবারের সঙ্গে চা না খাওয়াই শ্রেয়।

৩) অফিস থেকে ফিরে গুছিয়ে বসে এক কাপ চা না খেলে ঠিক চাঙ্গা হয় না শরীর। ফিরতে যত রাতই হোক, চা খান অনেকেই। আবার রাত জাগার জন্যেও অনেকে বার বার চা খান। রাত করে চা খাওয়ার অভ্যাস একেবারেই ভাল নয়। চায়ে থাকা থিয়োফাইলিনস মস্তিষ্ককে সক্রিয় রাখে দীর্ঘ ক্ষণ। সহজে ঘুম আসতে চায় না। রাতে চা খাওয়ার অভ্যাসে অনিদ্রা রোগ দেখা দিতে পারে। ঘুমোতে যাওয়ার অন্তত ৩ ঘণ্টার মধ্যে চা না খাওয়াই শ্রেয়।

শীতকালে শুষ্ক ত্বকে গ্লিসারিন মাখা হয় কেন

'কারো পৌষ মাস, কারো সর্বনাশ'এই প্রবাদের সবচেয়ে সুন্দর উদাহরণ শীতকাল নিজেই। রং-বেরঙের ফুলের সমারোহ, হরেকরকম তাজা শাকসবজির যেমন অভাব নেই, তেমনি আছে শীতের তীব্রতা, সুস্থতা, ত্বকের যত্ন নিয়ে হাজারো দুশ্চিন্তা। বাতাসের আর্দ্রতা কম থাকায় এ সময় মুখ, ঠোঁট ও হাত-পা ফাটে। হিমেল বাতাসের কামড় থেকে ত্বককে বাঁচাতে বিভিন্ন ধরনের প্রসাধনী দ্রব্য ব্যবহার করি আমরা। এ তালিকার শুরুর দিকেই থাকবে পেট্রোলিয়াম জেলি ও গ্লিসারিন। ত্বকের আর্দ্রতা ধরে রেখে ত্বককে ফেটে যাওয়া থেকে রক্ষা করে পেট্রোলিয়াম জেলি।

এটুকু তো বোঝা গেল। কিন্তু গ্লিসারিনের কাজ কী? ত্বকের ঠিক কী উপকার করে এ দ্রব্য? এ সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজব এ লেখায়। তার আগে গ্লিসারিনের পরিচয়টা জেনে নেওয়া যাক।

গ্লিসারিনের ব্যাপক উৎপাদন ও বাণিজ্যিক ব্যবহার শুরু হয় উনিশ শতকের শুরুর দিকে। সে সময় মূলত সাবান ও বিস্ফোরক তৈরির উপাদান হিসেবে গ্লিসারিন কাজে লাগানো হতো। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় গ্লিসারিনের চাহিদা নাটকীয়ভাবে বেড়ে যায়

এক কথায় বললে, গ্লিসারিন হলো স্বচ্ছ, আঠালো এবং মিষ্টি-স্বাদযুক্ত তরল। রাসায়নিকভাবে একে অবশ্য গ্লিসারিন বলা হয় না। এর প্রধান যৌগের নাম গ্লিসারল। ত্বকে ব্যবহৃত গ্লিসারিনের ৯৫ শতাংশই এই গ্লিসারল। হাইড্রক্সিল গ্রুপের অ্যালকোহল শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত এ যৌগের রাসায়নিক সংকেত ঙ্খছঞ্জ। অর্থাৎ এটি একধরনের জৈব যৌগ, মানে কার্বন ও হাইড্রোজেনের যৌগ। এতে তিনটি কার্বন, আটটি হাইড্রোজেন ও তিনটি অক্সিজেন থাকে।

১৭৮৩ সালে জার্মান-সুইডিশ রসায়নবিদ কার্ল উইলহেলম শেল চর্বি বা ফ্যাট এবং শক্তিশালী ক্ষারের মধ্যে বিক্রিয়া ঘটিয়ে গ্লিসারিন আবিষ্কার করেন। নামটা এসেছে অবশ্য আরও খানিকটা পরে। ১৮১১ সালে ফ্রেঞ্চ রসায়নবিদ মাইকেল-ইউজিন শেভ্রেওল এ নাম দেন। উইহেলম শেল তাঁর আবিষ্কৃত উপাদানকে চর্বির মিষ্টি উপাদান বা 'সুইট প্রিন্সিপল অব ফ্যাট' বলেছিলেন।

গ্লিসারিনের ব্যাপক উৎপাদন ও বাণিজ্যিক ব্যবহার শুরু হয় উনিশ শতকের শুরুর দিকে। সে সময় মূলত সাবান ও বিস্ফোরক তৈরির উপাদান হিসেবে গ্লিসারিন কাজে লাগানো হতো। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় গ্লিসারিনের চাহিদা নাটকীয়ভাবে বেড়ে যায়। যুদ্ধের বিভিন্ন বিস্ফোরক তৈরি ও অটোমোবাইল শিল্পে লুব্রিকেন্ট ও শীতক তরল হিসেবে ব্যবহার করা হতো এটি। বর্তমানেও গ্লিসারিনের নানারকম ব্যবহার আছে। তবে আজকের আলোচনা এ নিয়ে নয়।

গ্লিসারিন ত্বকে প্রাকৃতিক আর্দতাকারক হিসেবে কাজ করে। পরিবেশ থেকে আর্দতা শোষণ করে ত্বকের বাইরের স্তরে পাঠিয়ে দেয়। ফলে ত্বক আর্দ থাকে

পেট্রোলিয়াম জেলি কীভাবে তৈরি হয় গ্লিসারিন পাওয়া যায় মূলত দুভাবে। একদিকে প্রাণী ও উদ্ভিদের চর্বি বা তেল থেকে সাবান তৈরির সময় এটি উপজাত হিসেবে পাওয়া হয় (বিক্রিয়া থেকে পাওয়া প্রধান উপাদান ছাড়া যেসব উপাদান তৈরি হয়, সেগুলোই উপজাত)। অন্যদিকে, পেট্রোকেমিক্যাল থেকে প্রোপিলিন অক্সাইড ব্যবহার করে সিন্থেটিক বা কৃত্রিম পদ্ধতিতে উৎপাদন করা হয় এটি। আধুনিক কসমেটিকস শিল্পে ব্যবহৃত, অর্থাৎ আমরা যে গ্লিসারিন ত্বকে মাখি, তা সাধারণত উদ্ভিজ্জ উৎস থেকে আসে। কারণ, এটি তুলনামূলক পরিবেশবান্ধব ও ত্বকের জন্য নিরাপদ। গ্লিসারিন ত্বকে প্রাকৃতিক আর্দতাকারক হিসেবে কাজ করে। পরিবেশ থেকে আর্দতা শোষণ করে ত্বকের বাইরের স্তরে পাঠিয়ে দেয়। ফলে ত্বক আর্দ থাকে। শুষ্ক ত্বকের জন্য গ্লিসারিন তাই বেশ উপকারী। আর্দতা জুগিয়ে এটি ত্বকের বাইরের স্তরকে শুষ্কতাজনিত ক্ষতির হাত থেকে বাঁচায়। একই কারণে ত্বক আরও নরম ও মসৃণ হয়ে ওঠে। আমেরিকান একাডেমি অব ডার্মাটোলজির তথ্যানুসারে, ত্বকের ছোটখাটো ক্ষত নিরাময়েও গ্লিসারিন বিশেষ ভূমিকা পালন করে। নতুন কোষ গঠনে সহায়তা করে ও দ্রুত নিরাময় নিশ্চিত করে। এ ছাড়া এর অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল বৈশিষ্ট্য ব্রণ প্রতিরোধ করে বলে দাবি করা হয়।

২০১৬ সালে জার্নাল অব ডার্মাটোলজিক্যাল সায়েন্স-এ প্রকাশিত এক গবেষণাপত্রে বলা হয়, গ্লিসারিন ত্বকের আর্দতা ধরে রাখার পাশাপাশি ত্বকের ব্যারিয়ার ফাংশন শক্তিশালী করতে সাহায্য করে। এই ব্যারিয়ার ফাংশন আসলে একধরনের প্রতিরক্ষা স্তর। ২০১৮ সালের ক্লিনিক্যাল, কসমেটিক অ্যান্ড ইনভেস্টিগেশনাল ডার্মাটোলজি জার্নালে প্রকাশিত আরেকটি গবেষণায় দেখা যায়, এটি ত্বককে পরিবেশগত নানা ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পেট্রোলিয়াম জেলি কি ত্বকের আর্দতা রক্ষা করে ত্বকে গ্লিসারিন ব্যবহারের নানা উপকার থাকলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে পার্শপ্রতিক্রিয়া দেখা যায়। গ্লিসারিন মূলত সবচেয়ে কাছের উৎস থেকে আর্দতা সংগ্রহ করে। ফলে পরিবেশে বাতাস খুব শুষ্ক হলে এটি ত্বকের নিচের স্তর থেকে আর্দতা শোষণ করে ওপরের স্তরকে আর্দ করার চেষ্টা করে। তাই সামগ্রিকভাবে ত্বক আরও শুষ্ক হয়। শীতকালে আমাদের দেশের বাতাসে আর্দতা খুব কম থাকে। তাই, গ্লিসারিন শীতকালে ব্যবহারের আগে পানি মেশানোর ওপর জোর দেন বিশেষজ্ঞরা। এতে মিশ্রিত পানি থেকেই ত্বকে আর্দতা তৈরি করতে পারে গ্লিসারিন। ত্বকও চটচটে হয় না। ত্বক খুব সংবেদনশীল হলে গ্লিসারিন ব্যবহারে অনেক সময় লালচে ভাব, অ্যালার্জি বা অস্বস্তি তৈরি হয়। তবে এসব পার্শপ্রতিক্রিয়ার পরিমাণ সামান্য। ত্বক সংবেদনশীল কি না, তা সাধারণত আগে থেকে জানা থাকে না আমাদের। তাই গ্লিসারিন ব্যবহারে কোনো পার্শপ্রতিক্রিয়া দেখা দিলে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। এমনিতে সাধারণভাবে বেশির ভাগ মানুষের জন্য এটি নিরাপদ।

দৈনন্দিন জীবনে কিছু বদল সুস্থ থাকার জন্য

অফিস, বাড়ি, পরিবারিক দায়িত্ব, ব্যক্তিগত সম্পর্ক সব কিছু একসঙ্গে সামলে নিজের যত্ন নেওয়ার সুযোগ প্রায় থাকে না। ব্যস্ততায় কেটে যায় প্রতিটি দিন। এই ধারাবাহিক অনিয়ম শরীরের উপর প্রভাব ফেলে। অল্পেতেই ক্লান্ত লাগে। কাজের গতি এবং গুণমান কমে যায়। এমন চলতে থাকলে অচিরেই নানা রোগবালাই বাসা বাঁধতে শুরু করে শরীরে। সুস্থ থাকতে তাই বদল আনতে হবে রোজের অভ্যাসে।

সুষম খাবার খান- রোগবালাই মুক্ত থাকতে খাওদাওয়ায় করতে হবে নিয়ম মেনে। স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ায় জোর দিতে হবে। শরীর যখন পর্যাপ্ত পুষ্টি পাবে, মনও ভাল থাকবে। তাই ফাইবার, প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট সমৃদ্ধ খাবার বেশি করে খেতে হবে। পর্যাপ্ত ঘুম- স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ার পাশাপাশি ঘুমোতেও হবে বেশি ক্ষণ। কাজের চাপে ঘুম একেবারেই কমে গিয়েছে অনেকের। সুস্থ থাকতে ঘুমোতে হবে পরিমাণ মতো। ঘুমের ঘাটতি অনেক শারীরিক সমস্যার কারণ হয়ে উঠতে পারে। শরীরচর্চা সময়ের অভাবে যদি জিমে যাওয়া না হয়, তা হলেও চিন্তা নেই। বাড়িতেও শরীরচর্চা করা যায়। যোগাসন করতে পারেন। সুফল পাবেন। ওজনও নিয়ন্ত্রণে থাকবে। জল খেতে ভুলবেন না- সুস্থ থাকার আরও একটি ধাপ হল প্রচুর পরিমাণে জল খাওয়া। জল যত বেশি পরিমাণে খাবেন, সুস্থ থাকা তত সহজ হবে। শরীর চাঙ্গা এবং চনমনে রাখতেও জলের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বেশি জল খেলে ভাল থাকবে ত্বকও

ডায়াবেটিকেরাও ভাত খেতে পারেন মানতে হবে কিছু নিয়ম

রক্তে শর্করা বাড়ে শুধু চিনি খাওয়ার কারণে নয়। অনিয়মিত খাওয়াদাওয়া, অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনের কারণে শরীরে বাসা বাঁধছে বিভিন্ন অসুখ। ডায়াবিটিস তার মধ্যে অন্যতম। তবে চিকিৎসকেদের মতে, জীবনযাত্রায় সামান্য পরিবর্তন আনলেই নিয়ন্ত্রণে রাখা যাবে ডায়াবিটিস। বিশেষ করে খাওয়াদাওয়াদায় বাড়তি নজর দেওয়া জরুরি।

ডায়াবিটিস থাকলে সুস্থ থাকতে খাওয়াদাওয়ায় বিধিনিষেধ মেনে চলতে হয়। রক্তে শর্করা বাড়ছে দেখে ভাত খাওয়া একেবারে বন্ধ করে দেন অনেকে। কারণ ভাতে রয়েছে কার্বোহাইড্রেট, যা ডায়াবেটিকদের জন্য ক্ষতিকর। ডায়াবিটিস আছে মানেই ভাত খাওয়া বন্ধ করে দিতে হবে, তার কোনও মানে নেই। ভাত খাওয়ার কিছু নিয়ম রয়েছে। সেগুলি মেনে চলতে হবে।

১) ভাত খেলেও পরিমাণ কমাতে হবে ডায়াবেটিকদের। ভাতে কার্বোহাইড্রেট রয়েছে। কার্বোহাইড্রেট রক্তে শর্করার পরিমাণ বৃদ্ধি করতে পারে। তাই পরিমাণে রাশ টানতে হবে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কার্বোহাইড্রেট শরীরের জন্য একেবারেই ভাল নয়।

২) মিষ্টি জাতীয় কোনও খাবার ভাতের সঙ্গে খাওয়া চলবে না। মিষ্টি মানেই চিনি কিংবা রসগোল্লা নয়। এমন অনেক খাবার আছে যাতে চিনি মেশানো থাকে। চিনি আছে, এই ধরনের খাবার ভাতের সঙ্গে খাওয়া চলবে না।

৩) সাদা চালের ভাত না খেয়ে ব্রাউন রাইস খেতে পারেন। কিনোয়াও স্বাস্থ্যকর বিকল্প। কিনোয়া খেতে মন্দ নয়। শরীরের খেয়াল রাখে। শর্করা নিয়ন্ত্রণে রাখতে কিনোয়া উপকারী।

৪) ভাতের সঙ্গে বেশি করে শাকসব্জি, মাছ, মুরগির মাংস খেতে পারেন। ভাত কম খেয়ে এই আনুষঙ্গিক খাবারগুলি খেলে শর্করা বেড়ে যাওয়ার ঝুঁকি কম থাকে।

৫) ভাত খাচ্ছেন ভাল কথা। কিন্তু ভাত খাওয়ার পরে রক্তে শর্করার পরিমাণ যাচাই করে নেওয়া জরুরি। যদি দেখেন খানিকটাও বেড়েছে, সে ক্ষেত্রে ভাত না খাওয়াই শ্রেয়।

চুলের চটজলদি সমাধান?

কোথাও যেতে হবে, আর এ দিকে চুল কী রকম তেলতেলে হয়ে আছে। সময়ের বড্ড অভাব, শ্যাম্পুও করা যাবে না! এ ক্ষেত্রে ড্রাই শ্যাম্পু দিয়েই হতে পারে মুশকিল আসান। শুকনো চুলে লাগিয়ে, একটু মালিশ করে নিলেই এসে যাবে ফুরফুরে ভাব। প্রথমে খোলসা করে দেওয়া দরকার, ড্রাই শ্যাম্পু আসলে কী? অনেক সময়ই আমাদের চুল ভিজিয়ে স্নান করার অবকাশ থাকে না, তখন ড্রাই শ্যাম্পু মাথায় লাগিয়ে নিলেই হল।

কোথাও বেড়াতে গেলে শ্যাম্পু করাটা যেন বড় ঝক্কির কাজ। তখন ভরসা সেই ড্রাই শ্যাম্পুই। আবার ধরুন, সন্ধ্যায় কোনও অনুষ্ঠানে যাবেন, এ দিকে চুল কেমন যেন নেতিয়ে রয়েছে। তখন ড্রাই শ্যাম্পুই কাজে আসবে। মহিলাদের জরুরি প্রসাধনীর তালিকায় ড্রাই শ্যাম্পু কিন্তু নতুন সংযোজন। স্প্রে, পাউডার এবং লিক্যুইড এই তিন ধরনের ড্রাই শ্যাম্পু হয়। তবে বাজারে পাউডার আর স্প্রে-ই বেশি পাওয়া যায়। রূপটানশিল্পীরা বিভিন্ন হেয়ার স্টাইল করতেও এই শ্যাম্পুর ব্যবহার করেন।

তবে চটজলদি যে কোনও সমাধানই খুব বেশি দিন দীর্ঘ স্থায়ী হয় না। ড্রাই শ্যাম্পুর প্রভাবও ৭ থেকে ৮ ঘণ্টার বেশি হয় না। তার উপর দিনের পর দিন ড্রাই শ্যাম্পু ব্যবহার করলে চুলেরও বেশ ক্ষতি হয়। ড্রাই শ্যাম্পু ব্যবহার করলে চুল কী ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়?

১) ড্রাই শ্যাম্পু ব্যবহার করলে মাথার ত্বকে অ্যালার্জি জনিত সমস্যা হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কারণ, এই প্রসাধনীতে ব্যবহৃত রাসায়নিকগুলি মাথার ত্বক অতিরিক্ত শুষ্ক করে দেয়। ফলে খুশকি, চুল ঝরে পড়ার সমস্যা বেড়ে যেতে পারে। সারা ক্ষণই মাথার ত্বক শুষ্ক হয়ে যায়।

২) ড্রাই শ্যাম্পুর মধ্যে থাকা রাসায়নিক চুলের গোড়ায় জমে যায়। ফলে বাইরে থেকে চুলের মধ্যে কোনও রকম পুষ্টি পৌঁছতে পারে না। চুলের গোড়ায় ধুলো-ময়লা জমে মুখ বন্ধ হয়ে গেলে চুল ঝরে পড়ার পরিমাণ বেড়ে যায়। ৩) শখ করে চুলে রংত করিয়েছেন। কিন্তু সেই রং বেশি দিন স্থায়ী হচ্ছে না। ভাবছেন, হয়তো রঙের দোষ। আসলে তা নয়, ড্রাই শ্যাম্পুর মধ্যে থাকা রাসায়নিক চুলের রং নষ্ট করে দেয়।

মুড়ি খেলে ওজন কমবে ত্বকে পড়বে না বয়সের ছাপ

সকাল বা বিকেলের নাশতায় মুড়ি সবারই পছন্দ। ডায়াবেটিসের রোগীরা তিনটি খাবারের মধ্যে নাশতা হিসেবে মুড়িকেই বেছে নেন। কিন্তু মুড়ি গ্রহণের ফলে রক্তে গ্লুকোজ বাড়ে কি না, বা মুড়ি কি শুধুই মুখরোচক খাবার, নাকি পুষ্টিগুণ রয়েছে, সে সম্পর্কে রয়েছে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাব। আসুন জেনে নিই মুড়ি সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য।

ওজন কমাতে: যাঁরা ওজনের ব্যাপারে সচেতন, তাঁদের জন্য মুড়ি একটি ভালো খাবার হতে পারে। কারণ, মুড়ি কম ক্যালরি এবং কম চর্বিযুক্ত খাবার। ১৫ গ্রাম মুড়িতে মাত্র ৫৪ ক্যালরি আছে। শুধু তা—ই নয়, প্রচুর ফাইবার থাকার কারণে মুড়ি খেলে অনেক সময় পর্যন্ত পেট ভরা থাকে। মুড়িতে ভিটামিন বি, ম্যাগনেশিয়াম ও জিংক আছে।

গ্যাসের সমস্যায়: বিভিন্ন খাবার খাওয়ার কারণে অনেক সময় বুক জ্বালাপোড়াসহ গ্যাসের সমস্যা হয়। মুড়ি সেসব ক্ষেত্রে ভালো সমাধান হতে পারে। বিশেষ করে মুড়ি পানিতে ভিজিয়ে খেলে গ্যাসের সমস্যার দ্রুত সমাধান হয়।

আদা মুড়ি বানাবেন যেভাবে

মুড়িতে প্রচুর ক্যালসিয়াম, আয়রন ও অল্প পরিমাণ 'ভিটামিন-ডি' বিদ্যমান মুড়িতে প্রচুর ক্যালসিয়াম, আয়রন ও অল্প পরিমাণ 'ভিটামিন-ডি' বিদ্যমানছবি: প্রথম আলো

কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে: মুড়িতে প্রচুর ফাইবার আছে। সুতরাং যাঁরা কোষ্ঠকাঠিন্যে ভুগছেন, তাঁদের জন্য মুড়ি খুব উপকারী।

হাড় শক্ত করে: মুড়িতে প্রচুর ক্যালসিয়াম, আয়রন ও অল্প পরিমাণ 'ভিটামিন ডি' বিদ্যমান, যা হাড় শক্ত করতে খুবই প্রয়োজনীয়।

ত্বকের যত্নে: বয়সের ছাপ নিয়ে কমবেশি সবাই চিন্তিত হয়। এ ক্ষেত্রে একটি উত্তম সমাধান হতে পারে মুড়ি। কারণ, মুড়িতে রয়েছে অ্যান্টি—অক্সিডেন্ট, যার প্রভাবে আল্ট্রাভায়োলেটের কারণে ত্বকের যে ক্ষতি হয়, তা সহজেই রোধ করা যায়।

যাঁদের সতর্ক হতে হবে

ডায়াবেটিসের রোগী: অনেক ডায়াবেটিসের রোগীর কাছে নাশতা হিসেবে মুড়ি খুবই জনপ্রিয়। কিন্তু অনেকেই জানেন না মুড়িতে বেশ শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট আছে। মুড়ির গ্লাইসেমিক ইনডেক্স বেশি ও মুড়ি রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বৃদ্ধি করতে পারে। তবে প্রচুর ফাইবার থাকায় এবং ক্যালরি কম থাকায় মুড়ি নাশতা হিসেবে অল্প পরিমাণে খাওয়া যেতে পারে। ব্রাউন মুড়ি বা লাল চালের মুড়ি অপেক্ষাকৃত ভালো।

মুড়িতে প্রচুর পরিমাণে সোডিয়াম থাকায় রক্তচাপ বৃদ্ধি করে

কিডনিজনিত সমস্যা: ডায়াবেটিসের রোগীদের মতো যাঁরা দীর্ঘদিন কিডনিজনিত রোগে আক্রান্ত, তাঁরাও মুড়ি খাওয়া থেকে বিরত থাকবেন। কারণ, মুড়িতে প্রচুর পরিমাণ সোডিয়াম আছে, যা কিডনি রোগে আক্রান্ত রোগীর জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে। উচ্চ রক্তচাপের রোগী: মুড়িতে প্রচুর পরিমাণে সোডিয়াম থাকায় রক্তচাপ বৃদ্ধি করে। এ কারণে যাঁদের উচ্চ রক্তচাপ আছে ও যাঁরা হার্টের সমস্যায় ভুগছেন, তাঁরা মুড়ি খাওয়ার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করবেন।

বাজারের মুড়িতে বিভিন্ন ক্ষতিকারক রাসায়নিক উপাদান, যেমন আর্সেনিক, ইউরিয়া মেশানো থাকে, যা নানান স্বাস্থ্য সমস্যাসহ রোগীর মৃত্যুর কারণও হতে পারে।

ওজন ঝরাতে প্রতিদিন এই পাঁচ নিয়ম মানলেই হবে

সারা বছর ডায়েট নিয়ে সচেতন থাকলেও পালাপার্বণের দিনে ভালমন্দ খেয়েই ফেলেন। গরমে আবার নিয়ম করে জিমেও যাওয়া হয় না। তবে, পুষ্টিবিদেরা বলছেন, রোগা হওয়ার জন্য সব সময়ে জিমে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। বাড়িতে বসেও কয়েক দিনের মধ্যেই ওজন ঝরানো সম্ভব। শুধু মেনে চলতে হবে কয়েকটি নিয়ম।

১) জিরে ভেজানো জল খেয়ে দিন শুরু করা: ওজন ঝরাতে গেলে বিপাকহার উন্নত হওয়া প্রয়োজন। এই কাজে সাহায্য করে জিরে ভেজানো জল। তবে, সকালে খালি পেটে এই পানীয় খেলে ওজন ঝরে দ্রুত। ২) পুষ্টিকর খাবার খাওয়া: পুষ্টিকর মানেই একেবারে সেদ্ধ কিংবা তেলবিহীন খাবার নয়। পরিমাণ মতো সুষম খাবার খেয়েও কিন্তু মেদ ঝরানো যায়। তাই কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাবার কম খেয়ে প্রতিদিন ফাইবার, স্বাস্থ্যকর প্রোটিন এবং খনিজে ভরপুর খাবার খেতে হবে। ৩) শরীরচর্চা করা:- ওজন ঝরাতে শরীরচর্চার কোনও বিকল্প নেই। ছিপছিপে হওয়ার স্বপ্নপূরণ করতে ব্যায়াম, যোগাসনের উপরে ভরসা রাখাই সব থেকে যুক্তিযুক্ত কাজ। শুধু ডায়েট করে রোগা হওয়া সম্ভব নয়। নিয়ম মেনে শুধু শরীরচর্চা করলেই ওজন ঝরবে দ্রুত। ৪) প্রক্রিয়াজাত খাবার না খাওয়া: ওজন কমানোর পথে প্রক্রিয়াজাত খাবার একটি বড় বাধা। ওজন কমাতে চাইলে এ ধরনের খাবার যথাসম্ভব এড়িয়ে যেতে হবে। বিশেষত, প্রক্রিয়াজাত খাবারে ব্যবহৃত নানা উপাদান ওজন বাড়িয়ে তোলে ও নানা রকম শারীরিক সমস্যা ডেকে আনে। ৫) পর্যাপ্ত ঘুমোনো: গবেষণা বলছে, পর্যাপ্ত ঘুম না হলে বডি মাস ইন্ডেক্স (বিএমআই) বেড়ে যেতে পারে। আর বডি মাস ইনডেক্স বেড়ে যাওয়ায় অর্থ ওজন বৃদ্ধি। এক জন পূর্ণবয়স্ক মানুষের দিনে অন্তত ছ''ঘণ্টা নিরবচ্ছিন্ন ঘুমের প্রয়োজন। ঘুম পর্যাপ্ত হলে শুধু যে ভিতর থেকে ফিট থাকবে শরীর, তা-ই নয়, নিয়ন্ত্রণে থাকবে ওজনও।

মানসিক অস্থিরতা শান্ত থাকতে নিয়মিত যোগাসন করা ভালো

অফিসের কাজের প্রবল চাপ তো আছেই। সেই সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনেও ঝড়ঝাপটা কম নয় অনেকের। মানসিক অস্থিরতা, উদ্বেগের প্রভাব পড়ে জীবনে। ঘুম কম হওয়া, কাজ গুছিয়ে না করা আসলে মানসিক অশান্তিরই প্রতিফলন। তা ছাড়া দীর্ঘ দিন ধরে মানসিক চাপে ভুগলে রক্তচাপের মাত্রা বেড়ে যাওয়ারও ঝুঁকি থাকে। তাই মনের যত্ন নেওয়া জরুরি।

মনের খেয়াল রাখতে বরং ভরসা রাখুন যোগাসনের উপর। কোন যোগাসনগুলি মন আনন্দে ভরিয়ে তুলতে পারে?

সুখাসন

প্রথমে শিরদাঁড়া সোজা করে পা সামনের দিকে ছড়িয়ে বসুন। এ বার হাঁটু বেঁকিয়ে নিয়ে বাঁ দিকের পা ডান দিকের হাঁটুর তলায় রাখুন এবং আপনার ডান দিকের পা বাঁ দিকের হাঁটুর তলায় রাখুন। দু''হাতের তালু দুই হাঁটুর উপরে রাখুন। মাথা, ঘাড় ও শিরদাঁড়া যেন এক বিন্দুতে সোজা ভাবে থাকে। সোজাসুজি তাকিয়ে স্বাভাবিক শ্বাস নিন। এই ভাবে ৬০ সেকেন্ড ধরে রাখুন। এই আসনের ফলে মন শান্ত হবে এবং উদ্বেগ দূর হবে। সেই সঙ্গে শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তিও দূর করবে এই আসন।

আনন্দ বালাসন

হাত ও পা ছড়িয়ে মেঝেতে পিঠ ঠেকিয়ে শুয়ে পড়ুন। এ বার হাঁটু মুড়ে পেটের কাছে নিয়ে আসুন। হাত দুটো প্রসারিত করে পায়ের পাতা দুটো ধরুন। দুই হাঁটুর মধ্যে যেন বেশ খানিকটা দূরত্ব থাকে। এ ভাবে ৬০ সেকেন্ড থাকুন। শরীরের যাবতীয় ক্লান্তি দূর করবে আনন্দ বালাসন।

শিশু আসন

হামাগুড়ি দেওয়ার ভঙ্গিতে মেঝেতে বসুন। এ বার আস্তে আস্তে সারা শরীর পিছনে নিয়ে গিয়ে নিতম্ব পায়ের গোড়ালির উপর রাখুন। কপাল মাটিতে ঠেকান। হাত দুটো পিছনে নিয়ে গিয়ে তালু উল্টো করে পায়ের কাছে রাখুন। মানসিক চাপ ও ক্লান্তি কমাতে সহায়তা করে এই যোগাসন। দেহে রক্ত সঞ্চালনের প্রক্রিয়াকেও স্বাভাবিক রাখে।

রবিহার কংগ্রেস সদর কার্যালয়ে বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মনের উপস্থিতিতে সংবিধান রক্ষক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

দুর্গাপুরের ম্যারাথনে যোগী রাজ্যের ক্রীড়াবিদদের অসাধারণ জয়

দুর্গাপুর, ১২ জানুয়ারি (হি.স.) : যোগী রাজ্যের ক্রীড়াবিদদের জয়জয়কার। দুর্গাপুর কার্নিভালের মেগা ইভেন্ট ম্যারাথনে পুরুষ ও মহিলা বিভাগের সেরার শিরোপা জিতেছে উত্তর প্রদেশের ক্রীড়াবিদরা।
রবিবার দুর্গাপুর ক্লাব সমন্বয় আয়োজিত বিশেষ ম্যারাথন দৌড় অনুষ্ঠিত হয়। পুরুষদের ১০ কিলোমিটার এবং মহিলাদের ৬ কিলোমিটার দৌড় দুর্গাপুরের ভগৎ সিং স্টেডিয়াম থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে আবার স্টেডিয়ামে এসে শেষ হয়। ম্যারাথন দৌড়ের পতাকা উত্তোলন করেন খ্যাতনামা প্রাক্তন ফুটবল তারকা বাইচুং ভুটিয়া। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল নেতা নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী-সহ শহরের বিশিষ্টরা।
পুরুষ বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন উত্তর প্রদেশের হরিওম তেওয়ারি, দ্বিতীয় স্থানে আসেন রাজ্যের অশ্বিন, এবং তৃতীয় হন উত্তর প্রদেশের রঞ্জিত কুমার। মহিলা বিভাগে প্রথম হন উত্তর প্রদেশের রুবি কাশ্যপ, দ্বিতীয় হন স্বাতী পাল এবং তৃতীয় স্থান দখল করেন গরিমা যাদব। শহীদ ভগৎ সিং স্টেডিয়ামে পুরস্কৃত হন দুই বিভাগের সফল প্রতিযোগীরা। নগদ পুরস্কার, পদক ও শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়।
নারী বিভাগের দশম স্থানাধিকারী দুর্গাপুরের দৌড়বিদ মৌমি সিনহার সাফল্যে উচ্ছ্বাস দেখা যায় অনুষ্ঠান মঞ্চে। ম্যারাথন দৌড়ের আয়োজনে উদ্যোক্তাদের প্রশংসা করেন বাইচুং ভুটিয়া। তিনি বলেন, শরীরকে ফিট রাখতে এবং সুস্বাস্থ্যের জন্য যুব সমাজের এধরনের ম্যারথনে অংশগ্রহণ করা উচিত।

ফারাক্কার গঙ্গা ঘাট থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রীর পচাগলা দেহ উদ্ধার, তদন্তে পুলিশ

মালদা, ১২ জানুয়ারি (হি.স.): দীর্ঘ আটদিন নিখোঁজ থাকার পর মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরের বারদুয়ারি এলাকার ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রী দীপ্তি ভগতের (২০) পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার হল ফারাক্কার শংকরপুর গঙ্গা ঘাট থেকে। ফোনে অচেনা নম্বর থেকে ২ লক্ষ টাকা মুক্তিপণের মেসেজ পাওয়ার একদিন পরই তাঁর এই মৃতদেহ উদ্ধার হওয়ায় রহস্য আরও ঘনীভূত হয়েছে। পরিবারের অভিযোগ, এটি একটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। রবিবার পুলিশ সূত্রে এমনটাই জানা গেছে।
গত রবিবার সকালে দীপ্তি বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন, রামপুরহাট হয়ে দুমকা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে যাওয়ার উদ্দেশ্যে। মালদা টাউন স্টেশন পর্যন্ত পরিবারের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ ছিল। এরপর তাঁর ফোন বন্ধ হয়ে যায়। ফারাক্কা স্টেশনের সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, তিনি ট্রেন থেকে নেমে স্টেশন ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন।
এর কিছুক্ষণ পর এনটিপিসি নেতাজি সেতুর কাছে তাঁর ব্যাগ ও মোবাইল পড়ে থাকতে দেখা যায়। পরিবারের তরফ থেকে তাঁকে খুঁজতে পুলিশে অভিযোগ জানানো হয়। কিন্তু ঘটনার কোনও অগ্রগতি হয়নি।
শুক্রবার রাতে দীপ্তির পরিবারের কাছে অজানা একটি নম্বর থেকে মেসেজ আসে। মেসেজে জানানো হয়, তাঁদের মেয়ে কোথায় আছে, তা জানাতে ২ লক্ষ টাকা দিতে হবে। পরিবারের লোকজন বিষয়টি পুলিশকে জানায়। মেসেজ পাওয়ার একদিন পরই তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার হয়।
দীপ্তির পরিবার এই ঘটনাকে পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড বলে দাবি করেছে এবং সঠিক তদন্তের দাবি জানিয়েছে। পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজ, ফোনের কল রেকর্ড, এবং মুক্তিপণের মেসেজের সূত্র ধরে তদন্ত শুরু করেছে।

গৃহবধূকে ধর্ষণের অভিযোগে তৃণমূল নেতা গ্রেফতার, ষড়যন্ত্রের দাবি দলের

উত্তর ২৪ পরগণা, ১২ জানুয়ারি (হি.স.): গৃহবধূকে ধর্ষণের অভিযোগে তৃণমূলের গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েত কনভেনার মামুন কবিরকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পোলতা গ্রামে ঘটনাটি ঘটেছে। অভিযোগ, বছর ৪০-এর মামুন কবির এক গৃহবধূকে ধর্ষণ করেন এবং বিষয়টি ফাঁস করলে প্রাণনাশের হুমকি দেন।
২৯ বছর বয়সী অভিযোগকারিণী থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করার পর পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। রবিবার তাকে বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হয় এবং পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানানো হয়েছে।
তৃণমূলের পক্ষ থেকে অবশ্য অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি দুলাল চন্দ্র ভট্টাচার্য বলেন, "মামুন কবির রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের শিকার। তদন্তের মাধ্যমে সত্য উদঘাটন হবে।"
অন্যদিকে, বিজেপি নেতা বৃন্দাবন সরকার বলেন, "এটি তৃণমূল নেতাদের আসল চেহারা প্রকাশ করছে। অভিযুক্তকে কঠোর শাস্তি দেওয়া উচিত।"

অসমে পঞ্চায়েত নির্বাচন প্রক্রিয়া চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি গৌহাটি হাইকোর্টের

গুয়াহাটি, ১২ জানুয়ারি (হি.স.) : অসমে পঞ্চায়েত নির্বাচন প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে অনুমতি দিয়েছে গৌহাটি হাইকোর্ট। রাজ্যের গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনে নতুন সীমানা পুনর্নির্ধারণ (ডিলিমিটেশন) প্রক্রিয়ায় আইনি জটিলতা রয়েছে এবং অসম পঞ্চায়েত আইনের নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগে গৌহাটি হাইকোর্টে একাধিক রিট পিটিশন দায়ের করা হয়েছিল। রিট পিটিশনে পঞ্চায়েত নির্বাচন প্রক্রিয়া বন্ধ করতে এবং চূড়ান্ত ডিলিমিটেশন তালিকা বাতিল করার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিত চেয়েছিলেন আবেদনকারীরা।
গুয়াহাটি উচ্চ আদালতে রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল, রাজ্য নির্বাচন কমিশন, আবেদনকারীগণ তাঁদের স্ব-স্ব যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। সকলের যুক্তি শুনে এবং রিট আবেদনগুলির পর্যালোচনা করে এগুলিতে কোনও সারবত্তা নেই বলে পঞ্চায়েত নির্বাচন প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে বলেছে উচ্চ আদালত।
প্রদত্ত রায়ে আদালত স্পষ্ট করেছে, ২০২৪ সালের ১৭ ডিসেম্বরের আদেশ শুধুমাত্র নয়টি নির্দিষ্ট রিট পিটিশনারদের জন্য প্রযোজ্য, অন্যান্য মুলতুবি মামলাগুলিকে সেগুলি প্রভাবিত করে না। নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন পরিচালনার সাংবিধানিক আদেশকে স্বীকৃতি দিয়ে আদালত একইভাবে উদ্বেগ ব্যক্তকারী নতুন রিট পিটিশনগুলির পর্যালোচনা করেছে।

চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে নিউজিল্যান্ডের দল ঘোষণা

ওয়েলিংটন, ১২ জানুয়ারি (হি.স.) : ওয়ানডে বিশ্বকাপ, টি-২০ বিশ্বকাপের পর পাকিস্তান ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে হতে যাওয়া আসন্ন চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতেও দল গঠনে রবিবার চমক দেখালো কিউইরা। অন্য দলগুলোর নির্বাচকরা যেমন দল ঘোষণা করে থাকেন নিউজিল্যান্ডের ক্ষেত্রে কিন্তু তা হয় না। যেমন ভারতে হওয়া বিশ্বকাপে ক্রিকেটারদের স্ত্রী-সন্তানরা নিউজিল্যান্ডের বিশ্বকাপের দল ঘোষণা করে ছিলেন। টি-২০ বিশ্বকাপের দল ঘোষণা করে ছিল দুই খুদে খেলোয়াড়। আর এই চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে দলের সদস্যদের নাম ঘোষণা করলেন সাদা বলের অধিনায়ক মিচেল স্যান্টনার।
স্কোয়াডে জায়গা হয়নি দলের অন্যতম সেরা পেসার ট্রেন্ট বোল্টের। ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটকে গুরুত্ব দিয়ে তিনি কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে সরে গেছেন বলে। বাদ পড়েছেন ফিন অ্যালেনও।
নিউজিল্যান্ডের চ্যাম্পিয়নস ট্রফির দল:
মিচেল স্যান্টনার (অধিনায়ক), মাইকেল ব্রেসওয়েল, মার্ক চাপম্যান, ডেভন কনওয়ে, লকি ফারগুসন, ম্যাট হেনরি, টম লাথাম, ডারিল মিচেল, উইল ও রুরকি, গ্লেন ফিলিপস, রাচিন রবীন্দ্র, বেন সিয়ার্স, নাথান স্মিথ, কেন উইলিয়ামসন এবং উইল ইয়ং।

হাসনাবাদে সুবর্ণদ্বীপে আশ্রমের সূচনা

বসিরহাট, ১২ জানুয়ারি (হি.স.) : হাসনাবাদে রবিবার সুবর্ণদ্বীপ আশ্রমের সূচনা হলো। হাসনাবাদ থানা এলাকায় ১২ জন প্রতিবন্ধী ও অনাথ শিশুদের নিয়ে এদিন সুবর্ণদ্বীপে নতুনভাবে গড়ে তোলা আশ্রমের যাত্রা শুরু হল। উদ্বোধক মুম্বইয়ের অভিনাশ বারভে। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন আমলা লিয়াকত আলি। বিশেষ অতিথি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব দেবেশ মন্ডল, রফিকুল ইসলাম, অধ্যাপক অসিত কুমার ঘোষ ও উদয়ন রায় চৌধুরী। প্রারম্ভিক পর্বে অভিনাশ বারভে বলেন, সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকায় এই আশ্রমের বিশেষ প্রয়োজন ছিল এবং আজ তা চাহিদা মেটাতে সচেষ্ট ভূমিকা পালন করবে। প্রতিষ্ঠানের প্রধান পৃষ্ঠপোষক আরিফুল ইসলাম মণ্ডল এ প্রসঙ্গে জানান, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ও অনাথ শিশুদের জন্য আশ্রম নির্মাণের কাজে সর্বস্তরে সহযোগিতা দরকার। এই অনুষ্ঠানে আদিবাসী নৃত্য, রবীন্দ্র নৃত্য, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের অভিনীত মূকাভিনয় প্রদর্শিত হয়। যা দর্শকমহলে প্রশংসিত। বিশিষ্ট মূকাভিনেতা কমল নস্কর তাদের অভিনয়ের প্রশিক্ষণ দেন।

সন্দেশখালিতে মিষ্টি হাব গড়ার প্রস্তুতি, সরেজমিনে জেলাশাসক ও প্রশাসনিক কর্তারা

সন্দেশখালি, ১২ জানুয়ারি (হি.স.): সন্দেশখালিতে মিষ্টি হাব তৈরির প্রস্তাব বাস্তবায়নের পথে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে রবিবার উত্তর ২৪ পরগনার জেলাশাসক শরৎ কুমার দ্বিবেদী, বিধায়ক সুকুমার মাহাতো এবং অন্যান্য প্রশাসনিক কর্তারা সরেজমিনে জায়গা পরিদর্শন করেন।
উল্লেখ্য, কিছুদিন আগে সন্দেশখালিতে প্রশাসনিক পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে বলেন, "সন্দেশখালিতে সন্দেশের চাহিদা ও সম্ভাবনা অনেক। এখানে একটি মিষ্টি হাব গড়ার চেষ্টা চলছে।" তার ঘোষণার পরই দ্রুত কাজ শুরু হয়েছে।
এদিন প্রশাসনিক কর্তারা সন্দেশখালির বিডিও অফিস সংলগ্ন বেশ কয়েকটি জায়গা পরিদর্শন করেন। সম্ভাব্য স্থানগুলো খতিয়ে দেখে মিষ্টি হাব গড়ার উপযোগিতা নিয়ে আলোচনা হয়। জেলাশাসক জানান, "মিষ্টি হাব গড়লে সন্দেশখালির ঐতিহ্যবাহী মিষ্টি এবং নলেন গুড়ের পাটালির সুনাম আরও ছড়িয়ে পড়বে।"
সন্দেশখালির স্থানীয় মিষ্টি ব্যবসায়ী এবং কৃষকদের মধ্যে এই উদ্যোগ নিয়ে উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা গেছে। মিষ্টি হাব গড়ে উঠলে স্থানীয়দের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরাও।

অমিত শাহকে তোপ কেজরির, বললেন বিজেপি বস্তিবাসীদের ভালোবাসে না

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি (হি.স.): কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে তীব্র কটাক্ষ করলেন আম আদমি পার্টির জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল। রবিবার কেজরিওয়াল বলেছেন, 'অমিত শাহ জি যেভাবে দিল্লির বস্তিবাসীদের কাছে মিথ্যা বলেছেন এবং তাদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছেন, এখন আমরা সেই মিথ্যাকে ফাঁস করতে এই বস্তি শিবিরে এসেছি।
তিনি বলেছিলেন "জাহা ঝুগ্গি ওয়াহা মাকান", কিন্তু বিজেপির লোকজন কার "মাকান" তা বলছে না। ২০১৪ সালে বিজেপি সরকার এসেছিল। এই ১১ বছরে তারা দিল্লিতে ৪,৭০০টি বাড়ি তৈরি করেছে।
দিল্লিতে ৪ লাখ ঝুগ্গি রয়েছে। যদি গত ১০ বছরে ৪,৭০০টি বাড়ি তৈরি করা হয়, তবে দিল্লির প্রতিটি বস্তিবাসীকে বাড়ি দিতে ১০০০ বছর সময় লাগবে।'
কেজরিওয়াল আরও বলেছেন, 'আমরা দেখেছি কিভাবে তাদের (বিজেপি) নেতারা বস্তিতে ঘুমাচ্ছে। তারা ৫-১০ বছর ধরে ঘুমায়নি। গত এক মাস ধরে তাদের নেতারা বস্তিতে ঘুমাচ্ছেন। তারা বস্তিবাসীকে ভালোবাসে না। বিজেপি ধনীদের দল। বস্তিবাসীকে তারা পোকা মনে করে। তারা নির্বাচনের আগে বস্তিবাসীর ভোট চায় এবং নির্বাচনের পর বস্তিবাসীর জমি চায়।'

নিহত তৃণমূল নেতার স্মরণসভায় শাসক-বিরোধীর সম্প্রীতির নজির

মালদা, ১২ জানুয়ারি (হি.স.): রাজনৈতিক বিভেদ ভুলে এক মঞ্চে শাসক ও বিরোধী দলের নেতারা। রবিবার মালদা শহরের পল্লীশ্রী ময়দানে নিহত তৃণমূল নেতা দুলাল সরকারের স্মরণসভায় দেখা গেল বিরল দৃশ্য। মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত এই সভায় রাজ্যের শাসকদল ও বিরোধী শিবিরের নেতা-নেত্রীরা একত্রে প্রয়াত নেতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এদিন তাঁদের কিছুক্ষণের জন্য রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ভুলে দুলাল সরকারের প্রতি সম্মান জানাতে দেখা যায়। বক্তৃতায় তাঁরা প্রয়াত নেতার কাজ এবং জনপ্রিয়তার কথা উল্লেখ করেন। এপ্রসঙ্গে বিজেপি নেতা পার্থসারথী ঘোষ বলেন, "রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে দুলালবাবুকে স্মরণ করতে আমরা আজ এখানে এসেছি। তাঁর প্রতি এই শ্রদ্ধা জানানো আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।"
কংগ্রেস নেতা কালি সদন রায় বলেন, "দুলাল সরকার শুধু একজন তৃণমূল নেতা ছিলেন না, তিনি এলাকার মানুষদের বন্ধু ছিলেন। তাঁর কাজকে স্মরণ করাই আজকের লক্ষ্য।"

মহারাষ্ট্রে বিজেপির জয় অস্থিতিশীলতার রাজনীতির অবসান ঘটিয়েছে : অমিত শাহ

শিরডি, ১২ জানুয়ারি (হি.স.): মহারাষ্ট্রে বিজেপির জয় অস্থিতিশীলতার রাজনীতির অবসান ঘটিয়েছে। জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা অমিত শাহ। রবিবার মহারাষ্ট্রের শিরডিতে মহারাষ্ট্র বিজেপির রাজ্য সম্মেলনের সমাপনী অধিবেশনে অমিত শাহ বলেন, 'মহারাষ্ট্রে বিজেপির জয় ১৯৭৮ সালে শরদ পাওয়ার দ্বারা শুরু করা অস্থিতিশীলতার রাজনীতির অবসান ঘটিয়েছে। উদ্ধব ঠাকরে আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন, তিনি ২০১৯ সালে বালাসাহেবের আদর্শ ছেড়ে দিয়েছেন। এখন আপনারা তাঁকে তাঁর জায়গা দেখিয়েছেন।'
অমিত শাহ আরও বলেছেন, 'মহারাষ্ট্র সর্বদা দেশকে নেতৃত্ব দিয়েছে। বীর ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ, তিলক মহারাজ, বীর সাভারকর, বাবা সাহেব আম্বেদকর, মহাত্মা জ্যোতিবা ফুলে, জ্যোতি সাবিত্রীবাই, শ্রী রাজগুরু, বাসুদেব বলবন্ত ফাড়কে, চাপেকর ভাইয়েরা এবং আরও অসংখ্য ব্যক্তিত্ব দেশের জন্য এবং দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। আমি মহারাষ্ট্রের এই সাহসী ভূমিকে প্রণাম জানাই।'

ঝাড়গ্রামের বাঁশপাহাড়ির জঙ্গলে বাঘের আতঙ্ক

ঝাড়গ্রাম, ১২ জানুয়ারি (হি.স.): ঝাড়গ্রামের বেলপাহাড়ি থানার বাঁশপাহাড়ি অঞ্চলের জঙ্গলে আবারও বাঘের আতঙ্ক ছড়িয়েছে। রবিবার স্থানীয় বাসিন্দারা বাঘ দেখতে পেয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন।
ঘটনার সময় গ্রামের কয়েকজন যুবক জঙ্গলে লাল পিঁপড়ে সংগ্রহ করছিলেন। তাঁরা জানান, কাজ করার সময় আচমকাই তাঁদের পাশ দিয়ে একটি বাঘ দ্রুত চলে যায়। বাঘটিকে দেখে আতঙ্কিত হয়ে গ্রামে ফিরে আসেন তাঁরা। বিষয়টি জানাজানি হতেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গ্রামজুড়ে। ঘটনার খবর পেয়ে বাঁশপাহাড়ি রেঞ্জের বন দফতরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছন। বন দফতর সূত্রে জানা গেছে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য জঙ্গলে খোঁজ শুরু হয়েছে।
উল্লেখ্য, ঝাড়গ্রামের এই অঞ্চলে এর আগেও বাঘের দেখা মিলেছিল, যা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে আতঙ্ক তৈরি হয়েছিল।

স্যালাইন বিতর্কে আন্দোলনে বামেরা, সুপারের দফতরে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ

মেদিনীপুর, ১২ জানুয়ারি (হি.স.): মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে প্রসূতির মৃত্যু ও স্যালাইন-বিতর্কে এবার আন্দোলনে বামেরা। আন্দোলনকে আরও জোরদার করতে চাইছেন বাম নেতৃত্ব। রবিবার মিনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের সাংগঠনিক কর্মসূচি ছিল উত্তরবঙ্গে। সেখান থেকে আসেন মেদিনীপুরে। রবিবার দুপুরে হাসপাতালে সুপারের দফতরে তালা ঝুলিয়ে দেয় ডিওয়াইএফআই। হাসপাতাল সুপারের অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখায় সিপিএম যুব শাখা। বিক্ষোভ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন মিনাক্ষী মুখোপাধ্যায়, ময়ূখ বিশ্বাস-সহ অন্য নেতারাও। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মেদিনীপুর শহরের রাস্তায় মিছিল করেন তাঁরা। পরে কুশপুতুল নিয়ে হাসপাতাল সুপারের অফিসের সামনে পৌঁছে যান বিক্ষোভকারীরা। ওই সময়ে সুপারের অফিসের গেট বন্ধ ছিল। প্রথমে সেটি খোলার চেষ্টা করেন ডিওয়াইএফআই কর্মীরা। পরে তালাবন্ধ গেটে নিজেরাও একটি তালা ঝুলিয়ে দেন।

উন্নত ভারত আর্থিক, কৌশলগত, সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে শক্তিশালী হবে : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি (হি.স.): উন্নত ভারত আর্থিক, কৌশলগত, সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে শক্তিশালী হবে। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, যেখানে অর্থনীতির বিকাশ ঘটবে এবং বাস্তুশাস্ত্রের উন্নতি হবে। যেখানে উপার্জন ও শেখার প্রচুর সুযোগ থাকবে। যেখানে থাকবে বিশ্বের সবচেয়ে বড় দক্ষ জনশক্তি। প্রধানমন্ত্রী মোদী রবিবার দিল্লির ভারত মণ্ডপমে বিকশিত ভারত ইয়ং লিডার্স ডায়লগ ২০২৫-এর বক্তব্য রাখেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী এদিন বলেন, আমরা দ্রুত ৫ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। আমরা যখন ৫ ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছব, তখন শুধু উন্নয়নের দক্ষতা এবং সুযোগ-সুবিধার সম্প্রসারণ কল্পনা করুন। শুধু এতেই থেমে থাকবে না ভারত। আগামী দশকের শেষে ভারত ১০ ট্রিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাবে।
প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, আমি লাল কেল্লা থেকে এক লক্ষ নতুন তরুণকে রাজনীতিতে আনার কথা বলেছি। আপনাদের পরামর্শ বাস্তবায়নের জন্য রাজনীতিও একটি বড় মাধ্যম হতে পারে। আমি নিশ্চিত আপনাদের মধ্যে অনেক তরুণও রাজনীতিতে অংশ নিতে এগিয়ে আসবেন। প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেছেন, 'আমাদের সামনে ২৫ বছরের একটি স্বর্ণালী সময় রয়েছে, এটি অমৃত কাল এবং আমি আত্মবিশ্বাসে পূর্ণ যে ভারতের যুবশক্তি অবশ্যই "উন্নত ভারতের" স্বপ্ন বাস্তবায়ন করবে।'

কন্যাশ্রী টাকা নয়ছয়, দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগে তোলপাড় মানিকচক

মালদা, ১২ জানুয়ারি (হি.স.): কন্যাশ্রী প্রকল্পের টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগে উত্তাল মানিকচকের এনায়েতপুর হাই স্কুল। অভিযোগ, বিদ্যালয়ের একাধিক ছাত্রীর কন্যাশ্রী প্রকল্পের টাকা অন্যত্র সরিয়ে ফেলা হয়েছে। এমনকি ছাত্রীরা নিজেদের নামে থাকা ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বিষয়েও কিছু জানে না। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বাদীউজ জামানের অভিযোগের তীর প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক এবং এক সহশিক্ষকের দিকে।
এই ঘটনায় রবিবার প্রধান শিক্ষক বাদীউজ জামান জানান, তিনি প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব গ্রহণ করার পরই এই ঘটনা সম্পর্কে জানতে পারেন। তার মতে, প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সুনন্দ মজুমদার এবং এক সহশিক্ষক মিলে ভুয়ো কাগজপত্র জমা দিয়ে ছাত্রীদের কন্যাশ্রীর টাকা আত্মসাৎ করেছেন। ছাত্রীরা জানায়, তাদের নামে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা হলেও তারা সে বিষয়ে কোনও ধারণা রাখে না।
বিষয়টি জানার পর বিদ্যালয়ের ১৪ জন ছাত্রীকে সঙ্গে নিয়ে প্রধান শিক্ষক সরাসরি মানিকচক থানায় যান এবং অভিযোগ দায়ের করেন। তার দাবি, প্রতিটি কন্যাশ্রী প্রাপকের টাকা ইতিমধ্যেই নির্ধারিত একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের মাধ্যমে অন্যত্র সরিয়ে ফেলা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে দ্রুত এবং সঠিক তদন্তের দাবি জানিয়েছেন তিনি।
এই ঘটনায় এনায়েতপুর হাই স্কুলে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। কন্যাশ্রী প্রকল্পের টাকা বেহাত হওয়ার মতো গুরুতর অভিযোগে বিদ্যালয়ের অভিভাবক এবং স্থানীয় মানুষজনও উত্তেজিত। মানিকচক থানার পুলিশ বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।
সরকারি প্রকল্পের অর্থ নয়ছয়ের অভিযোগ উঠে আসায় এটি কতটা সত্য এবং এর পেছনে কারা জড়িত, তা নিয়ে জোরালো তদন্তের দাবি উঠেছে। তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত অপরাধীদের শাস্তি নিশ্চিত করতে প্রশাসন তৎপর হবে বলেই প্রত্যাশা।

৫ ফেব্রুয়ারি নতুন সরকার গঠন করবেন দিল্লির জনগণ, আশাবাদী শচীন পাইলট

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি (হি.স.): আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি নতুন সরকার গঠন করবেন দিল্লির জনগণ। এই ব্যাপারে আশা প্রকাশ করলেন কংগ্রেস নেতা শচীন পাইলট। রবিবার দিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে শচীন পাইলট বলেছেন, 'দিল্লির জনগণ ৫ ফেব্রুয়ারি একটি নতুন সরকার নির্বাচন করতে চলেছে। আমরা দিল্লির জনগণের জন্য কিছু গ্যারান্টি পেশ করতে যাচ্ছি।'
শচীন পাইলট আরও বলেছেন, 'আজ, আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে, আমরা দিল্লির যুবকদের প্রতি মাসে ৮,৫০০ টাকা প্রদান করব, যারা শিক্ষিত কিন্তু এক বছরের জন্য বেকার। এটা শুধু আর্থিক সাহায্য নয়। আমরা তাদের সেই ক্ষেত্রে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করব, যেক্ষেত্রে তাঁদের প্রশিক্ষিত করা হয়েছে।'

রবিবার ডিওয়াইএফের উদ্যোগে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়।

মেলাঘর থেকে চুরি যাওয়া বাইক আটক বক্সনগরে

বক্সনগর, ১২ জানুয়ারি : মেঘালয় থেকে চুরি করা বাইক সহ চোরকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছে কলমচৌড়া থানা পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তের পর বাইকটি মেঘালয় পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

পুলিশের বিবরণে অনুযায়ী, শুক্রবার গভীর রাতে ভেলুয়াচর নাকা পয়েন্ট থেকে বাইক সহ চোরকে আটক করা হয়েছে। কলমচৌড়া থানার পুলিশ গোপন খবরের ভিত্তিতে নাকা পয়েন্টে ওৎ পেতে বসেছিল। সন্দেহভাজন এক ব্যক্তিকে বাইক সহ আটক করে জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায় এটি সেই চুরি যাওয়া বাইক।

পুলিশ ওই বাইক চোর সহ মেঘালয়ের চুরির বাইকটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। প্রাথমিক তদন্তের পরে মেঘালয়ের পুলিশকে এই বিষয়ে খবর দেওয়া হলে শনিবার তারা কলমচৌড়া থানায় এসে চুরির বাইকটি শনাক্ত করেন। পরবর্তী সময়ে চোর সহ বাইকটি মেঘালয় পুলিশের হাতে তুলে দেয় কলমচৌড়া থানা পুলিশ।

রাজ্যে বৃহত্তর আকারে পালিত হবে ’ মেরি জান - মেরা সংবিধান’ কর্মসূচি

আগরতলা, ১২ জানুয়ারি : রাজ্যস্তরীয় সংবিধান রক্ষক সম্মেলন “মেরি জান- মেরা সংবিধান” কর্মসূচি রাজ্যে বৃহত্তর আকারে পালন করবে কংগ্রেসের এসটি,এসসি,ওবিসি ও সংখ্যালঘু সেল। এই কর্মসূচি পালনের প্রস্তুতি নিতে আজ প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এআইসিসি ওবিসি ডিপার্টমেন্টের জাতীয় কো-অর্ডিনেটর সুব্রত বোরার উপস্থিতিতে আজ প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে সংবিধান রক্ষক সম্মেলনের প্রস্তুতি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন সহ বিভিন্ন শাখা সংগঠনের নেতৃত্ব।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এআইসিসি ওবিসি ডিপার্টমেন্টের জাতীয় কো-অর্ডিনেটর সুব্রত বোরা বলেন, দেশের সংবিধান রক্ষা করার উদ্দেশ্যে এই সম্মেলনের আয়োজন করা হচ্ছে। ত্রিপুরা বৃহত্তর আকারে এই সম্মেলনের আয়োজন করার উদ্দেশ্যে আজকের এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

লেক ক্লাবে ভিন্টেজ কার শো-এর আয়োজন, হেমন্তের স্মৃতি বিজড়িত গাড়িও শামিল

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি (হি.স.) : লেক ক্লাবে ভিনটেজ কার শো - তে ৯০ টি গাড়ি সামিল হয়েছে। ৯টি বিভাগে সর্বনিম্ন ৭টি ও সর্বাধিক ১৩ টি প্রাচীন গাড়ি স্থান পেয়েছে। এই শহরের পুরানো ও উল্লেখযোগ্য ইভেন্ট এটি। ১৯৩০ সাল থেকেই ১৯৭৫ পর্যন্ত পুরানো অধুনা বিলুপ্ত গাড়ি ঠাঁই পেয়েছে এই অনুষ্ঠানে। ভিন্টেজ ক্যাটাগরিতে ১৯৩১-৪০ সময় কালের প্রস্তুত নানা রকমের বহু সংস্থার তৈরি গাড়ির সমাহার রবিবারের দুপুরে দেখা গিয়েছে লেক ক্লাবে।

রোলস রয়েস, প্লাই মাইথ, ওপেল ক্যাবরিও, রোভার - গাড়ির বিভিন্ন মডেল ছাড়াও রয়েছে হাডসন সুপার - সিক্স, প্লাইমাউথ স্পেশাল ডিলাক্স। ১৯৪৮-এর তৈরি এই গাড়িটি বরাবর ব্যবহার করতেন বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। সেই গাড়িও হাজির ক্লাব প্রাঙ্গণে। ওই গাড়িটি কিনেছেন স্বপন কুমার লাহিড়ী। চার চাকার গাড়ি যেমন রয়েছে তেমনই ক্ল্যাসিক দুই দরজার গাড়িও রয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সাউথ ত্রিপুরা ইউথ ফোরাম(এসটিওয়াইএফ) স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে মেগা স্বাস্থ্য শিবির এবং শীতকালীন বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি আয়োজিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারি:সাউথ ত্রিপুরা ইউথ ফোরাম(এসটিওয়াইএফ) স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে মেগা স্বাস্থ্য শিবির এবং শীতকালীন বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি আয়োজন করেছে। রবিবার, স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে এসটিওয়াইএফ - এর সদস্যরা এই দিনটি পালন করছে বতিশা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। রাজনগর আরডি ব্লকের অধীনে একটি মেগা স্বাস্থ্য শিবির এবং কম্বল বিতরণ কর্মসূচির মাধ্যমে।

এটি ”পশ্চিম পাহাড়” অঞ্চলের একটি দুর্গম এলাকা। এই এলাকার মানুষজন খুবই দরিদ্র এবং দৈনিক মজুরির উপর নির্ভরশীল। যারা দারিদ্র্যতার সঙ্গে লড়াই করে জীবনযাপন করে।

এই পরিস্থিতি সম্পর্কে জানার পর,এসটিওয়াইএফ এর সদস্যরা একত্রিত হয়ে ৪৫টি নতুন কম্বল, ৩৫টি নতুন জুতা এবং ১৫টি নতুন গামছা সংগ্রহ এবং বিতরণ করেছে। আমরা আশা করি এটি তাদের মুখে কিছুটা হাসি নিয়ে আসবে, অন্তত এই শীতকালীন মৌসুমে। এছাড়া, শিশু এবং প্রবীণদের জন্য বেশ কিছু শীতবস্ত্রও বিতরণ করেছে ফোরাম।

এসটিওয়াইএফ - এর একটি শক্তিশালী চিকিৎসক দল রয়েছে যারা এই হেলথ ক্যাম্পটি আয়োজন করেছে। ক্যাম্পে উপস্থিত ছিলেন ডা. মৃতুনয় বনিক, ডা. সুমন দাস এবং শিশু বিশেষজ্ঞ ডা. অনুপ ভৌমিক, অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মী, ফার্মাসিস্ট, নার্স এবং ল্যাব টেকনিশিয়ান। স্বাস্থ্যসেবা দল তাদের সেবাটি প্রদান করেছে এবং আগরতলার ফার্মাসিউটিক্যাল ব্যবসাগুলির সহযোগিতায় তারা মেগা হেলথ ক্যাম্পের জন্য বিপুল পরিমাণ ওষুধ সরবরাহ করেছে।

ব্লাড সুগার টেস্ট, হিমোগ্লোবিন স্তরের পরীক্ষা, এবং সাধারণ রক্তচাপ পরীক্ষা সহ অন্যান্য পরিষেবাগুলি প্রদান করা হয়েছিল। রোগীদের স্বাস্থ্য পরিস্থিতি এবং প্রয়োজনের ভিত্তিতে উপযুক্ত পরিমাণে ওষুধ বিতরণ করা হয়েছে।

প্রাণিসম্পদ বিকাশ দফতরের উদ্যোগে বেনিফিসারিদের মধ্যে গৃহপালিত পশু বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১২ জানুয়ারি: প্রাণিসম্পদ বিকাশ দফতরের উদ্যোগে রবিবার ২৯কৃষ্ণপুর বিধানসভার মাইগঙ্গা কমিউনিটি হলে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বেনিফিসারীদের হাতে হাঁস-মুরগি ও গরু তুলে দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জনজাতি কল্যাণ দফতরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা।

প্রাণিসম্পদ বিকাশ দফতরের উদ্যোগে রবিবার ২৯ কৃষ্ণপুর বিধানসভার মাইগঙ্গা কমিউনিটি হলে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বেনি ফিসারীদের হাতে হাঁস-মুরগি ও গরু তুলে দিলেন জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী ছাড়াও এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন দীপা দেব, খোয়াই জেলা পরিষদের সদস্য রঞ্জিত সরকার, বিশিষ্ট সমাজসেবক বিজন কর, প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর সহ অন্যান্যরা।

তেলিয়ামুড়া ব্লকের উত্তর কৃষ্ণপুর,মধ্য কৃষ্ণপুর,দক্ষিণ কৃষ্ণপুর, মাইগঙ্গা সহ মোট ছয়টি পঞ্চায়েতের ১৮০ জন সুবিধাভোগীদের মধ্যে এদিন হাঁস-মুরগির ছানা বিতরণ করা হয়। পাশাপাশি সুবিধাভোগীদের মধ্যে প্রদান করা হয় হাঁস মুরগি ছানাদের জন্য প্রয়োজনীয় খাবার। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বেটি বাছুর প্রকল্পে দুজন গৃহস্থদের মধ্যে ৪৮০০ টাকা করে চেক তুলে দেওয়া হয়।

এদিন আলোচনা করতে গিয়ে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বলেন, বর্তমান কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন পঞ্চায়েত এলাকার উন্নয়নের জন্য কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। মহিলাদের আত্মনির্ভর হওয়ার জন্য গুরুত্ব আরোপ করেছে বর্তমান কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার। তিনি উল্লেখ করে বলেন, বাড়ির পুরুষদের পাশাপাশি মহিলাদের ও আত্মনির্ভর হতে হবে।

প্রতাপগড় ব্রাইট ক্লাবের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে দুঃস্থদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারি: প্রতাপগড় ব্রাইট ক্লাবের সুবর্ণ জয়ন্তী বছর পূর্তি উপলক্ষে দুঃস্থদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। রবিবার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ বিজেপির সভাপতি তথা সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য, বিধায়ক সুশান্ত দেব, ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত সহ অন্যান্যরা।

এই দিনের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য প্রতাপগড় ব্রাইট ক্লাবের বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক কর্মসূচির প্রশংসা করেন। পাশাপাশি তিনি বলেন সারা ভারতের সাথে ত্রিপুরাতেও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী পালিত হচ্ছে। স্বামীজীর দেখানো পথেই যুবক-যুবতীরা রাজ্যের উন্নয়নে এবং অগ্রগতির লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

পিটিয়ে স্ত্রীর হাত ভেঙে দিলেন আইএএস স্বামী

আগরতলা, ১২ জানুয়ারি : বিলোনিয়ার অতিরিক্ত জেলাশঞ্ঠসকের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলে আগরতলায় রাজ্য মহিলা কমিশনের দ্বারস্থ হলেন তাঁর স্ত্রী। আজ সাংবাদিক সম্মেলন করে অভিযোগগুলো সকলের সামনে তুলে ধরেন তিনি।

প্রসঙ্গত, আজ আগরতলার প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করে আইএএস স্বামীর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলেন স্ত্রী। তিনি পেশায় ডাক্তার। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে স্বামী ও শ্বশুর বাড়ির লোকজনের প্রতি একরাশ ক্ষোভ উগরে দেন তিনি।

তিনি জানিয়েছেন, ২০২২ সালে তাদের বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের পর মাত্র ৩ মাস একসাথে ছিলেন তারা। তারপর থেকে তাদের মধ্যে অশান্তি শুরু হয়। তাঁর শ্বশুরবাড়ি থেকে বিয়ের আগেও বিভিন্ন কিছু দেওয়ার দাবি করা হয়েছিল। বিয়ের পরেও সময়ের সাথে সাথে পণ হিসেবে বিভিন্ন জিনিস দাবি করার মাত্রা বাড়তে থাকে। এই বিষয়ে তাঁর সাথে স্বামী সহ শ্বশুর বাড়ির লোকজন অনেক খারাপ ব্যবহার করেছিল বলেও জানিয়েছেন তিনি।

তিনি আরো বলেন, সম্প্রতি আইএএস স্বামী পিটিয়ে স্ত্রীর হাত ভেঙে দেন। কিন্তু আইএএস অফিসারের নাম শুনে বিলোনিয়া থানার পুলিশ মামলা নিতে রাজি হয়নি। তাই ভাঙ্গা হাত নিয়ে বিলোনিয়ার অতিরিক্ত জেলাশাসকের স্ত্রী বিচারের আশায় আগরতলায় রাজ্য মহিলা কমিশনে হাজির হন।

মহিলা কমিশনে স্বামীর বিরুদ্ধে নালিশ জানিয়েছেন তিনি, পাশাপাশি সাংবাদিকদের মাধ্যমে সকলের সামনে ঘটনাটি তুলে ধরেছেন।

সম্মিলিত যুব শক্তির প্রচেষ্টায়

● প্রথম পাতার পর

করেন, যে দেশ কিছু মৌলিক জীবন সঙ্কটের সম্মুখীন হলেও শৃঙ্খলা ও সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে একটি বৈশ্বিক আর্থিক ও বাণিজ্য কেন্দ্রে রূপান্তরিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং স্বাধীনতা-পরবর্তী খাদ্য সংকট কাটিয়ে ওঠার মতো উদাহরণ ভারতেই রয়েছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, বড় লক্ষ্য নির্ধারণ এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেগুলি অর্জন করা অসম্ভব নয়। তিনি জোর দিয়ে বলেন, একটি স্পষ্ট লক্ষ্য ছাড়া কিছুই অর্জন করা যায় না এবং আজকের ভারত এই মানসিকতা নিয়ে কাজ করছে।

বিগত দশকে সংকল্পের মাধ্যমে লক্ষ্য অর্জনের বিভিন্ন উদাহরণ তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারত উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্ম মুক্ত হওয়ার সংকল্প নিয়ে ৬০ মাসের মধ্যে ৬০ কোটি নাগরিক এই লক্ষ্য অর্জন করেছেন। প্রধানমন্ত্রী দৃঢ়তার সাথে বলেন যে, ভারতের প্রায় প্রতিটি পরিবারে এখন ব্যাঙ্কিং পরিষেবার সুবিধা রয়েছে এবং মহিলাদের রান্নাঘরকে ধোঁয়া থেকে মুক্ত করার জন্য ১০ কোটিরও বেশি গ্যাস সংযোগ দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের আগেই ভারত তার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করছে উল্লেখ করে শ্রী মোদী বলেন, কোভিড-১৯ মহামারীর সময় যখন বিশ্ব ভ্যাকসিনের জন্য লড়াই করছিল, তখন ভারতীয় বিজ্ঞানীরা নির্ধারিত সময়ের আগেই টিকা তৈরি করে ফেলেন। তিনি আরও বলেন, ভারতে প্রত্যেককে টিকা দিতে তিন থেকে চার বছর সময় লাগবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করা সত্ত্বেও, দেশ রেকর্ডকালীন কম সময়ের মধ্যে বিশ্বের বৃহত্তম টিকাদান অভিযান পরিচালনা করেছে। প্রধানমন্ত্রী সবুজ শক্তির প্রতি ভারতের অঙ্গীকারের কথা তুলে ধরে বলেন, প্যারিস চুক্তির প্রতিশ্রুতি নির্ধারিত সময়ের নয় বছর আগেই পূরণ করা প্রথম দেশ ভারত। তিনি ২০৩০ সালের মধ্যে পেট্রোলের মধ্যে ২০ শতাংশ ইথানল মিশ্রণের লক্ষ্যের কথাও উল্লেখ করেন, যা ভারত নির্ধারিত সময়ের আগেই অর্জন করতে চলেছে। তিনি আরও বলেন, এই সাফল্যগুলির প্রত্যেকটিই অনুপ্রেরণা হিসাবে কাজ করে এবং ভারতকে একটি উন্নত দেশ হওয়ার লক্ষ্যের কাছাকাছি নিয়ে আনতে পারে।

শ্রী মোদী বলেন, ’বড় লক্ষ্যসমূহ অর্জন করার জন্য শুধুমাত্র সরকারি ব্যবস্থার ওপর দায়িত্ব রেখে নয়, প্রত্যেক নাগরিকের সম্মিলিত প্রচেষ্টারও প্রয়োজন’। প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেন যে, কুইজ, প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা এবং উপস্থাপনায় অংশগ্রহণকারী যুবসমাজের নেতৃত্বে এই প্রক্রিয়ার উদাহরণ হল ”বিকাশিত ভারত ইয়ং লিডার্স ডায়ালগ ’। তিনি একটি উন্নত ভারতের লক্ষ্যে তাদের মালিকানার জন্য যুবসমাজের প্রশংসা করেন, যা তাঁর প্রকাশিত প্রবন্ধ বই এবং পর্যালোচনার দশটি উপস্থাপনায় প্রতিফলিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন যে, যুবসমাজের সমাধানগুলি বাস্তবতা এবং অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, যা দেশের সামনে থাকা চ্যালেঞ্জগুলি সম্পর্কে তাদের বিস্তৃত বোধগম্যতা প্রদর্শন করে। বিশেষজ্ঞ, মন্ত্রী এবং নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে আলোচনায় সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য তিনি যুবসমাজের প্রশংসা করেন। প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে, ”ইয়ং লিডার্স ডায়ালগ ’-এর ভাবনা ও পরামর্শ এখন জাতীয় নীতির অংশ হয়ে উঠবে, যা দেশের উন্নয়নের পথ দেখাবে। তিনি যুবকদের অভিনন্দন জানান এবং এক লক্ষ নতুন যুবককে রাজনীতিতে আনার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন, তাঁদের পরামর্শ বাস্তবায়নে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করেন। উন্নত ভারতের বিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির কথা উল্লেখ করে এবং এর অর্থনৈতিক, কৌশলগত, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক শক্তির ওপর জোর দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, উন্নত ভারতে অর্থনীতি ও বাস্তুতন্ত্র উভয়ই সমৃদ্ধ হবে, যা উন্নত শিক্ষা ও আয়ের জন্য অসংখ্য সুযোগ প্রদান করবে।

তিনি উল্লেখ করেন যে, ভারতে বিশ্বের বৃহত্তম দক্ষ যুব শ্রমশক্তি থাকবে, যা তাঁদের স্বপ্নের জন্য একটি উন্মুক্ত আকাশ প্রদান করবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রতিটি সিদ্ধান্ত, পদক্ষেপ এবং নীতিকে উন্নত ভারতের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, আগামী কয়েক দশক ধরে দেশ সর্বকনিষ্ঠদের দেশ হিসাবে রয়ে যাওয়ায় তা ভারতের এক বিরাট অগ্রগতির মুহূর্ত। শ্রী মোদী বলেন, ’বৈশ্বিক সংস্থাগুলি ভারতের জিডিপি উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানোর ক্ষেত্রে যুবসমাজের সম্ভাবনাকে স্বীকৃতি দেয়।’ যুব সম্প্রদায়ের শক্তিতে বিশ্বাসী মহর্ষি অরবিন্দ, গুরুদেব ঠাকুর এবং হোমি জে ভাবা”র মতো মহান চিন্তাবিদদের উদ্ধৃতি দিয়ে শ্রী মোদী উল্লেখ করেন যে, ভারতীয় যুবসমাজ প্রধান বৈশ্বিক সংস্থাগুলির নেতৃত্ব দিচ্ছে এবং বিশ্বব্যাপী তাদের সক্ষমতা প্রদর্শন করছে।

প্রধানমন্ত্রী দৃঢ়তার সাথে বলেন যে, আগামী ২৫ বছর ”অমৃত কাল ’অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তিনি আস্থা প্রকাশ করেন যে, যুবসমাজ উন্নত ভারতের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করবে। তিনি স্টার্ট-আপ জগতে ভারতকে শীর্ষ তিনে নিয়ে আসা, উৎপাদনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, ডিজিটাল ইন্ডিয়াকে বিশ্বব্যাপী উন্নীত করা এবং খেলাধুলায় উৎকর্ষ অর্জনে যুবসমাজের সাফল্যের কথা তুলে ধরেন। তিনি উপসংহারে বলেন, যখন ভারতীয় যুবসমাজ অসম্ভবকেই সম্ভব করে তোলে, তখন একটি উন্নত ভারত নিঃসন্দেহে অর্জনযোগ্য।

বর্তমান যুবসমাজের ক্ষমতায়নে সরকারের অঙ্গীকারের ওপর জোর দিয়ে শ্রী মোদী বলেন, ভারতে প্রতি সপ্তাহে একটি করে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা হচ্ছে এবং প্রতিদিন একটি করে নতুন আইটিআই গড়ে তোলা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, প্রতি তৃতীয় দিনে একটি অটল টিঙ্কারিং ল্যাব খোলা হয় এবং প্রতিদিন দুটি নতুন কলেজ স্থাপন করা হয়। প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন যে, ভারতে এখন ২৩ টি আইআইটি রয়েছে এবং বিগত দশকের ৯ আইআইটি-র এখন বেড়ে ২৫ হয়েছে এবং আইআইএম-এর সংখ্যা ১৩ থেকে বেড়ে ২১ হয়েছে। তিনি বিগত দশ বছরে এইমস-এর সংখ্যা তিনগুণ বৃদ্ধি এবং মেডিকেল কলেজগুলির সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হওয়ার কথাও উল্লেখ করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি পরিমাণ এবং গুণমান উভয় ক্ষেত্রেই দুর্দান্ত ফলাফল দেখাচ্ছে, কিউএস র‍্যাঙ্কিংয়ে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২০১৪ সালের নয়টি থেকে বেড়ে আজ ৪৬-এ দাঁড়িয়েছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, ভারতের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ক্রমবর্ধমান শক্তি উন্নত ভারতের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ’২০৪৭ সালের মধ্যে উন্নত ভারত গঠনের লক্ষ্যে দৈনন্দিন লক্ষ্য এবং ধারাবাহিক প্রচেষ্টা প্রয়োজন। ভারত শীঘ্রই বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হবে বলে তিনি আস্থা প্রকাশ করেন। শ্রী মোদী বলেন, বিগত এক দশকে ২৫ কোটি মানুষকে দারিদ্র্য থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে এবং তিনি বিশ্বাস করেন যে শীঘ্রই সমগ্র দেশ দারিদ্র্যমুক্ত হবে। তিনি এই দশকের শেষ নাগাদ ৫০০ গিগাওয়াট পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎপাদন এবং ২০৩০ সালের মধ্যে রেলের জন্য নেট-শূন্য কার্বন নিঃসরণ অর্জনের ভারতের লক্ষ্যের কথা তুলে ধরেন।

আগামী দশকে অলিম্পিক আয়োজনের উচ্চাকাঙ্ক্ষী লক্ষ্যের কথা উল্লেখ করে এবং এই লক্ষ্য অর্জনে দেশের একাগ্রতার ভাবের ওপর জোর দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০২৩৫ সালের মধ্যে একটি মহাকাশ স্টেশন স্থাপনের পরিকল্পনা নিয়ে ভারত বৃহৎ মহাকাশ শক্তি হিসেবে দ্রুত অগ্রগতি করছে। তিনি চন্দ্রযানের সাফল্য এবং গগনযানের জন্য অব্যাহত প্রস্তুতির কথা উল্লেখ করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে এর চূড়ান্ত লক্ষ্য একজন ভারতীয়কে চাঁদে অবতরণ করানো। তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন যে, এই লক্ষ্যগুলি অর্জন করলে ২০৪৭ সালের মধ্যে উন্নত ভারতের পথ সুগম হবে।

প্রধানমন্ত্রী দৈনন্দিন জীবনে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রভাবের কথা উল্লেখ করে বলেন, অর্থনীতির বিকাশ হলে, সাথে সাথে এটি জীবনের সমস্ত দিককে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন যে, এই শতাব্দীর প্রথম দশকে ভারত ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছিল, কিন্তু অর্থনৈতিক আকার কম হওয়ায় কৃষি বাজেট ছিল মাত্র কয়েক হাজার কোটি টাকা এবং পরিকাঠামোর বাজেট ছিল এক লক্ষ কোটি টাকারও কম। সেই সময় তিনি আরও বলেন, বেশিরভাগ গ্রামে যথাযথ সড়কের অভাব ছিল এবং জাতীয় মহাসড়ক ও রেলপথের অবস্থা খারাপ ছিল এবং দেশের একটি বড় অংশে বিদ্যুৎ ও জলের মতো মৌলিক সুযোগ-সুবিধা ছিল না। শ্রী মোদী বলেন, দুই ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে পরিণত হওয়ার পরও ভারতের পরিকাঠামো বাজেট তখন ছিল দুই লক্ষ কোটি টাকারও কম। তবে, দেশে সড়ক, রেলপথ, বিমানবন্দর, খাল, দরিদ্রদের জন্য আবাসন, স্কুল এবং হাসপাতালের উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। তিনি বলেন, ভারত দ্রুত তিন ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে পরিণত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিমানবন্দরের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে, বন্দে ভারতের মতো আধুনিক ট্রেন চালু হয়েছে এবং বুলেট ট্রেনের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতে শুরু করেছে। তিনি আরও বলেন, ভারত বিশ্বব্যাপী দ্রুততম ৫জি পরিষেবা চালু করতে পেরেছে, হাজার হাজার গ্রাম পঞ্চায়েতে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সম্প্রসারিত করেছে এবং ৩ লক্ষেরও বেশি গ্রামে সড়ক নির্মাণ করেছে। প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন যে, তরুণদের বন্ধকবিহীন মুদ্রা ঋণের মাধ্যমে ২৩ লক্ষ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে এবং বিশ্বের বৃহত্তম বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রকল্প আয়ুষ্মান ভারতের সূচনা করা হয়েছে। উপরন্তু, তিনি উল্লেখ করেন যে, কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে বার্ষিক হাজার হাজার কোটি টাকা সরাসরি জমা করার জন্য একটি প্রকল্প চালু করা হয়েছে এবং দরিদ্রদের জন্য চার কোটি পাকা বাড়ি তৈরি করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন যে, অর্থনীতির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উন্নয়নের কাজকর্ম ত্বরান্বিত হয়েছে, আরও বেশি সুযোগ তৈরি হয়েছে এবং প্রতিটি ক্ষেত্র ও সামাজিক শ্রেণিতে ব্যয় করার জন্য দেশের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন যে, ভারত এখন প্রায় চার ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি, যার সক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি বলেন, বর্তমান পরিকাঠামো বাজেট ১১ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি, যা এক দশক আগের তুলনায় প্রায় ছয় গুণ বেশি এবং শুধুমাত্র রেলের ক্ষেত্রেই ২০১৪ সালের সমগ্র পরিকাঠামো বাজেটের তুলনায় বেশি ব্যয় করা হচ্ছে। তিনি উল্লেখ করেন যে, এই বর্ধিত বাজেট ভারতের পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে স্পষ্ট, যেখানে ভারত মণ্ডপম একটি সুন্দর উদাহরণ। শ্রী মোদী বলেন, ’ভারত দ্রুত পাঁচ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে পরিণত হওয়ার দিকে এগিয়ে চলেছে, যা উন্নয়ন ও সুযোগ-সুবিধার ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটাবে। তিনি আস্থা প্রকাশ করেন এবং ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, আগামী দশকের শেষের দিকে ভারত ১০ লক্ষ কোটি অর্থাৎ ১০ ট্রিলিয়ন ডলারের মাইলফলক অতিক্রম করবে। তিনি যুবসমাজকে অর্থনীতির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভূত অসংখ্য সুযোগ সম্পর্কে উৎসাহিত করেন এবং জোর দিয়ে বলেন যে, তাঁদের প্রজন্ম কেবল দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় রূপান্তরই ঘটাবে না, বরং এর সবচেয়ে বড় সুবিধাভোগীও হবে। প্রধানমন্ত্রী যুব নেতাদের কম্ফর্ট জোন এড়িয়ে চলতে, ঝুঁকি নিতে এবং তাদের কম্ফর্ট জোন থেকে বেরিয়ে আসার পরামর্শ দিয়েছেন, যা ইয়ং লিডার্স ডায়ালগের অংশগ্রহণকারীরা দেখিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, জীবনের এই মন্ত্র তাঁদের সাফল্যের নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে। ভারতের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়নে ”বিকাশিত ভারত ইয়ং লিডার্স ডায়ালগ ’-এর তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা থাকবে বলে উল্লেখ করে শ্রী মোদী যুবসমাজের শক্তি, উৎসাহ ও কর্তব্য নিষ্ঠার প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, উন্নত ভারতের ভাবনাগুলি অমূল্য, উৎকৃষ্ট এবং সর্বোত্তম। প্রতিটি জেলা, গ্রাম এবং পাড়ার অন্যান্য যুবকদের উন্নত ভারতের চেতনার সঙ্গে যুক্ত করে দেশের প্রতিটি প্রান্তে এই ধারণাগুলি পৌঁছে দেওয়ার জন্য তিনি যুবসমাজের প্রতি আহ্বান জানান। ভাষণ শেষ করার আগে, প্রধানমন্ত্রী ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে একটি উন্নত দেশে পরিণত করার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন এবং প্রত্যেককে এই সংকল্প নিয়ে চলতে ও উৎসর্গ করতে উৎসাহিত করেন। তিনি আরও একবার জাতীয় যুব দিবসে ভারতের সমস্ত যুব সম্প্রদায়কে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন।

এই অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রী ডঃ মানসুখ ম্যান্ডভ্য, কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী শ্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শ্রী জয়ন্ত চৌধুরী এবং শ্রীমতী রক্ষা খাদসে সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

শাসকদল ও শ্রমিক

● প্রথম পাতার পর

থেকে কর্মবিরতির ফলে ধর্মনগর শহরের ইরিক্সা, প্রাইভেট এবং বাণিজ্যিক কোনো ধরনের যানবাহন চলাচল করেনি, ফলে সাধারণ যাত্রীরা চরম দুর্ভোগে পড়েন।

এই পরিস্থিতি সমাধান করতে রবিবার দুপুরে ধর্মনগর থানায় আলোচনা করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি নেতা অশোক দত্ত, ধর্মনগর মণ্ডল সভাপতি শ্যামল নাথ, বিএমএস প্রাইভেট ট্রান্সপোর্ট মজদুর মহাসঙ্ঘের উত্তর জেলার কনভেনার অনুপ রুদ্র পাল, অল ইন্ডিয়া ট্রান্সপোর্ট মজদুর মহাসঙ্ঘের সভাপতি অসীম দত্ত, এবং ধর্মনগর মহকুমা প্রাইভেট ট্রান্সপোর্ট মজদুর মহাসঙ্ঘের কনভেনার বিরেশ নাথ। প্রশাসনিক স্তর থেকে উপস্থিত ছিলেন ইন্ডিয়ান অয়েলের কর্মকর্তা, জেলা পুলিশ সুপার, এবং মহকুমা শাসক।

দীর্ঘ আলোচনার পর উভয় পক্ষের মতামতের ভিত্তিতে সমস্যার সমাধান হয় এবং বিএমএস প্রাইভেট ট্রান্সপোর্ট মজদুর মহাসঙ্ঘ তাদের কর্মবিরতি প্রত্যাহার করে।

অসীম দত্ত জানান, আলোচনায় সিদ্ধান্ত হয় যে প্রাইভেট ট্রান্সপোর্টের কাজে কোনো বাধা দেওয়া হবে না। ওই আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার মীমাংসা হয়েছে বলেও জানিয়েছেন তিনি। এতে শহরে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরতে শুরু করেছে।

চিরাচরিত বুড়ির ঘর তৈরির প্রস্তুতি

● প্রথম পাতার পর

উপায় নেই, কালের বিবর্তনে এই প্রথা অনেকটাই বিলুপ্ত হওয়ার পথে। তবে সবটা যে এখনো বিলুপ্ত হয়নি তার দৃষ্টান্ত কিন্তু আরও একবার উঠে এলো।

এদিন একই চিত্র লক্ষ্য করা গেছে কমলপুরেও। সেখানেও বুড়ির ঘর তৈরি করে আনন্দ উল্লাসে মেতে উঠার প্রস্তুতে ব্যস্ত ছিল কচিকাঁচারা। এই ঘর তৈরি করে মকর সংক্রান্তির আবহে সবাই মিলে আনন্দ করবে খাওয়া-দাওয়া করবে এবং পরের দিন ভোরবেলা স্নান করে আগুনের উত্তাপে নিজেদের উষ্ণ করবে। তবে চিরাচরিত ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির ধারক এবং বাহক হিসেবে এই প্রতিবেদন সহ ছবি গুলো নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ এবং কৃষ্ণপুরের আমতলী এলাকার এই প্রতিবেদন হলফ করে দাবী করে আমরা আমাদের চিরাচরিত সংস্কৃতিকে সম্মান করি এবং বহন করার ক্ষমতা রাখি।

বিষপানে যুবকের আত্মহত্যা

● প্রথম পাতার পর

চলে আসে এবং সে সেখানে এসে রাগান্বিত হয়ে বিষপান করে বলে অভিযোগ। তার অবস্থা গুরুতর হলে সে ছটফট করতে শুরু করে তার নিজ বাড়িতে।

এলাকাবাসীর তাকে কৈলাশহর ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানেই সে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল রাত্রিবেলা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে সে। রবিবার দুপুরবেলা তার মৃতদেহ ময়নাতদন্ত করার পর কালিপুর বাঁধেরপাড় এলাকায় অবস্থিত তার নিজ বাড়িতে তার মৃতদহ নিয়ে আসা হয়। তার মৃতদেহ নিয়ে আসার পর কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে তার পরিবারের লোকেরা এবং তার নিকট আত্মীয়রা। তার এই অকাল মৃত্যুকে ঘিরে গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

লরি থেকে কোটি টাকার

● প্রথম পাতার পর

গাড়ি চালক ও সহচালককে আটক করা হয়েছে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

খেলাধুলা

বিশালগড় প্রেস ক্লাব ও জেআরসি-র বন্ধুত্বপূর্ণ রেড রিবন ক্রিকেট অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বিশালগড় প্রেস ক্লাব এবং জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের মধ্যে এক বন্ধুত্বপূর্ণ-প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। জাতীয় যুব দিবস উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে যুবক-যুবতীদের মধ্যে এইডসসম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়াস কল্পে অন্যান্য বছরের মতো এবারও বিজয়ীদের রেড রিবন চ্যাম্পিয়ন, রানার্স ও ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠত্বের ট্রফি সমূহ প্রদান করা হয়। পেশাগত দায়িত্ব পালনে হাজারো ব্যস্ততা সত্ত্বেও গোলাঘাটির কাঞ্চনমালাস্থিত লক্ষ্মীছড়া স্কুল মাঠে অন্যান্য বছরের মতো এবারও বিনোদনের উদ্দ্যেশ্যে একদিনের জন্য ক্রিকেট ম্যাচ উপভোগ করতে পেরে দু-দলের খেলোয়াড় এবং আয়োজকরা অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করছেন। আগামী দিনেও এ ধরনের প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচের মধ্য দিয়ে দুটি ক্লাবের সম্পর্ক জারি থাকবে বলে খেলোয়াড় এবং অতিথিদের প্রত্যেকেই অভিমত ব্যক্ত করেন। বেলা এগারোটায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাব প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। বিশালগড় প্রেস ক্লাব নির্ধারিত ১৬ ওভার খেলে ৭ উইকেট হারিয়ে ১৩২ রান সংগ্রহ করে। জবাবে জেআরসি ৭ উইকেট হারিয়ে ১১৫ রান সংগ্রহ করতেই নির্ধারিত ওভার ফুরিয়ে যায়।

খেলায় দুর্দান্ত ব্যাটিং পারফরম্যান্স ১৬ বলে অপরাজিত ২৪ রান সংগ্রহের সুবাদে সেরা ব্যাটসম্যান হিসেবে দিব্যেন্দু দে, ২৭ রানে ৪টি উইকেট তুলে নিয়ে সেরা বোলার হিসেবে সাগর শীল, দারুন ফিল্ডিংয়ের নৈপুণ্য দেখিয়ে সেরা ফিল্ডার হিসেবে বিশ্বজিৎ দেবনাথ, দূর্দান্ত চারটি ওভার বাউন্ডারি সহযোগে ব্যক্তিগত সর্বাধিক ৩৭ রান সংগ্রহের সুবাদে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হিসেবে মনীষ দেববর্মাকে সুদৃশ্য রেড রিবন ট্রফি দেওয়া হয়। বিশালগড় প্রেস ক্লাবের হয়ে মান্নান হক (অধিনায়ক), মনীষ দেববর্মা, গৌতম ঘোষ, তুহিন আহমেদ, শফিকুল ইসলাম, সুজিত রায়, দিলীপ শীল, সাগর শীল, উদয়ন চৌধুরী, এরশাদ, আকাশ দেবনাথ, কিশোর দেবনাথ যেমন দুর্দান্ত খেলেছেন, তেমনি জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের হয়ে অভিষেক দে (অধিনায়ক), মিলটন ধর, দিব্যেন্দু দে, সুব্রত দেবনাথ, জাকির হোসেন, মেঘধন দেব, বিশ্বজিৎ দেবনাথ, মনোজিৎ দাস, প্রণব শীল, রবীন্দ্র শর্মা, তাপস দেব, রাজেশ রায় দারুণ খেলা উপহার দিয়েছেন। খেলা শেষে লক্ষ্মীছড়া স্কুল প্রাঙ্গনেই এক বিশেষ অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথিবর্গ তথা বিশালগড় প্রেসক্লাবের সভাপতি ভবতোষ ঘোষ, সম্পাদক তাজুল ইসলাম, বরিষ্ঠ সাংবাদিক প্রসেনজিৎ রায়, পঞ্চায়েত প্রধান রাজেশ দাস, মন্ডল সভাপতি নারায়ন দেবনাথ, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব গোবিন্দ দেববর্মা এবং জেআরসি-র সভাপতি সুপ্রভাত দেবনাথ, সম্পাদক অভিষেক দে প্রমূখ বিজয়ীদের হাতে রেড রিবন চ্যাম্পিয়ন, রানার্স ও ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কার তুলে দেন। ম্যাচ শুরুর আগে অতিথিবৃন্দ দু-দলের খেলোয়ারদের সঙ্গে পরিচিত হন এবং শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের পক্ষে সম্পাদক অভিষেক দে এবং বিশালগড় প্রেস ক্লাবের সম্পাদক তাজুল ইসলাম দুটি ক্লাবের প্রত্যেক কর্মকর্তা এবং দুদলের খেলোয়াড়, আম্পায়ার অনির্বাণ দে, স্পন্সরর স্টেট এইডস কন্টোল সোসাইটি সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

বোধজং আয়োজিত আন্তঃ স্কুল এলামনি ক্রিকেটে এন.এস.ভি সেরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। এনএসবি চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। আন্তঃ স্কুল এলামনি ক্রিকেটে নতুন চ্যাম্পিয়নের সন্ধান মিলেছে। তাও গতবারের চ্যাম্পিয়ন প্রগতি বিদ্যাভবন এলামনিকে হারিয়ে। বোধজং স্কুল এলামনি আয়োজিত অল ত্রিপুরা ইন্টার স্কুল এলামনি স্পোর্টস ফেস্ট-২০২৫ অর্থাৎ খেলো এলামনি ২.০ এর ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ফাইনালে আজ, রবিবার নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতন এলামনি ২৬ রানের ব্যবধানে গতবারের চ্যাম্পিয়ন প্রগতি বিদ্যাভবন এলামনিকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন শিরোপা অর্জন করেছে। প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতন এলামনি নির্ধারিত ১০ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে ১১৬ রান সংগ্রহ করে। জবাবে অপর ফাইনালিস্ট তথা গতবারের চ্যাম্পিয়ন প্রগতি বিদ্যাভবন এলামনি ৮ উইকেট হারিয়ে ৯০ রান সংগ্রহ করতেই সীমিত ১০ ওভার ফুরিয়ে যায়। সকালে সেমিফাইনাল পর্য্যায়ের খেলায় প্রগতি বিদ্যাভবন এলামনি, উমাকান্ত একাডেমী এলামনিকে হারিয়ে এবং নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতন এলামনি শিশু বিহার স্কুল এলামনিকে হারিয়ে ফাইনালে খেলার ছাড় পত্র পেয়েছিল। উল্লেখ্য, রাজধানীর আইটিআই ক্রিকেট গ্রাউন্ডে আজ, রবিবার চূড়ান্ত পর্য্যায়ের ম্যাচের শুরু থেকেই আয়োজক বোধজং স্কুল এলামনির সভাপতি দিলীপ কুমার পাল, সহ-সভাপতি সুবীর মজুমদার, সম্পাদক ভাস্কর সাহা, খেলো এলামনি ২.০ এর কনভেনার মনীষ ঘোষ, সম্পাদক প্রসেনজিৎ সাহা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। বলা বাহুল্য, বোধজং স্কুল এলামনি আয়োজিত এবারকার স্পোর্টস ফেস্ট-এ ইতোমধ্যে ইনডোর গেমস ব্যাডমিন্টন, ক্যারাম, দাবা এবং লুডো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আগামী ১৯ জানুয়ারি রি-ইউনিয়ন অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হবে। বলা বাহুল্য, রি-ইউনিয়ন অনুষ্ঠানে রাজ্যের সকল সংশ্লিষ্ট স্কুল এলামনিকে উপস্থিত থাকার জন্য বোধজং স্কুল এলমনির পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

সর্বভারতীয় ব্যাডমিন্টন অ্যাসোসিয়েশনের সুপারিশে রাজ্য সংস্থার কর্মকর্তাদের পদত্যাগ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রাজ্য ব্যাডমিন্টন অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ও সচিব রাজ্যের ব্যাডমিন্টন এসোসিয়েশন থেকে পদত্যাগ করেছেন। এই পদত্যাগের পেছনে কোনও চাপ ও জবরদস্তি নেই। পদত্যাগ করতে বাধ্য করার কোনও বিষয়ও এখানে নেই। ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান তথা রাজ্যে ব্যাডমিন্টন জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এবং অন্যতম সংগঠক রতন সাহা একান্ত সাক্ষাৎকারে ঘটনার বিস্তারিত উল্লেখ করে জানান, মূল ঘটনা হলো তারা যে কমিটিতে সভাপতি সচিব ছিলেন সেই কমিটির কোনও বৈধতা ছিল না। বাঁকা পথে পয়সার বিনিময়ে কোন একটি চক্রকে ধরে রাজ্যে অনুমোদন নিয়ে নেয়। এই কমিটি সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে গঠিত হয়েছিল। ব্যাডমিন্টন এসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া নিজেদের লোক পাঠিয়ে সরেজমিনে এই কমিটির বৈধতা যাচাই করে নেয়। এরপর জানতে পারে কমিটি বৈধ নয়। পেছনের দরজা দিয়ে এই কমিটি গঠন করার মূল কারণ হলো রাজ্য কমিটির প্রচুর টাকা (প্রায় ৫০ থেকে ৫৫ লাখ টাকা) আত্মসাৎ করে দেওয়ার জন্য ব্যাডমিন্টন এসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার একজন প্রভাবশালী কর্মকর্তাকে ধরে অর্থের বিনিময়ে এই কমিটি গঠন করা হয়েছিল। তার জন্য কমিটির সভাপতি প্রদীপ কুমার সাহা ও সচিব সঞ্জীব সাহা ওরফে বাপিকে ব্যাডমিন্টন এসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে খুব তাড়াতাড়ি পদত্যাগ করতে বলা হয়েছে। এখানে চাপ সৃষ্টি করে ও জোর জবরদস্তির বিষয়, প্রশ্নই উঠে না। ব্যাডমিন্টন এসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া থেকে তাদেরকে পদত্যাগ করার জন্য যে চিঠি দেওয়া হয়েছে তা সামাজিক মাধ্যমের সাহচর্য্যে বৈধ কমিটির কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারপরেই বিষয়টা প্রকাশ্যে আসে যে, পুরানো কমিটি সম্পূর্ণ অবৈধ। কমিটির সভাপতি এবং সচিবকে দ্রুত পদত্যাগ করতে বলা হয়। সঙ্গে সঙ্গে এই অবৈধ কমিটির সভাপতি ও সচিবের পক্ষ থেকে দ্রুততার সঙ্গে পদত্যাগ পত্র ব্যাডমিন্টন এসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এর সঙ্গে চাপ ও জোর জবরদস্তির কোনও যোগসাজস নেই। কেউ এবিষয়ে জড়িতও নয় বলে তিনি ব্যক্ত করেছেন।

ক্রীড়া দফতরের তরফে যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় যুব দিবস উদযাপিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন। জাতীয় যুব দিবস উদযাপিত। এই উপলক্ষে বরাবরের মতো এবারও সারা দেশের সঙ্গে সংগতি রেখে রবিবার রাজ্যের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের তরফে যথাযোগ্য মর্য্যাদায় জাতীয় যুব দিবস উদযাপন করা হলো আগরতলা রবীন্দ্রভবনের আম্র কুঞ্জতে। স্বামীজীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়, মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, পদ্মশ্রী অলিম্পিয়ান দীপা কর্মকার, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সচিব ড. প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী, অধিকর্তা সত্যব্রত নাথ সহ অন্যান্যরা।

রবীন্দ্র ভবনের আম্র কুঞ্জে রবিবার এই অনুষ্ঠানে ক্রীড়াপ্রেমী লোকেদের উপস্থিতি ছিল লক্ষ্যনীয়। অনুষ্ঠান মঞ্চে স্কুল ন্যাশনাল কুরাস চ্যাম্পিয়নশিপে তিনজন পদক জয়ীদের আর্থিক সম্মাননা দেয়া হলো ক্রীড়া দপ্তরের তরফে। সম্মাননা পেয়ে খুবই খুশি হলেন তিনজন খেলোয়াড়। পদকজয়ীরা হলো সোনালী দাস, বহ্নিতা চাকমা ও রূপক ভৌমিক। তাদের হাতে ২৫ হাজার টাকার আর্থিক সম্মাননা তুলে দিলেন ক্রীড়া মন্ত্রী টিংকু রায়।

জাতীয় ক্রিকেটে হরিয়ানার কাছে নতজানু ত্রিপুরা

ত্রিপুরা ২৯ হরিয়ানা - ৩১/০

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। লজ্জাজনক পরাজয় ত্রিপুরার। এক দিবসীয় ক্রিকেটে মাত্র ২৯ রানে গুটিয়ে গেল ত্রিপুরা। রাজ্যের ক্রিকেটের ইতিহাসে শেষ পাঁচ বছরে এমন ঘটনা এবার এই প্রথম। অনূর্ধ ১৯ বালিকাদের এক দিবসীয় ক্রিকেটে। হরিয়ানার বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচে রবিবার ২২ গজের কার্যত লুটিয়ে পড়ল ত্রিপুরা। নাগপুর ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ত্রিপুরা পরাজিত হয় ১০ উইকেটে। হরিয়ানার বিরুদ্ধে। সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ত্রিপুরা গুটিয়ে যায় মাত্র ২৯ রানে। দলের পক্ষে সুস্মিতা তেলি একমাত্র দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে সুস্মিতা ২৯ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১০ রান করে। দল অতিরিক্ত খেতে পায় ৮ রান। তামিলনাড়ুর পক্ষে ত্রিবেদী বৈশিষ্ট্য চার রানের পাঁচটি এবং প্রীতি প্রজাপতি ৮ রানে ৩টি উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নামে হরিয়ানা ১৪ বল খেলে কোন উইকেট না হারিয়ে চয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে দেয়। দলের পক্ষে তানিস্কা শর্মা দশ বল খেলে দুটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি সাহায্যে ১৮ রানে এবং তামিশা ওহালান চার বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১০ রানে অপরাজিত থেকে যায়। আসরে সবকটি ম্যাচে পরাজিত হয়ে খালি হাতে রাজ্য ফেরেছে ত্রিপুরা দল।

অধিনায়ক হিসাবে নিজের মেয়াদ নিজেই বেঁধে দিলেন রোহিত! নতুন নেতা খোঁজার অনুরোধ কর্তাদের

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে ধাক্কা। আর বেশি দিন নেতৃত্ব দিতে চান না রোহিত শর্মা। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডকে (বিসিসিআই) নেতৃত্ব নিয়ে নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। অস্ট্রেলিয়া থেকে দেশে ফেরার পর বোর্ড কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন ভারতীয় দলের অধিনায়ক। সেই বৈঠকে কোনও ধরনের ক্রিকেটেই আর দেশকে নেতৃত্ব দিতে চান না বলে জানিয়েছেন রোহিত। নিজের ক্রিকেট ভবিষ্যৎ নিয়ে পরিকল্পনার কথাও জানান। শনিবার মুম্বইয়ে বিসিসিআইয়ের সদর দফতরে অস্ট্রেলিয়া সফরের রিভিউ বৈঠক হয়। বোর্ডের শীর্ষ কর্তারা-সহ কোচ গৌতম গম্ভীর এবং প্রধান নির্বাচক অজিত আগরকরের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন রোহিতও। নিউ জিল্যান্ডের কাছে ঘরের মাঠে ০-৩ ব্যবধানে সিরিজ হারের প্রসঙ্গও ওঠে শনিবারের বৈঠকে। রোহিত এবং বিরাট কোহলির দীর্ঘ দিন ফর্মে না থাকার প্রসঙ্গ নিয়েও আলোচনা হয়েছে বলে বোর্ড সূত্রে খবর।

একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বৈঠকে রোহিত বোর্ড কর্তাদের নতুন অধিনায়ক খোঁজার কাজ শুরু করতে অনুরোধ করেছেন। আর বেশি দিন নেতৃত্বের দায়িত্বে থাকতে চান না তিনি। ভারতীয় টেস্ট দলের পরবর্তী অধিনায়ক হিসাবে জসপ্রীত বুমরাহর নাম নিয়েও আলোচনা হয়েছে। বুমরাহকে নিয়ে কারও তেমন আপত্তি নেই। তবে তাঁর চোট প্রবণতা নিয়ে কয়েক জন বোর্ড কর্তা কিছুটা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। উল্লেখ্য, বর্ডার-গাওস্কর ট্রফির প্রথম এবং শেষ টেস্টে রোহিতের অনুপস্থিতিতে অধিনায়কত্ব করেন বুমরাহ।

বোর্ড সূত্রে খবর, রোহিত আসন্ন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি পর্যন্ত ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দিতে চান। তার পর ক্রিকেটারেরা ব্যস্ত হয়ে যাবেন আইপিএলে। ভারতীয় দলেরও কোনও আন্তর্জাতিক সূচি নেই। আগামী জুনে ইংল্যান্ড সফরে যাবে ভারত। পাঁচ টেস্টের সিরিজে মুখোমুখি হবে দু'দল। সেই সিরিজে রোহিত অধিনায়ক হিসাবে যেতে চান না। সেই সময়ের মধ্যে কর্তা এবং নির্বাচকেরা অধিনায়ক হিসাবে উপযুক্ত কাউকে না পেলে নেতৃত্ব দিতে পারেন রোহিত। তবে সেই সম্ভাবনা কম। রোহিত নিজেও চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পর আর অধিনায়ক না থাকার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছেন বৈঠকে। বোর্ড কর্তারা চান এমন কাউকে অধিনায়ক করতে, যিনি আগামী কয়েক বছর খেলতে পারবেন।

বর্ডার-গাওস্কর ট্রফিতে কোচ গম্ভীরের সঙ্গে অধিনায়ক রোহিতের সম্পর্ক তলানিতে ঠেকেছে। মেলবোর্ন টেস্টের পর থেকে কেউ কারও সঙ্গে কথা বলছেন না। বিবাদ এতটাই চরমে পৌঁছে ছিল যে সিডনি টেস্টের আগেই লাল বলের ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন রোহিত। যদিও কয়েক জন শুভাকাঙ্ক্ষীর পরামর্শে পরে সিদ্ধান্ত বদলান রোহিত। সিডনি টেস্টের মাঝে জানিয়ে দেন, কারও কথায় অবসর নেবেন না।

মহিলা টি-২০ ক্রিকেটে গ্রুপ লীগের শেষ ম্যাচে তামিলনাড়ুর কাছে হেরে বিদায় ত্রিপুরার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। শেষ ম্যাচে তামিলনাড়ুর কাছে পরাজয় দিয়ে লীগ অভিযান সম্পন্ন ত্রিপুরা দলের। খেলা বিসিসিআই আয়োজিত মহিলাদের অনূর্ধ ২৩ টি-২০ ট্রফি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। জামশেদপুরে আয়োজিত গ্রুপ লীগের আসরে ত্রিপুরা দল আজ, রবিবার গ্রুপ লিগের অন্তিম ম্যাচে তামিলনাড়ুর কাছে ৯৫ রানের ব্যবধানে হেরে অভিযান শেষ করেছে। মাঝে একটি ম্যাচে ত্রিপুরা দল দুর্বল প্রতিপক্ষ মিজোরামকে ৮৪ রানের ব্যবধানে পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছিল। এর আগের দুই ম্যাচে যথাক্রমে চন্ডিগড় এর কাছে ৮ উইকেটে এবং দিল্লির কাছে ৭ উইকেটে পরাজিত হয়েছিল। চতুর্থ ম্যাচে বরোদার কাছেও ত্রিপুরা দল নয় উইকেটে পরাজিত হয়েছিল। আজকের খেলায় তামিলনাড়ু প্রথমে বেটিং এর সুযোগ পেয়ে সীমিত কুড়ি ওভারে পাঁচ উইকেটে ১৬১ রান সংগ্রহ করলে জবাবে ত্রিপুরার ইনিংস গুটিয়ে যায় ৬৬ রানে। তামিলনাড়ুর সুশান্তিকা সর্বাধিক ৫৬ রান পেয়েছিল।

ধাক্কা ভারতীয় দলের, বুমরাহকে ছাড়াই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলতে হতে পারে রোহিতদের

আসন্ন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির গ্রুপ পর্বের ম্যাচগুলি সম্ভবত জসপ্রীত বুমরাহকে ছাড়াই খেলতে হবে ভারতকে। সিডনি টেস্টের সময় পিঠে চোট পেয়েছিলেন বুমরাহ। অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসে বল করতে পারেননি। সেই চোটের জন্যই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির শুরুতে তাঁকে পাওয়া যাবে না।

বুমরাহের পিঠের কিছুটা অংশ ফুলে রয়েছে। তাঁকে বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে (এনসিএ) যেতে বলা হয়েছে। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) চিকিৎসকেরা বুমরাহের চিকিৎসা করবেন। তাঁর সুস্থ হতে ৬ সপ্তাহ সময় লাগবে বলে মনে করা হচ্ছে। তাই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির গ্রুপ পর্বের ম্যাচগুলিতে তাঁর খেলার সম্ভাবনা নেই।

শনিবার ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজের দল নির্বাচনের সময় জাতীয় নির্বাচকেরা বুমরাহকে নিয়ে আলোচনা করেছেন। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জন্য প্রাথমিক দল ঘোষণার শেষ দিন রবিবার। বুমরাহের চোটের জন্য চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল নির্বাচন নিয়ে দ্বিধায় রয়েছেন অজিত আগরকরেরা। ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিলের (আইসিসি) কাছে কয়েক দিন বাড়তি সময় চাওয়া হতে পারে। সময় পেলে চিকিৎসকদের রিপোর্ট দেখে সিদ্ধান্ত নেবেন তাঁরা। বাড়তি সময় না পেলে ১৫ জনের দলে বুমরাহকে না রেখে আপাতত রিজার্ভ হিসাবে রাখা হতে পারে। পরে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির চূড়ান্ত দল ঘোষণার সময় তাঁকে ১৫ জনের দলে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। উল্লেখ্য, ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দলে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করার সুযোগ থাকবে। বুমরাহের জন্য সেই পর্যন্ত অপেক্ষা করা হবে।

বিসিসিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, বুমরাহের মাঠে ফিরতে মার্চের প্রথম সপ্তাহ হয়ে যেতে পারে। বোর্ডের এক কর্তা বলেছেন, "চোট মুক্ত হওয়ার জন্য বুমরাহ এনসিএতে যাচ্ছে। ওর চোটের জায়গা পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে, কোনও হাড় ভাঙেনি। তবে পিঠের একটা অংশ বেশ ফুলে রয়েছে। এনসিএর চিকিৎসকদের অধীনে তিন সপ্তাহ থাকবে বুমরাহ। তাঁরা ওর চিকিৎসা করবেন। চোট সারার পর বুমরাহের জন্য একটি বা দু'টি প্রস্তুতি ম্যাচ আয়োজন করা হতে পারে। তার পর বোঝা যাবে বুমরাহ কবে থেকে প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে ফিরতে পারবে।"

এক দিনের ক্রিকেটে বিশ্বের প্রথম আটটি দলকে নিয়ে ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। ভারতের প্রথম ম্যাচ ২০ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে। ২৩ ফেব্রুয়ারি প্রতিপক্ষ পাকিস্তান। গ্রুপের শেষ ম্যাচ ২ মার্চ নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে। এই ম্যাচগুলিতে বুমরাহের খেলার সম্ভাবনা নেই। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সেমিফাইনাল ৪ এবং ৫ মার্চ। ফাইনাল ৯ মার্চ। ভারত শেষ চারে উঠলে বুমরাহ সেমিফাইনাল থেকে খেলতে পারেন। তাই তাঁকে কী ভাবে ভারতীয় দলের সঙ্গে রাখা হবে, তা নিয়ে চিন্তায় রয়েছেন আগরকরেরা। কারণ শেষ পর্যন্ত বুমরাহ খেলতে না পারলে, ১৪ জন ক্রিকেটারকে নিয়ে পরিকল্পনা করতে হবে কোচ গৌতম গম্ভীরকে।

বদলে যাবে ক্রিকেটের নিয়ম?

ওয়াইড বল নিয়ে বোলারদের স্বাধীনতা দিতে পারে আইসিসি। ব্যাটারেরা যাতে অনৈতিক ভাবে ওয়াইড বল আদায় করে নিতে না পারেন, সে জন্য ব্যবস্থা নিতে পারে তারা। ব্যাটারদের প্রতি আরও কঠোর হওয়ার কথা বলেছেন আইসিসি-র ক্রিকেট কমিটির সদস্য শন পোলক।

সীমিত ওভারের ক্রিকেটে সামান্য নড়াচড়া করে অনেক ব্যাটারকেই ওয়াইড আদায় করে নিতে দেখা যায়। বোলারেরা অনেক সময়েই ব্যাটারদের লোভ দেখাতে পায়ের দিকে বল করেন। সামান্য সরে সেই ডেলিভারি থেকে ওয়াইড বল আদায় করতে পারেন ব্যাটারেরা।

ভারতের টি২০ দল ঘোষিত, ৪৩১ দিন পর ভারতের জার্সিতে নামবেন শামি

নজর ছিল মহম্মদ শামির দিকে। ভারতীয় দলে তিনি ফিরতে পারবেন কি না সে দিকেই নজর রেখেছিলেন সকলে। শেষ পর্যন্ত ফিরলেন শামি। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ১৫ জনের টি-টোয়েন্টি দল ঘোষণা করেছে ভারত। শেষ বার ২০২৩ সালের ১৯ নভেম্বর ভারতের জার্সিতে খেলেছিলেন শামি। ৪৩১ দিন পরে ইডেন গার্ডেন্সে প্রত্যাবর্তন হতে পারে বাংলার পেসারের।

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ২২ জানুয়ারি প্রথম টি-টোয়েন্টি খেলতে নামবে ভারত। কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে হবে সেই খেলা। সেখানেই প্রথম একাদশে দেখা যেতে পারে শামিকে। চোট সারিয়ে ঘরোয়া ক্রিকেটে ফিরেছেন শামি। বাংলার হয়ে রঞ্জি, সৈয়দ মুস্তাক আলি টি২০ ও বিজয় হজারে ট্রফি খেলেছেন তিনি। এ বার ভারতের কুড়ি-বিশের দলে ফিরলেন তিনি।

ফিটনেস নিয়ে আর সমস্যা নেই শামির। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে মাঠে নামার জন্য প্রস্তুত দেশের অন্যতম সেরা জোরে বোলার। ফিটনেস সমস্যার কারণে শেষ পর্যন্ত বর্ডার-গাওস্কর ট্রফি খেলতে অস্ট্রেলিয়ায় যেতে পারেননি শামি। গোড়ালির চোট সারিয়ে বাংলার হয়ে রঞ্জি ট্রফি-সহ বিভিন্ন ঘরোয়া প্রতিযোগিতায় খেললেও ফিটনেস নিয়ে সমস্যা ছিল তাঁর। পাঁচ দিনের ম্যাচ খেলার ধকল নেওয়ার মতো অবস্থায় ছিলেন না তিনি। তা ছাড়া বাংলার হয়ে খেলতে নেমে হাঁটুতে হালকা চোটও পেয়েছিলেন। তাই শেষ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ায় শামিকে না পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। বোর্ড কর্তারা এবং জাতীয় নির্বাচকেরা তাড়াহুড়ো না করে শামিকে আসন্ন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সময় তরতাজা ভাবে পেতে চেয়েছিলেন। সেই প্রতিযোগিতার দল ঘোষণার আগে শামি এনসিএর ছাড়পত্র পেয়ে যাওয়ায় স্বস্তি পেয়েছেন অজিত আগরকরেরা। তাই তাঁকে ইংল্যান্ড সিরিজের দলে নেওয়া হয়েছে। শামির ফেরার মতোই চমক ঋষভ পন্থের দলে না থাকা। প্রথম উইকেটরক্ষক হিসাবে নেওয়া হয়েছে সঞ্জু স্যামসনকে। তিনি ফর্মে রয়েছেন। দ্বিতীয় উইকেটরক্ষক ধ্রুব জুরেল। জিতেশ শর্মার বদলে নেওয়া হয়েছে তাঁকে। রমনদীপ সিংহের বদলে টি-টোয়েন্টি দলে ফিরেছেন নীতীশ রেড্ডি। নেই শিবম দুবে। চোটের কারণে বাদ পড়েছেন রিয়ান পরাগ।

ভারতের বিরুদ্ধে পাঁচটি টি-টোয়েন্টি খেলবে ইংল্যান্ড। ২২ জানুয়ারি প্রথম ম্যাচ কলকাতায়। দ্বিতীয় ম্যাচ ২৫ জানুয়ারি। হবে চেন্নাইয়ে। ২৮ জানুয়ারি তৃতীয় টি-টোয়েন্টি রাজকোটে। ৩১ জানুয়ারি পুণেয় চতুর্থ ও ২ ফেব্রুয়ারি মুম্বইয়ে হবে পঞ্চম টি-টোয়েন্টি।

ভারতের টি-টোয়েন্টি দল সূর্যকুমার যাদব (অধিনায়ক), সঞ্জু স্যামসন, অভিষেক শর্মা, তিলক বর্মা, নীতীশ রেড্ডি, মহম্মদ শামি, আরশদীপ সিংহ, হর্ষিত রানা, ধ্রুব জুরেল, রিঙ্কু সিংহ, হার্দিক পাণ্ড্য, অক্ষর পটেল, রবি বিশ্নোই, বরুণ চক্রবর্তী, ওয়াশিংটন সুন্দর।

আফগানিস্তানকে বয়কট করার ভাবনা নেই দক্ষিণ আফ্রিকার

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে আফগানিস্তানকে বয়কট করার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট দলকে অনুরোধ করেছিলেন ব্রিটেনের সাংসদ। সেই অনুরোধ মানছে না ক্রিকেট সাউথ আফ্রিকা (সিএসএ)। তারা জানিয়েছে, আফগানিস্তানকে নির্বাসিত করার ক্ষমতা একমাত্র আইসিসি-র কাছেই রয়েছে।

আফগানিস্তানের শাসক তালিবান সরকার মহিলাদের খেলাধুলোর অধিকার কেড়ে নিয়েছে। মহিলাদের ক্রিকেট দলটিও ভেঙে দেওয়া হয়েছে। সে কারণেই বিভিন্ন মহল থেকে দক্ষিণ আফ্রিকাকে চাপ দেওয়া হচ্ছিল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ম্যাচ বয়কট করার জন্য। অতীতে এই একই কারণে আফগানিস্তান সিরিজ বাতিল করেছিল অস্ট্রেলিয়া।

রবিবার বইমেলায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ছবি -নিজস্ব।

রাজ্যে নানা অনুষ্ঠানে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ধর্মনগর, উদয়পুর, ১২ জানুয়ারি।। বিবেকনগর স্থিত রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্যোগে শিশু উদ্যানের বিবেক উদ্যানে যথাযথ মর্য্যাদায় স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন পালন করা হয়েছে।

এদিনের আয়োজন বিবেকজ্যোতি প্রজ্জ্বলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার। পরবর্তীতে মেয়র সহ রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকনগরের সেক্রেটারি স্বামী শুভকারানন্দ মহারাজ প্রাক্তন বিচারপতি স্বপন দাস সহ অন্যান্যরা বিবেকানন্দের মর্মর মূর্তিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন।

প্রসঙ্গত, আজ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন। তাঁর জন্মদিন কে স্মরণ রেখে প্রতিবছর ১২ই জানুয়ারি পালিত হয় যুব দিবস। বিবেকানন্দের আদর্শকে সম্মান জানাতে এবং দেশের তথা সমাজের তরুণদের তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে উতাহিত করার উদ্দেশ্যে প্রতিবছর দেশব্যাপী জাতীয় যুব দিবস পালন করা হয়। সারা দেশের সঙ্গে ত্রিপুরা রাজ্যেও এই বিশেষ দিনটি যথাযথ মর্য্যাদায় পালন করা হচ্ছে।

এদিকে, বিবেকনগর স্থিত রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্যোগে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন উদযাপন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন ত্রিপুরা রাজ্যের রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু। অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিতে গিয়ে তিনি স্বামীজির জীবনের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করেন। এদিকে, আজ জাতীয় যুব দিবস উপলক্ষে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে রাজ্যের বিভিন্ন ক্রীড়াবিদদের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী টিংকু রায়, মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার ও জিমনাসিয়াম দীপা কর্মকার সহ দপ্তরের আধিকারিকগন।

এদিকে, যুব দিবস উপলক্ষে সূর্য্যমনিনগর যুব মোর্চা ও মন্ডলের উদ্যোগে আজ ট্যাবলু সহকারে এক সুবিশাল বাইক রেলি অনুষ্ঠিত

হয়েছে। এই রেলি আনন্দনগর স্কুল মাঠ থেকে চৌমুহনী বাজার পর্যন্ত সংগঠিত হয়। এই রেলির সূচনা করেন বিধানসভার উপাধ্যক্ষ তথা বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন যুব মোর্চার সভাপতি সায়ন দাস মন্ডল সভাপতি মান্তু দেবনাথ সহ অন্যান্যরা।

এদিকে, কৃষ্ণনগরস্থিত ৭-রামনগর মন্ডলে "বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ জন্মজয়ন্তী" ও "জাতীয় যুব দিবস" উদযাপন করা হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন মেয়র দীপক মজুমদার সহ ৭-রামনগর মন্ডল সম্মানিত সভাপতি অমিতাভ ভট্টাচার্য্য ও কার্য্যকর্তাগন।

এদিকে, সাব্রুম রামকৃষ্ণ আশ্রম সোসাইটির উদ্যোগে স্বামী বিবেকানন্দ'র জন্মদিন পালিত হয়েছে। এদিন সকালে স্বামী বিবেকানন্দ'র প্রতিকৃতি নিয়ে প্রভাতফেরির আয়োজন করা হয়েছে। এদিকে, ধলেশ্বর স্থিত রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরের পক্ষ থেকে ৪১ তম জাতীয় যুব দিবসের আয়োজন করা হয়। এই দিনকে ঘিরে শহরে এক বর্ণাঢ্য রেলি পরিচালনা করা হয়।

এদিকে, বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আজ ফটিকরায় নজরুল কলাক্ষেত্রে ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা ফটিকরায় মন্ডলের উদ্যোগে স্বামীজীর ১৬৩ তম জন্ম জয়ন্তী উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন মন্ত্রী সুধাংশু দাস সহ দলীয় নেতা ও সমর্থকরা। কুমারঘাট তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, কুমারঘাট পুর পরিষদ ও শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম এর যৌথ উদ্যোগে আজ যুব সমাজের অনুপ্রেরণার উৎস স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম জয়ন্তী পালিত হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়ক ভগবান দাস সহ দলীয় কর্মকর্তারা।

এদিকে, ধর্মনগর পুর পরিষদের উদ্যোগে জাতীয় যুব দিবস উদযাপন করা হয়েছে। এই উপলক্ষে একটি মেগা রক্তদান শিবির ও বসে আঁকো প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয়। অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন ধর্মনগর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন মিতালী রানী দাস সেন।

প্রসঙ্গত, ১২ই জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনকে ঘিরে সারা দেশে জাতীয় যুব দিবস পালিত হচ্ছে। এই বিশেষ দিনটিকে স্মরণীয় করে তুলতে ধর্মনগর পুর পরিষদের অফিস প্রাঙ্গণে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

এদিন, স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ ও প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। উপস্থিত ছিলেন ধর্মনগর মহকুমার শাসক তথা পুরো পরিষদের কার্যনির্বাহী আধিকারিক সজল দেবনাথ, সহকারী কার্যনির্বাহী আধিকারিক ওমর চন্দ বিশ্বাস এবং ধর্মনগর পুর পরিষদের কাউন্সিলর ও কর্মীবৃন্দ।

এদিনের অনুষ্ঠানে বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় প্রায় শতাধিক শিশু ও কিশোর-তরুণ অংশগ্রহণ করেছে। পাশাপাশি, ২২ জন স্বেচ্ছাসেবী রক্তদান করেন। এছাড়াও, সাফাই কর্মী ও সাফাই মিত্রদের জন্য একটি কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল।

ধর্মনগর পুর পরিষদের আয়োজকরা জানিয়েছেন, এই উদ্যোগ সমগ্র সমাজে এক ইতিবাচক বার্তা পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে নেওয়া হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে যুবসমাজের মধ্যে সেবার মানসিকতা গড়ে তোলার জন্য উল্লেখ্য উদ্যোগ সহায়ক হবে বলে আশা করছেন উপস্থিত সকলেই।

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন উপলক্ষে আগরতলা টেকনো কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং এর উদ্যোগে আজ এক যুব যাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ন্যাশনাল এইডস কন্টোল সংস্থার সহযোগিতায় আজকের এই আয়োজন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন কলেজের প্রিন্সিপাল।

প্রসঙ্গত আজ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন উপলক্ষে দেশব্যাপী যুব দিবস উদযাপন করা হচ্ছে। এরই অঙ্গ হিসেবে ত্রিপুরার আগরতলা টেকনো কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং এক যুব যাত্রার আয়োজন করেছে। এদিন আগরতলায় উমাকান্ত ময়দান থেকে স্বামী বিবেকানন্দ মাঠ অবধি এক সাইকেল রেলি করা হয়েছে। এই রেলির শুভ সূচনা করেন টেকনো কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং আগরতলা শাখার প্রিন্সিপাল।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রিন্সিপাল জানিয়েছেন, ন্যাশনাল এইডস কন্টোল সংস্থার সহযোগিতায় আজকের এই সাইকেল রেলির আয়োজন করা হয়েছে। এই রেলিকে আজ বিবেক যাত্রা নামে পরিচালনা করা হচ্ছে।

তিনি আরো বলেন, বর্তমান যুবকদের সমাজের দায়িত্বগুলির প্রতি উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে আজকের এই বিবেক যাত্রার আয়োজন করা হয়েছে। ১২ জানুয়ারী স্বামীজীর জন্ম বার্ষিকী তথা রাষ্ট্রীয় যুব দিবস। সারা দেশ ব্যাপি বীর সন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম জয়ন্তী পালন করা হয় স্কুল, কলেজ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে। গোমতী জেলার উদয়পুর মহকুমার বিশেষ সামাজিক ও মানবিক সংঘঠন রুদ্র - দ্যা রে অফ হোপ ব্যতিক্রম নয়।স্বামীজীর ১৬৩ তম জন্ম জয়ন্তী রুদ্র সামাজিক সংঘটনের সদস্য - সদস্যাবৃন্দ উদয়পুর মহকুমার মাতারবাড়ি বিধানসভার ১ নং ফুলকুমারীতে সম্মানের সহিত পালন করেন। অনুষ্ঠানসুচি শুরু করা হয় জাতীয় সংগীতের মধ্য দিয়ে। স্বামীজীর স্বদেশ মন্ত্র পাঠ করেন রুদ্র সামাজিক সংঘঠনের কর্ণধার রাজীব কুমার সাহা। বিশিষ্ট সমাজসেবী বিষ্ণুপদ চক্রবর্তীকে রুদ্র সামাজিক সংঘটন ওনার জীবনব্যপি বিভিন্ন সামাজিক কাজকর্মের জন্য স্বামীজী জন্মবার্ষিকীতে উত্তরীয় ও স্বামীজীর পুস্তস্ক দিয়ে সম্মানা জানানো হয়। ৫০ জন ছাত্র - ছাত্রীদের হাতে খাতা - কলম, রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব,স্বামীজী, মা সারদাদেবী বাণী সমেত পুস্তক ও ফল দেওয়া হয় সংঘঠনের পক্ষ্য থেকে।

বৃক্ষ রুপন করা হয়। স্বাগত ভাষন রাখেন সংঘঠনের সদস্যা শ্রীমতি চন্দনা রায়। স্বামীজীর 'ম্যান মেকিং ইজ মাই মিশন' এই বাণী কে সামনে রেখে সমাজ সেবায় জাতীয় পুরুস্কারপ্রাপ্ত বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী বিস্তারিত আলোচনা করেন। পারিশেষে রুদ্র - দ্যা রে অফ হোপ সামাজিক ও মানবিক সংঘঠনের ফাউন্ডার রাজীব কুমার সাহা স্বামীজীর ছোটো বেলা থেকে শুরু করে ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের সানিধ্যেলাভ, চিকাগো বিশ্ব মহাধর্ম সম্মেলন থেকে শুরু করে, রামকৃষ্ণ আশ্রম ও রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার বিষয় তোলে ধরেন এবং স্বামীজীর সানিধ্যে এসে ভাগিনী নিবেদিতার কর্মপদ্ধতি সারা ভারতে নারীশিশিক্ষ্যার প্রসার ও স্বামীজীর মানবিকতার দৃষ্টান্ত ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন ও স্বামীজীর যুবসমাজের বার্তা নিয়ে পর্য্যালোচনা করেন। নেশামুক্ত রাষ্ট্রঘটনে যুবাদের এগিয়ে আসতে আহ্বান করেন। স্বামীজীর জন্ম জয়ন্তীর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ১ নং ফুলকুমারী পঞ্চায়েতের সদস্য শ্রীমতি অনিমা দাস , সমাজ সেবী বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী , সংঘঠনের সদস্য চন্দনা রায়, সংঘঠনের কর্ণধার রাজীব কুমার সাহা ও ওনার মাতা লক্ষী রানী সাহা, সদস্য প্রীতম সাহা, শ্যাম সাহা,অপু পাল, সুপ্রতীক দেবনাথ, উৎপল আচার্য্য প্রমুখ।

উদয়পুর, ১২ জানুয়ারি: যুগপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দের ১৬৩ তম জন্মজয়ন্তী এবং ৪১ তম জাতীয় যুব দিবস উদযাপন করলো উদয়পুর বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ইংরেজি মাধ্যম স্কুল। সকাল আটটায় প্রদীপ প্রজ্জ্বলন এবং স্বামীজীর মর্মর মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ নিবেদনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ করেন উদয়পুর বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক তথা বর্তমান পরিচালন কমিটির সম্পাদক বিমল চক্রবর্তী।

অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন বিদ্যাপীঠের ইন্টারনাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর তথা শিক্ষক দিপাল সাহা। এছাড়া অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যাপীঠের দুপুরবেলা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শ্যামসুন্দর দত্ত, প্রাথমিক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী, প্রাক-প্রাথমিক বিভাগের কোর্ডিনেটর সোমা শর্মা এবং বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির অন্যতম সদস্য তথা বরিষ্ঠ শিক্ষক সঞ্জীব ভট্টাচার্য্য। প্রত্যেকেই তাদের আলোচনায় ছাত্রছাত্রীদের সামনে বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠের ইতিহাস, স্বামীজীর জীবনাদর্শ এবং যুব দিবসের তাৎপর্য্য তুলে ধরেন। বিদ্যাপীঠের প্রাক-প্রাথমিক বিভাগের ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে উচ্চতর বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে। অনুষ্ঠানে ছাত্র ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বাইরেও প্রচুর অভিভাবক উপস্থিত ছিল। ৪১ তম জাতীয় যুব দিবস এবং বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠা দিবসকে সামনে রেখে ১৩ জানুয়ারি উদয়পুর স্পোর্টস কমপ্লেক্স এর মাঠে ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে এক প্রীতিপূর্ণ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হবে।

খোয়াই বাজারে শহীদ দিবস পালিত হবে ১৩ জানুয়ারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১২ জানুয়ারি ।। খোয়াই সিঙ্গিছড়া ২নং বাজারে সোমবার পালিত হবে শহীদ দিবস। এজন্য চলেছে প্রস্তুতি। ২০০২ সালের ১৩ই জানুয়ারি, খোয়াই সিঙ্গিছড়া ২ নং বাজারে পৌষসংক্রান্তির বাজারে উগ্রপন্থীদের এলোপাথাড়ি গুলিতে ১৬টি তরতাজা প্রাণ নিভে গিয়েছিল। রক্তের বন্যায় ভেসে গিয়েছিল গোটা বাজার। সেই ভয়াবহ দিনটি আজও স্মরণ করে চোখের জল ফেলে এই এলাকার এলাকাবাসীরা সহ গোটা খোয়াইবাসী। আজও সেই দিনের কথা মনে পড়লে গা শিহরণ দিয়ে ওঠে সকলের।

সেই ভয়াবহ দিনটিতে স্বজন হারানোর কান্নায় ভারী হয়ে উঠেছিল আকাশ বাতাস। আজ ২৩ বছর পর পৌষ সংক্রান্তির ঠিক আগে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এইরকম প্রতিক্রিয়াই দিলেন সেই বীভৎস ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীরা। সেখানে গিয়ে দেখা গেল সেই দিন প্রাণ যাওয়ার ১৬ জনের নামে শহীদ বেদী তৈরি হচ্ছে।

কংগ্রেস ভবনে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারি।। আগরতলা কংগ্রেস ভবনে ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ১২ই জানুয়ারী স্বামী বিবেকানন্দের ১৬৩ তম জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়েছে।

এদিন সকালে আগরতলা প্রদেশ কংগ্রেস ভবনের সামনে বিবেকানন্দের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন যুব কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি নীল কমল সাহা, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা সহ অন্যান্যরা।

এদিন কংগ্রেস ভবনে উপস্থিত কংগ্রেস নেতা ও সমর্থকরা মিলে স্বামীজির জীবন বৃত্তান্ত নিতে আলোচনা করেন এবং তাঁর জীবনআদর্শকে স্মরণ করেন।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে যুব কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি নীল কমল সাহা বলেন, স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ যুব সমাজের জন্য প্রেরণা। যুবকরা যে দেশে স্বতস্ফূর্তভাবে কাজ করে না সেই দেশের উন্নতি হয় না, স্বামীজির এই বাণী যুব সমাজের মেনে চলা উচিত এবং সমাজের কল্যাণে কাজ করতে এগিয়ে আসা উচিত।

চড়িলাম সৎসঙ্গ কেন্দ্রে ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের ১৩৭ তম জন্ম মহামহোৎসব পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১২ জানুয়ারি।। চড়িলাম সৎসঙ্গ কেন্দ্রে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে প্রত্যেক বছরের মতো এ বছরও রবিবার ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের শুভ ১৩৭ তম জন্ম মহামহোৎসব পালন করা হয়। শনিবার শুভ অধিবাস যাত্রা এবং গঙ্গানায়ন এবং বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানে শুভ সূচনা করা হয়। রবিবার সৎসঙ্গ কেন্দ্রে ধর্মসভা, আনন্দবাজার আয়োজন করা হয়।

রবিবার বিকেলে উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের সাংসদ তথা রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। চড়িলাম সৎসঙ্গ বিহারে আয়োজিত উৎসবকে কেন্দ্র করে রাজ্য এবং বহি: রাজ্য থেকে ধর্মপ্রাণ সকলেই সমবেত হয়ে উক্তি অনুষ্ঠানকে মুখরিত করে তোলেন পাশাপাশি এই উৎসবকে কেন্দ্র করে রাজ্যে বহিঃরাজ্যের বিক্রেতারা তাদের বিভিন্ন ব্যবসার সামগ্রী নিয়ে ব্যবসার পসরা সাজিয়ে বসেন।

অহংকারের কারণে বামেরা ধ্বংস হয়েছে ঃ সাংসদ বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারি।। ইতিহাস সাক্ষী কংগ্রেস এবং কমিউনিস্ট একত্রিত হলে কমিউনিস্ট আর ক্ষমতায় ফিরে আসে না। পশ্চিমবঙ্গ এটির সব থেকে বড় উদাহরণ। রবিবার এভাবেই কমিউনিস্টদের আক্রমণ করলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

উল্লেখ্য, রবিবার পুরনিগমের ২৪ নং ওয়ার্ডে শীতবস্ত্র এবং এলইডি লাইট বিতরণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন বিপ্লব কুমার দেব। এছাড়াও আগরতলা পুরো নিগমের তিন বছর পূর্তি উপলক্ষে পাঁচ নং ওয়ার্ডের আয়োজিত নাগরিক সম্মাননা অনুষ্ঠানেও অংশগ্রহণ করেছেন এদিন। দুটো অনুষ্ঠানেই বাম এবং কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন বিপ্লব দেব।

তিনি বলেন, কংগ্রেস আর কমিউনিস্টরা যতবার একত্রিত হয়েছে ততবার কমিউনিস্টরা ধ্বংস হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেন পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলকে হারাবার জন্য কংগ্রেস এবং কমিউনিস্টরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু কংগ্রেস এবং কমিউনিস্ট ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ফলে তৃণমূল আরো বেশি শক্তিধারী হয়ে ওঠে। অর্থাৎ কংগ্রেস এবং কমিউনিস্ট একসঙ্গে আসলে পতন নিশ্চিত। তিনি আরো বলেন বিরোধীরা থাকা প্রয়োজন।

তবে সাকারাত্মক বিরোধী হওয়া প্রয়োজন। কমিউনিস্টরা নাকারাত্মক বিরোধী। তাদের সবকিছুতেই সমস্যা। কমিউনিস্টরা শুধুমাত্র কাজে বাধা দিতে জানে, আন্দোলন, অফিসে তালা ঝুলানো ইত্যাদি কমিউনিস্ট এর একমাত্র হাতিয়ার। এর বাইরে তারা কিছুই জানেনা।

এদিন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী বিরুদ্ধেও আক্রমণ করেছেন সাংসদ বিপ্লব। তিনি বলেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরীর সাধারণ সিট থেকে ভোটে জিতার সাহস ছিল না। সেই জন্য তিনি তার নিজ এলাকায় গিয়ে এসটি সিট থেকে লড়াই করেছেন। তবুও যদি সেখানে প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা সাহায্য না করতো তাহলে তিনি জামানত জব্দ হয়ে বাংলাদেশে গিয়ে পড়তেন বলে কটাক্ষ করলেন বিপ্লব কুমার দেব। তিনি আরো বলেন, অহংকারের কারণে বামেরা ধ্বংস হয়েছে। তাই ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীসহ নেতৃত্বদের অহংকারের চশমা না পড়ার জন্য আহ্বান জানান সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

সূর্যসেনের প্রয়াণ দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারি।। রাজধানী আগরতলায় এআইডিএসও, এআইডিওয়াইও, এআইএমএসএস এর যৌথ উদ্যোগে মাস্টারদা সূর্য্যসেনের আত্ম বলিদান দিবস পালন করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, সূর্য কুমার সেন, মাস্টারদা নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষের ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম নেতা হিসেবে পরিচিত। পূর্ববঙ্গে জন্ম নেওয়া এই বাঙালি বিপ্লবী তৎকালীন ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন এবং দেশের জন্য জীবন বলিদান দিয়েছিলেন। তাই আজ তাঁর আত্ম বলিদান দিবস শ্রদ্ধার সাথে পালন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে উদ্যোক্তারা বলেন, দেশের বরেণ্য মহান ব্যক্তিত্বদের জীবন সংগ্রাম সম্পর্কে বর্তমান সময়ের পাঠ্যপুস্তকে কোনো উল্লেখ নেই। তাই আজকের যুগের ছাত্ররা দেশের প্রতি তাদের বলিদান সম্পর্কে কিছুই জানে না।

এআইডিএসও, এআইডিওয়াইও, এআইএমএসএস এর সদস্যরা সংবাদ প্রতিনিধিদের মাধ্যমে পাঠ্যপুস্তকে মাস্টারদা সূর্য্যসেনের মত শহীদদের জীবন সম্পর্কে তথা তাদের আত্ম বলিদান বিষয়ে পাঠ্যপুস্তকে উল্লেখ করার দাবি করেন।

উত্তর পূর্বাঞ্চলভিত্তিক বিজ্ঞান মেলায় প্রথম স্থান অর্জনকারীদের সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১২ জানুয়ারি।।নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারি।। উত্তর-পূর্বাঞ্চল ভিত্তিক বিজ্ঞান মেলায় প্রথম স্থান অর্জনকারী ছাত্রদের শনিবার ধর্মনগর রেলস্টেশনে সংবর্ধনা জানানোর আয়োজন করা হয়।

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি ধর্মনগরে জেলাভিত্তিক বিজ্ঞান মেলায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই বিজ্ঞান মেলায় প্রথম স্থান অধিকার করার পর রাজ্যভিত্তিক বিজ্ঞান মেলায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করে পরবর্তীতে গৌহাটিতে অনুষ্ঠিত উত্তর-পূর্বাঞ্চল ভিত্তিক বিজ্ঞান মেলায় ধর্মনগর মহকুমার নয়াপাড়া ইংরেজি মাধ্যম উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং গোল্ডেন ভ্যালি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্ররা অংশ নিয়ে যুগ্মভাবে প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

গত ১০ জানুয়ারি গৌহাটিতে চার দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত এই বিজ্ঞান মেলার ফলাফল প্রকাশিত হয়। বিজয়ী ছাত্ররা শনিবারে বিমানযোগে গৌহাটি থেকে আগরতলা পৌঁছানোর পর রেলপথে রাতে ধর্মনগরে পৌঁছায়। রেল স্টেশনে তাদের সংবর্ধনা জানাতে উপস্থিত ছিলেন নয়াপাড়া ইংরেজি মাধ্যম উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং গোল্ডেন ভ্যালি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণ। বিজয়ীদের চন্দনের ফোঁটা ও ফুলের তোড়া দিয়ে ছাত্রদের স্বাগত জানানো হয়, যা মুহূর্তটিকে আনন্দ ও গৌরবে ভরিয়ে তোলে।

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা অখণ্ড সংঘের উদ্যোগে অযাচক আশ্রমে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জানুয়ারি।। রবিবার পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা অখণ্ড সংঘের উদ্যোগে অযাচক আশ্রমে এক মহতি রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। রক্তদান শিবিরে ত্রিপুরা হাইকোর্টের বিচারপতি অরিন্দম লোধ সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

রাজ্যের ব্লাড ব্যাংকগুলিতে রক্ত সংকট দূর করতে এগিয়ে এলো ধর্মীয় সংগঠন। রবিবার পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা অখণ্ড সংঘের উদ্যোগে অযাচক আশ্রমে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এদিন শিবিরে শতাধিক ধর্মপ্রাণ মানুষ স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। অযাজক আশ্রমে রক্তদান শিবিরে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা হাইকোর্টের বিচারপতি অরিন্দম লোধ এবং আশ্রমের কর্মকর্তারা।

এদিন রক্তদান শিবিরে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ত্রিপুরা হাইকোর্টের বিচারপতি অরিন্দম লোধ বলেন, রক্তদানের মত মহতি কাজে ধর্মপ্রাণ মানুষ হিসেবে এগিয়ে এসেছে তাতে সমাজের অন্যান্য অংশের মানুষ দারুণভাবে অনুপ্রাণিত হবেন। তিনি বলেন, রক্তদান হলো সবচেয়ে বড় ধর্ম। রক্তদানের সকল অংশের মানুষকে দ্বিধা দ্বন্দ্ব ভুলে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

ভারপ্রাপ্ত মুদ্রক ও প্রকাশক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।